যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সংবাদপত্র

ড. কামরুল হক

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

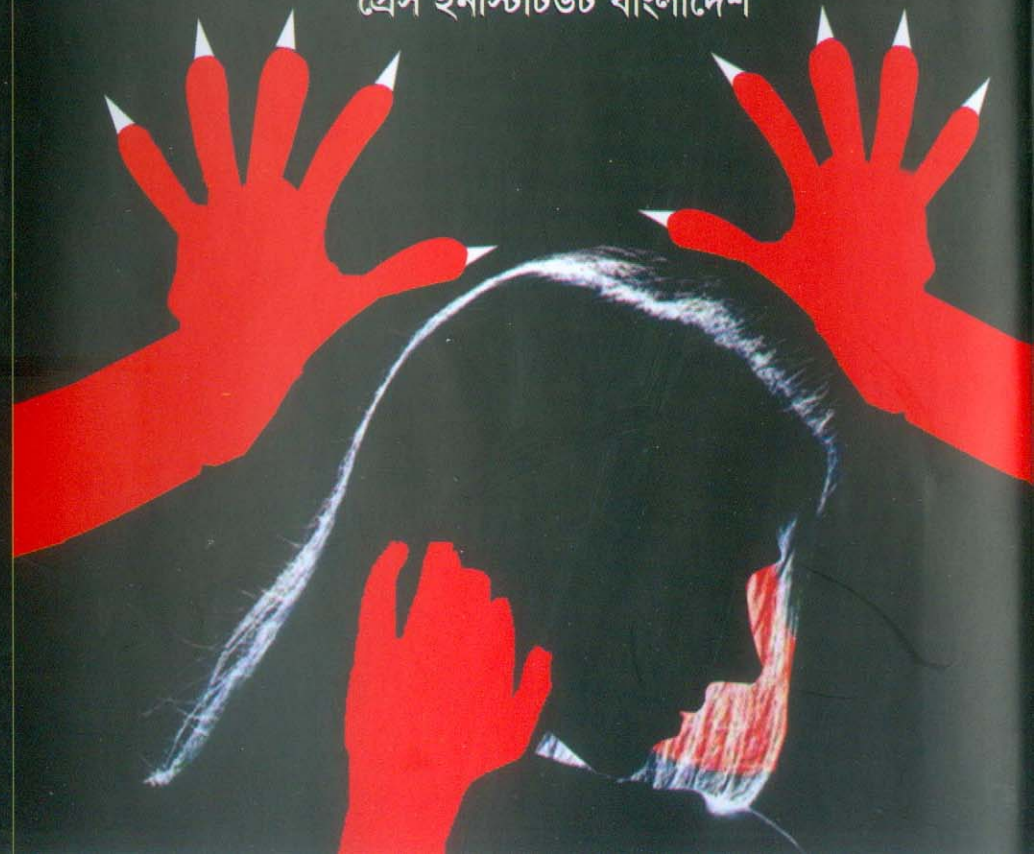

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সংবাদপত্র • ড. কামরুল হক

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সংবাদপত্র

ড. কামরুল হক

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা–১০০০

প্রকাশক
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৮

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পিউটার বিন্যাস
ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল

মুদ্রাকর
বেস্ট প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
২০৭ ফকিরাপুল, ঢাকা

মূল্য
৳ ১৬০.০০

©পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

Sexual Harassment Prevention and Newspaper
Published by Press Institute Bangladesh, 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : 160.00 Taka. $ 03 Only
ISBN : 978-984-732-039-7
Phone : 9361424, 9330081-83, Fax : 880-02-8317458
E-mail : research@pib.gov.bd, Website : পিআইবি.বাংলা; http://www.pib.gov.bd
বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সংবাদপত্র

গবেষক
ড. কামরুল হক
রিসার্চ অফিসার
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. গোলাম রহমান
অধ্যাপাক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা মূল্যায়ন
ড. সাখাওয়াত আলী খান
অনারারি অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আখতার সুলতানা
অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ থেকে ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ১৭টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে গবেষণাকর্মগুলো মূল্যায়ন করার জন্য দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। 'গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি'র সদস্যরা ছিলেন: অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান ও অধ্যাপক আখতার সুলতানা। ২০১৪ সালের মে মাসে 'গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি'র সভায় ১৭টি গবেষণাকর্মের মধ্যে ৫টি জার্নালে প্রকাশের জন্য সুপারিশ করা হয়। পরে ২০১৫ সালের ১৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত পিআইবি'র 'গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ কমিটি'র সভায় ওই পাঁচটি গবেষণাকর্ম গ্রন্থ আকারে প্রকাশের জন্য সুপারিশ করা হয়। 'গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ কমিটি'র সভায় সিদ্ধান্তের আলোকে গবেষণাকর্মের বিষয়, তথ্যের গুরুত্ব ও সময় বিবেচনা করে পাঁচটির মধ্যে তিনটি গবেষণাকর্ম গ্রন্থ আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর অন্যতম 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সংবাদপত্র' শিরোনামের এই গবেষণাকর্ম।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য ড. কামরুল হককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অধ্যাপক ড. গোলাম রহমানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণাকর্মটি তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন করে দেয়ার জন্য। একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ১৭টি গবেষণাকর্ম মূল্যায়নের জন্য গঠিত কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান ও অধ্যাপক আখতার সুলতানাকে। গবেষণাকর্মটি পরিচালনায় সহযোগিতা করেছেন গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের সাবেক পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম চৌধুরী। তাঁর সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। বর্তমান পরিচালক আকতার হোসেনকেও তাঁর সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই গবেষণাকর্মটি গণমাধ্যম গবেষক, গণমাধ্যমকর্মী ও সংশ্লিষ্ট সবার কাজে লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

মো. শাহ আলমগীর
মহাপরিচালক

প্রসঙ্গ কথা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ পরিচালিত 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সংবাদপত্র' শীর্ষক গবেষণাকর্মের কাজ শুরু হয় ২০১১ সালের মার্চে। তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিন্যাস ও রিপোর্ট লেখার কাজ সম্পন্ন হয় ২০১১ সালের জুনে এবং সেপ্টেম্বরে গবেষণাকর্মের রিপোর্ট চূড়ান্ত হয় ।

তৎকালীন মহাপরিচালক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাসের অনুমোদন, পরামর্শ ও সহযোগিতায় গবেষণাকর্মের কাজ সম্পন্ন হয়। গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান। মূল্যায়ন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান এবং অধ্যাপক আখতার সুলতানা। গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসনিকসহ সার্বিক সহায়তা দিয়েছেন গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের তৎকালীন পরিচালক মো: রফিকুল ইসলাম চৌধুরী। তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিন্যাসের কাজ করেছেন রাফিয়া চৌধুরী, আরিফা হোসেন ও মৌসুমী আক্তার। সকলের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি পিআইবির মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরকে। বিষয় ও তথ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁর সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কারণেই গবেষণাকর্মটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ড. কামরুল হক
রিসার্চ অফিসার

সূচিপত্র

সার-সংক্ষেপ ১১

প্রথম অধ্যায় ২১
পটভূমি ২১
গবেষণার পূর্বপাঠ পর্যালোচনা ২৬
উদ্দেশ্য ২৮
গবেষণা প্রশ্ন ২৮

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩১
গবেষণা পদ্ধতি ৩১
নমুনা ডিজাইন ৩৫

তৃতীয় অধ্যায় ৩৯
আধেয় বিশ্লেষণ ৩৯
সংবাদপত্র পাঠকদের মতামত ৭০
সাংবাদিকদের অভিমত ৯২
ফলাফল বিশ্লেষণ ১০১

চতুর্থ অধ্যায় ১০৭
উপসংহার ১০৭
গবেষণার সিদ্ধান্ত ১১৯
সুপারিশ ১২২

পরিশিষ্ট-১
সংবাদপত্র পাঠকদের মতামত জরিপের প্রশ্নপত্র ১২৩

পরিশিষ্ট-২
ডেপথ্ সাক্ষাৎকারের প্রশ্নপত্র ১২৭

পরিশিষ্ট-৩
ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ১০টি অঞ্চলের ৯০টি ওয়ার্ডের তালিকা ১২৮

গ্রন্থপঞ্জি ১৫০

টেবিল
টেবিল-১ : মোট প্রিন্ট এরিয়ার মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের জন্য ব্যবহৃত প্রিন্ট এরিয়ার হার ৪০
টেবিল-২ : সাতটি সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য : শ্রেণীভিত্তিক হার ৪২
টেবিল-৩ : প্রথম আলোতে যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য : শ্রেণীভিত্তিক হার ৪২
টেবিল-৪ : যুগান্তরে যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য : শ্রেণীভিত্তিক হার ৪৩
টেবিল-৫ : আমাদের সময়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য : শ্রেণীভিত্তিক হার ৪৩
টেবিল-৬ : দৈনিক ইত্তেফাকে যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য : শ্রেণীভিত্তিক হার ৪৪
টেবিল-৭ : সমকালে যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য : শ্রেণীভিত্তিক হার ৪৫
টেবিল-৮ : ডেইলি স্টারে যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য : শ্রেণীভিত্তিক হার ৪৫
টেবিল-৯ : দি ইনডিপেনডেন্টে যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য : শ্রেণীভিত্তিক হার ৪৬
টেবিল-১০ : বিষয়ক রিপোর্ট যে পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে ৪৭
টেবিল-১১ : যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত রিপোর্টের কলাম সংখ্যা ৪৯
টেবিল-১২ : যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের ধরন ৫০
টেবিল-১৩ : যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট ফলো-আপ হওয়ার তথ্য ৫১
টেবিল-১৪ : যৌন হয়রানির ঘটনাস্থল ৫২
টেবিল-১৫ : যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের বিষয় ৫৩
টেবিল-১৬ : যৌন হয়রানির রিপোর্টে ভিক্টিমের নাম-পরিচয় আছে কিনা ৫৪
টেবিল-১৭ : যৌন হয়রানির স্থান ৫৬
টেবিল-১৮ : ভিক্টিমের বয়স ৫৭
টেবিল-১৯ : ভিক্টিমেরের সামাজিক স্তর ৫৯
টেবিল-২০ : রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় আছে কিনা ৬০
টেবিল-২১ : যে যৌন হয়রানি করেছে ৬২
টেবিল-২২ : যৌন হয়রানিকারীর বয়স ৬৩
টেবিল-২৩ : যৌন হয়রানির রিপোর্টে হয়রানিকারীর বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার তথ্য আছে কিনা ৬৪
টেবিল-২৪ : যৌন হয়রানির রিপোর্টে হয়রানিকারীর শাস্তি হওয়ার তথ্য আছে কিনা ৬৫
টেবিল-২৫ : যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট ছবির আকৃতি ৬৬
টেবিল-২৬ : যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট ছবির বিষয়বস্তু ৬৭
টেবিল-২৭ : যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়র বক্তব্যের ধরন ৬৯
টেবিল-২৮ : উত্তরদাতারা খবরের কাগজ পড়েন কিনা ৭১
টেবিল-২৯ : উত্তরদাতারা খবরের কাগজ প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর পড়েন কিনা ৭২
টেবিল-৩০ : উত্তরদাতারা সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে মনে করেন কিনা ৭৩
টেবিল-৩১ : উত্তরদাতারা সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কী মনে করেন ৭৪
টেবিল-৩২ : উত্তরদাতারা যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে মনে করেন কিনা ৭৬

টেবিল-৩৩ : যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কারণ কী বলে উত্তরদাতারা মনে করেন ৭৭
টেবিল-৩৪ : উত্তরদাতারা সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার আরো বেড়ে যাচ্ছে মনে করেন কিনা ৭৮
টেবিল-৩৫ : যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশের পরিমাণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমত ৮০
টেবিল-৩৬ : যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশের পরিমাণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমত ৮১
টেবিল-৩৭ : সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না বলে উত্তরদাতারা মনে করেন কিনা ৮৩
টেবিল-৩৮ : উত্তরদাতারা সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয় মনে করেন কিনা ৮৪
টেবিল-৩৯ : যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমত ৮৫
টেবিল-৪০ : উত্তরদাতারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে মনে করেন কিনা ৮৭
টেবিল-৪১ : উত্তরদাতাদের বয়সভিত্তিক বিভাজন ৯০
টেবিল-৪২ : উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৯১

চিত্র

চিত্র-১ : সাল অনুযায়ী প্রথম আলোতে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার ৪২
চিত্র-২ : সাল অনুযায়ী যুগান্তরে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার ৪৩
চিত্র-৩ : সাল অনুযায়ী আমাদের সময়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার ৪৪
চিত্র-৪ : সাল অনুযায়ী দৈনিক ইত্তেফাকে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার ৪৪
চিত্র-৫ : সাল অনুযায়ী সমকালে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার ৪৫
চিত্র-৬ : সাল অনুযায়ী ডেইলি স্টারে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার ৪৬
চিত্র-৭ : সাল অনুযায়ী দি ইনডিপেনডেন্টে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার ৪৬
চিত্র-৮ : সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট ফলো-আপ হওয়ার হার ৫১
চিত্র-৯ : সংবাদপত্রের যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপের্টে ভিক্টিমের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার হার ৫৫
চিত্র-১০ : সংবাদপত্রের যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপের্টে ভিক্টিমের সামাজিক স্তরের হার ৬০
চিত্র-১১ : সংবাদপত্রে রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় প্রকাশের হার ৬১
চিত্র-১২ : সংবাদপত্রের যৌন হয়রানিকারীর শাস্তি হওয়ার তথ্য প্রকাশের হার ৬৬
চিত্র-১৩ : সংবাদপত্রের যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানি বেড়ে যাচ্ছে মনে করার হার ৭৯
চিত্র-১৪ : যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে মনে করার হার ৮৮

সার-সংক্ষেপ

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য (Ultimate Objective) ছিল: বাংলাদেশের সংবাদপত্র যৌন হয়রানি প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখছে তা যাচাই করা। গবেষণার উদ্দেশ্যের আলোকে তথ্য সংগ্রহের জন্য তিন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। পদ্ধতিগুলো হচ্ছে:

এক. আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি।

দুই. মতামত জরিপ (Opinion Survey) পদ্ধতি।

তিন. ডেপথ্ সাক্ষাৎকার (Depth Interview) পদ্ধতি।

আধেয় বিশ্লেষণের জন্য নির্দিষ্ট নমুনায়ন পদ্ধতিতে সাতটি সংবাদপত্রকে এই গবেষণায় নমুনাভুক্ত করা হয়। সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে পাঁচটি বাংলা এবং দু'টি ইংরেজি। সংবাদপত্রগুলো হচ্ছে: প্রথম আলো, যুগান্তর, আমাদের সময়, দৈনিক ইত্তেফাক, সমকাল, দি ডেইলি স্টার ও দি ইনডিপেনডেন্ট। নমুনা কাঠামো অনুযায়ী প্রতিটি দৈনিক সংবাদপত্রের নমুনা সংখ্যা ছিল ১২৬টি। ৭টি দৈনিক সংবাদপত্রের মোট নমুনা সংখ্যা ছিল (১২৬টি নমুনা X ৭টি পত্রিকা)= ৮৮২টি।

মতামত জরিপের জন্য নির্দিষ্ট নমুনায়ন পদ্ধতিতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ১০টি অঞ্চল থেকে তিন শ' জন উত্তরদাতা বাছাই করা হয়। পরে উত্তরদাতাদেরকে পেশার ভিত্তিতে বিন্যাস করা হয়।

ডেপথ্ সাক্ষাৎকারের জন্য নমুনাভুক্ত ৭টি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিটি থেকে একজন করে মোট ৭ জন নীতি নির্ধারক পর্যায়ের সাংবাদিককে বাছাই করা হয় এবং তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতিতে পরিচালিত এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য নিচে উল্লেখ করা হলো:

আধেয় বিশ্লেষণ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সংবাদপত্রগুলোতে খুবই নগণ্য জায়গা জুড়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। সব ক'টি সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের সম্মিলিত হার ১.৮২%। তবে সংবাদপত্র অনুযায়ী আলাদাভাবে হিসাব করলে সব সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার এক শতাংশেরও কম।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে খুব কম স্পেস বা জায়গা ব্যবহার হলেও সংবাদপত্রগুলোতে এই সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের জন্য স্পেস ব্যবহারের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে এসে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য স্পেস ব্যবহারের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত স্পেসের বেশির ভাগ (৭৩%) ব্যবহার হয়েছে ২০১০ সালে। সব ক'টি

সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য যে জায়গা ব্যবহার হয়েছে তার বেশির ভাগই ব্যবহার হয়েছে ২০১০ সালে।

যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হারও দিন দিনই বাড়ছে। ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার বেড়ে গেছে। যৌন হয়রানি বিষয়ক মোট তথ্যের ৭৬% তথ্যই প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যসমূহের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশের হার (৭৬%) সবচেয়ে বেশি। আর সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত মোট রিপোর্টের বেশির ভাগ (৭৭%) ২০১০ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার দিন দিনই বাড়ছে। সব সংবাদপত্রেই ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার অনেক বেড়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সব সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যসমূহের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি। আর সংবাদপত্রগুলোতে বেশির ভাগ রিপোর্টই প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। সংবাদপত্রগুলোতে যৌন হয়রানি বিষয়ক সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, ফিচার, কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধ, চিঠি ও মতামত, খবরের সঙ্গে ছবি এবং ক্যাপশন ছবি প্রকাশের হার বেশ কম। তবে বেশির ভাগ সংবাদপত্রেই এই তথ্যগুলোর বেশির ভাগ প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোর ছয় ভাগের এক ভাগ (১৬%) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বেশির ভাগ (৮৪%) রিপোর্টই প্রকাশিত হয়েছে ভেতরের পৃষ্ঠায়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় ছিল, যে রিপোর্টগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে তার সবই প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। আর শেষ পৃষ্ঠা এবং ভেতরের পৃষ্ঠায়ও যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোর বেশিব ভাগ প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। বেশির ভাগ (৮৫%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট ডাবল ও সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট উপস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোগুলো খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি। রিপোর্টগুলো যে পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে এবং যত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে উভয় বিবেচনা থেকেই এই কথা বলা যায়। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে সব সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক সাধারণ বা সাদামাটা রিপোর্টই বেশি (৯৭%) প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট ও অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট খুব স্বল্প হারে প্রকাশিত হয়েছে। খুব কম সংখ্যক যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের ফলো-আপ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। বেশির ভাগ (৮৩%) রিপোর্টের ঘটনাস্থল শহরাঞ্চল।

সংবাদপত্রে যৌন হয়রানির বিবরণমূলক রিপোর্ট তুলনামূলকভাবে বেশি হারে (৪০%) প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় সব সংবাদপত্রেই এই শ্রেণীর রিপোর্ট অন্য শ্রেণীর রিপোর্টের তুলনায় কিছুটা বেশি হারে প্রকাশিত হয়েছে।

বেশির ভাগ (৬২%) রিপোর্টে যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়নি।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানির স্থান চিহ্নিত করতে গিয়ে দেখা গেছে, ভিক্টিমরা বেশির ভাগ (৩৯%) যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন রাস্তা-ঘাটে।

বেশির ভাগ (৮৮%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের বয়স চিহ্নিত করা হয়েছে ১৫ বছরের কম কিংবা ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। আবার এদের মধ্যে ১৫ থেকে ২০ বছর বসয়ী ভিক্টিমের হার বেশি (৬০%)। প্রকাশিত বেশির ভাগ যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমদের সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা যায়নি। তবে সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা গেছে এমন রিপোর্টগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ (৫৫%) ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ভিক্টিমদের সামাজিক স্তর নিম্নবিত্ত।

যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে বেশির ভাগ (৫৮%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে । বেশির ভাগ (৬৬%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টেই দেখা গেছে, যৌন হয়রানিকারীর ভূমিকায় ছিল বখাটে।

স্বল্প সংখ্যক (১৬%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর বয়স চিহ্নিত করা গেছে।

তবে যৌন হয়রানিকারীর বয়স চিহ্নিত করা গেছে এমন রিপোর্টগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ (৭৮%) ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যৌন হয়রানিকারীর বয়স ১৫ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। এর মধ্যে ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সী যৌন হয়রানিকারীর হার তুলনামূলকভাবে বেশি (৪০%)।

স্বল্প সংখ্যক (৩০%) যৌন হয়রানির রিপোর্টে যৌন হয়রানির ঘটনায় মামলা হওয়ার তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই (৭০%) মামলা হয়নি। যৌন হয়রানির ঘটনায় শাস্তি হওয়ার তথ্যও খুব কম হারে (১৭%) সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

যৌন হয়রানি বিষয়ক ছবির আকৃতি সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বেশির ভাগ (৭৩%) ছবি প্রকাশিত হয়েছে ডাবল কলাম ও তিন কলামে। তবে ডাবল কলামে ছবি প্রকাশের হারই তুলনামূলকভাবে বেশি (৪২%)। যৌন হয়রানির ছবিগুলোর মধ্যে যৌন হয়রানীর ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের ছবির হার সবচেয়ে বেশি (৭৪%)।

যৌন হয়রানি বিষয়ক সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়গুলোতে যৌন হয়রানির ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানোর হার সবচেয়ে বেশি (৬০%)।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সাতটি সংবাদপত্রের মধ্যে পাঁচটি সংবাদপত্রে মোট ১০টি চিঠি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বেশির ভাগ চিঠিতেই যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানো হয়েছে। কিছু চিঠিতে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরামর্শও প্রদান করা হয়েছে। কিছু চিঠিটিতে যৌন হয়রানির ব্যাপারে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথাও বলা হয়েছে।

সংবাদপত্র পাঠকের মতামত জরিপ

সংবাদপত্র পাঠকের মতামত জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বেশির ভাগ (৯৩%) পাঠকই সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর নিয়মিতভাবে পড়েন। পাঠকদের বেশির ভাগই (৯৫%) মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। যৌন হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই সাংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা বেড়ে গেছে মনে করেন বেশির ভাগ (৭৪%) পাঠক।

বেশির ভাগ (৯৩%) পাঠকই মনে করেন যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বলে মনে করেন বেশির ভাগ (৭৭%) পাঠক। তবে বেশির ভাগ (৫৮%) পাঠকই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার আরো বেড়ে যাচ্ছে।

যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয় বলে মনে করেন বেশির ভাগ (৬২%) পাঠক। অন্যদিকে মোট পাঠকের প্রায় অর্ধেক (৫২%) মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয়। তবে পাঠকদের বড় একটি অংশই (৩৭%) মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়। আর বেশির ভাগ (৬২%) পাঠকই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীর শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয় মনে করেন বেশির ভাগ (৯০%) পাঠক। আর পাঠকদের বড় একটি অংশ (৪৩%) মনে করেন যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও এই ব্যাপারে আইন প্রয়োগের অভাব এবং শাস্তি বিধান খুব সামান্য হওয়াই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ। পাঠকদের অপর একটি অংশ (৩১%) মনে করেন যৌন হয়রানি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ সে ব্যাপারে সচেতনতার অভাব রয়েছে।

পাঠকদের একটি অংশ (৮%) যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার আরো কিছু কারণও চিহ্নিত করেছেন। এই সব কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হলো:

এক. নারীদের পর্দানশীনতার অভাব।
দুই. মেয়েদের উশৃঙ্খল পোষক।
তিন. পাশ্চত্য সংস্কৃতির প্রভাব।
চার. মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।
পাঁচ. মেয়েদের উশৃঙ্খল চলাফেরা।
ছয়. মেয়েদের আরো সচেতন হতে হবে।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে মনে করেন অর্ধেকের বেশি (৫৩%) পাঠক। তবে পাঠকদের প্রায় অর্ধেক (৪৭%) মনে করেন যথাযথ ভূমিকা পালন করছে না।

পাঠকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র কী করতে পারে। পাঠকের মধ্যে বড় একটি অংশ (৪৪%) বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। এদের মধ্যে ২১% বলেছেন, সংবাদপত্রগুলোর উচিত যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির তথ্য বেশি প্রচার করা। ১৯% পাঠকের মতে, যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরগুলোর ফলো-আপ খবর অবশ্যই প্রকাশ করা উচিত। ১৬% পাঠক মনে করেন, যৌন হয়রানি যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ সে সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য পরামর্শগুলোর মধ্যে ছিল:

এক. যৌন হয়রানির খবরগুলোর উপস্থাপনায় আরো গুরুত্ব দিতে হবে।

দুই. যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগে সংশ্লিষ্টদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

তিন. প্রত্যন্ত অঞ্চলের যৌন হয়রানির খবর বেশি প্রকাশ করা উচিত।

চার. যৌন হয়রানি বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য খবরের পাশাপাশি সম্পাদকীয় ও ফিচারসহ অন্যান্য তথ্যও বেশি প্রকাশ করতে হবে।

পাঁচ. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরে এমন কিছু থাকা উচিত যাতে তা পড়ে যৌন হয়রানিকারীরা এই অপরাধ করতে ভয় পায়।

ছয়. যৌন হয়রানির প্রকৃত তথ্যই প্রকাশ করা উচিত। এই সংক্রান্ত খবর যেন অতিরঞ্জিত না করা হয়।

সাংবাদিকদের অভিমত

নীতি নির্ধারক পর্যায়ের সাংবাদিকদের অভিমত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা মেনে চলে। তবে সব সংবাদপত্রে লিখিত নীতিমালা নেই। কোনো কোনো সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশের সামগ্রিক নীতিমালার মাধ্যমেই যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের নীতিমালাও পূরণ হয় জানানো হয়েছে।

সাংবাদিকরা তাদের অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, সংবাদপত্রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম, পরিচয় ও ছবি প্রকাশ করা হয় না। আর কোনো কোনো সংবাদপত্র তাদের নীতিমালা অনুযায়ী যৌন হয়রানি বিষয়ক সংবাদকেই সাধারণত এড়িয়ে চলে।

সাংবাদিকরা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে মনে করলেও সবাই এই ব্যাপারে একমত নন।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের হার বাড়ানো হয়েছে বলে সাংবাদিকরা জানিয়েছেন। তবে আবার এমন অভিমতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, যৌন হয়রানির বিষয়টিকে বিশেষ কোনো গুরুত্ব না দেয়ার কারণে এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের ব্যাপারে তারা আলাদা কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

গণমাধ্যমে অতিপ্রচার যৌন হয়রানির মত অপরাধ বাড়িয়ে দিতে পারে এমন অভিমত প্রকাশিত হলেও এর বিপরীত অভিমতও প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় মনে করা হলেও এমন অভিমতও দেয়া হয়েছে যে, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য প্রকাশ হওয়া উচিৎ নয়। সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় না এমন ধারণাও রয়েছে। আবার একথাও মনে করা হয় যে, যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত তথ্য তুলে ধরা হলেও পারিবারিক তথ্য অনেক ক্ষেত্রে তুলে ধরা হয় না।

যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তারা যৌন হয়রানির মতো অপরাধ করা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে এমন ধারণা পোষণ করেন সাংবাদিকরা। তবে এর বিপরীত ধারণাও রয়েছে সাংবাদিকদের মধ্যে। অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, ভালো পরিবারের যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য প্রকাশিত হলে সে হয়তো আবার এই অপরাধ করতে কুণ্ঠাবোধ করে। কিন্তু পেশাদার বখাটেদের নাম প্রকাশিত হলে তারা অপরাধের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করেন সাংবাদিকরা। তবে বিপরীত দিকে সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের বর্তমান ধারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কোনই ভূমিকা পালন করছে না, বরং এই ধারা যৌন হয়রানিকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে এমন অভিমতও প্রকাশ করা হয়েছে।

গবেষণার সিদ্ধান্ত:

- সংবাদপত্রে খুবই নগণ্য জায়গা জুড়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশিত হয়। খুব কম জায়গা ব্যবহার হলেও সংবাদপত্রগুলোতে এই সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের জন্য স্পেস ব্যবহারের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে।
- সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার দিন দিনই বাড়ছে। ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার বেড়ে গেছে।
- সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোগুলো উপস্থাপনার ক্ষেত্রে খুব কম গুরুত্ব পায়। তবে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।
- যৌন হয়রানি বিষয়ক ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট ও অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট খুব স্বল্প হারে প্রকাশিত হয়।
- যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের ফলো-আপ রিপোর্ট খুব কম প্রকাশিত হয়।
- শহরাঞ্চলের যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে বেশি প্রকাশিত হয়।
- সংবাদপত্রে যৌন হয়রানির বিবরণমূলক রিপোর্ট বেশি প্রকাশিত হয়।
- বেশির ভাগ রিপোর্টে যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়নি।

- যৌন হয়রানির ঘটনা প্রধানত ঘটে-রাস্তা ঘাটে।
- বেশির ভাগ যৌন হয়রানির ভিক্টিমের বয়স ১৫ বছরের কম কিংবা ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে।
- নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীরা প্রধানত যৌন হয়রানির ভিক্টিম হয়ে থাকে।
- বেশির ভাগ যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।
- যৌন হয়রানিকারীদের বেশির ভাগই বখাটে।
- যৌন হয়রানিকারীদের বেশির ভাগের বয়স ১৫ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।
- বেশির ভাগ যৌন হয়রানির ঘটনায় মামলা হয় না।
- যৌন হয়রানির ঘটনায় হয়রানিকারীর শাস্তি হওয়ার তথ্য সংবাদপত্রে খুব কম প্রকাশিত হয়।
- যৌন হয়রানি বিষয়ক বেশির ভাগ ছবির আকৃতি ডাবল কলাম কিংবা তিন কলাম।
- যৌন হয়রানীর ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের ছবি সংবাদপত্রে বেশি প্রকাশিত হয়।
- যৌন হয়রানি বিষয়ক বেশির ভাগ সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় এবং চিঠি ও মতামতে যৌন হয়রানির ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানো হয়।
- বেশির ভাগ পাঠকই সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর নিয়মিতভাবে পড়েন।
- পাঠকদের বেশির ভাগ মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে।
- বেশির ভাগ পাঠক মনে করেন যৌন হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই সাংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা বেড়ে গেছে।
- পাঠকদের বেশির ভাগ মনে করেন যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।
- যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বলে মনে করেন বেশির ভাগ পাঠক।
- বেশির ভাগ পাঠকই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার আরো বেড়ে যাচ্ছে।
- যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয় বলে মনে করেন বেশির ভাগ পাঠক ।
- পাঠকদের বড় একটি অংশ মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়।
- বেশির ভাগ পাঠক মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

- সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীর শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয় মনে করেন বেশির ভাগ পাঠক।
- পাঠকদের বড় একটি অংশ মনে করেন যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও এই ব্যাপারে আইন প্রয়োগের অভাব এবং শাস্তি বিধান খুব সামান্য হওয়াই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ।
- পাঠকদের বেশির ভাগ মনে করেন যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে।
- পাঠকদের মতে, সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির তথ্য বেশি প্রচার করা প্রয়োজন।
- পাঠকরা মনে করেন, যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরগুলোর ফলো-আপ খবর অবশ্যই প্রকাশ করা উচিত।
- যৌন হয়রানি যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ সে সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে পাঠকরা মনে করেন।
- যৌন হয়রানির খবরগুলোর উপস্থাপনায় আরো গুরুত্ব দিতে হবে বলে মনে করেন পাঠকরা।
- পাঠকদের মতে, যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগে সংশ্লিষ্টদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে ভূমিকা রাখতে পারে সংবাদপত্র।
- পাঠকরা বলেছেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলের যৌন হয়রানির খবর বেশি প্রকাশ করা উচিত।
- যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য খবরের পাশাপাশি সম্পাদকীয় ও ফিচারসহ অন্যান্য তথ্যও বেশি প্রকাশ করতে বলেছেন পাঠকরা।
- পাঠকরা মনে করেন, যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরে এমন কিছু থাকা উচিত যাতে তা পড়ে যৌন হয়রানিকারীরা এই অপরাধ করতে ভয় পায়।
- যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরকে অতিরঞ্জিত না করার আহ্বান জানিয়েছেন পাঠকরা।
- সাংবাদিকদের অভিমত অনুযায়ী, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা মেনে চলে। তবে সব সংবাদপত্রে লিখিত নীতিমালা নেই।
- সাংবাদিকদের মতে, সংবাদপত্রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম, পরিচয় ও ছবি প্রকাশ করা হয় না। আর কোনো কোনো সংবাদপত্র তাদের নীতিমালা অনুযায়ী যৌন হয়রানি বিষয়ক সংবাদকেই সাধারণত এড়িয়ে চলে।
- যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে মনে করেন সাংবাদিকরা। তবে সবাই এই ব্যাপারে একমত নন।

- সাংবাদিকদের মতে, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের হার বাড়ানো হয়েছে। তবে আবার এমন অভিমতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, যৌন হয়রানির বিষয়টিকে বিশেষ কোনো গুরুত্ব না দেয়ার কারণে এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের ব্যাপারে আলাদা কোনো গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না।
- গণমাধ্যমে অতিপ্রচার যৌন হয়রানির মত অপরাধ বাড়িয়ে দিতে পারে সাংবাদিকরা এমন অভিমত প্রকাশ করলেও এর বিপরীত অভিমতও প্রকাশিত হয়েছে।
- সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় মনে করা হলেও সাংবাদিকরা এমন অভিমত দিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য প্রকাশ হওয়া উচিৎ নয়। আবার সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় না এমন ধারণাও রয়েছে সাংবাদিকদের মধ্যে।
- যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে তারা যৌন হয়রানির মতো অপরাধ করা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে এমন ধারণা পোষণ করেন সাংবাদিকরা। তবে এর বিপরীত ধারণাও রয়েছে সাংবাদিকদের মধ্যে।
- যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করেন সাংবাদিকরা। তবে বিপরীত দিকে সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের বর্তমান ধারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কোনই ভূমিকা পালন করছে না, বরং এই ধারা যৌন হয়রানিকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে এমন অভিমতও প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি, গবেষণার পূর্বপাঠ পর্যালোচনা, উদ্দেশ্য ও গবেষণা প্রশ্ন

পটভূমিঃ

ইভটিজিং নামে কথিত যৌন হয়রানিমূলক অপরাধ বিপদজ্জনকভাবে বাড়ছে। সারা বাংলাদেশেই যৌন হয়রানির ঘটনার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটছে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজে পড়া মেয়েরা রাস্তা-ঘাটে অহরহ যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে।

যৌন হয়রানি মেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করছে। এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক তথ্যে বলা হয়েছে: 'সাধারণভাবে টিজিং বা যৌন হয়রানিকে কম ক্ষতিকর একটি ব্যাপার মনে করা হয়। যদিও এর জন্য জাতিকে বড় মূল্য দিতে হয়। যৌন হয়রানির কারণে, মেয়েদের মধ্যে এক ধরনের ভয় কাজ করে, তারা সারাক্ষণ উত্যক্ত হবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে, এতে মেয়েদের সুস্থ-স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ, সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনা বিঘ্নিত হয়। তারা নিজেদের নিরাপত্তাহীন ও অসহায় মনে করে, তারা ক্রমশ কুণ্ঠিত, লজ্জিত, আত্মবিশ্বসহীন, মুখচোরা ও দুর্বল হয়ে ওঠে। অনেক মেয়েই শিক্ষাঙ্গন থেকে ঝরে পরে, বাল্যবিয়ের শিকার হয়, মেয়েশিশু ও তার পিতামাতার আত্মহননের প্রবণতা বাড়ে, সর্বোপরি তাদের জীবন সীমাবদ্ধ বা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। সমাজে নারীর অসম অবস্থানকে টিকিয়ে রাখতে যৌন হয়রানির প্রভাব সর্বগ্রাসী। প্রতিমুহূর্তে নারীর কাজ-কর্ম, চলাফেরাকে বাধাগ্রস্থ করে। শুধু তাই নয়, মনোবল ধ্বংস করে সামাজিকভাবে নারীকে অযোগ্য ও নিস্তেজ করে রাখে। সক্ষমতা অর্জনে প্রাথমিক পর্যায়েই বাধা দেয়। টিজিংয়ের বদঅভ্যাস পুরুষদের জীবনকে চটুল রসে পূর্ণ করে ও লোভী মানসিকতা প্রকাশে সহায়তা করে। অন্যদিকে শিশু ও নারীদের জন্য অনবরত দুর্বিষহ পরিস্থিতি তৈরি করে যা ভেদ করে জীবনের স্বাভাবিক সুবাতাস গ্রহণ প্রায়শ সম্ভব হয় না।'[১]

গণমাধ্যম তথ্য প্রচার ও শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষের মনোজগতে গণমাধ্যমের প্রভাব ব্যাপক। কিন্তু যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কি গণমাধ্যম যথাযথ ভূমিকা পালন করছে? এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে: 'গণমাধ্যম মানুষের চিন্তা করার ক্ষেত্রে বিরাট এক ভূমিকা রাখে। প্রিয় অভিনেতা যখন রাস্তা-ঘাটে একটা মেয়েকে প্রেম নিবেদন করে, তার জন্য ফুল পাঠায়, মোটর সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে ফুল ছুঁড়ে মারে আর নাটক-সিনেমার নায়িকারা হেসে কুটি কুটি হয়, তখন দর্শকরাও বিষয়টি অতি স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়ে অনেকেই এই আচিরণ তাদের বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করেন। ঘটে ইভটিজিং। রোমিওদের ভীড় বাড়ে মেয়েদের স্কুল কলেজগুলোর সামনে। মেয়েদের টিজ করাটা তারা ফ্যাশন বা হিরোর পর্যায়ে ফেলে নিজেকে কল্পনা করে। পরিবারের মর্যাদা চিন্তা না করে নিজেকে রোমিও ভাবে। ভাবে সিনেমা নাটকে তো

বড়লোকের মেয়ের সাথে গরীবের ছেলে কিংবা বড়লোকের ছেলের সাথে গরীবের মেয়ের প্রেম তারপর বিয়ে তো হয়। এই ধরনের আচরণ করলে মেয়েরা তো শেষ পর্যন্ত রাজী হয়। তাদের ভাবনায় তখন থাকে না নাটক নাটকই গল্প গল্পই।'[২]

সমাজে নানা ধরনের অপরাধের ঘটনা ঘটে থাকে। যৌন হয়রানি ও এমনই একটি অপরাধ। যে সমাজের বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রবণতা রয়েছে, সেখানে যৌন হয়রানিকে আলাদা করে দেখার কারণ নেই। এই প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক নিবন্ধে লিখেছেন: 'ইভটিজিংয়ের মত অপরাধ কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এটা বলাই বাহুল্য, কোনো সভ্য, সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল সমাজে এ ধরনের অপরাধ সম্ভব নয়। যে কোনো শারীরিক ব্যাধির যেমন বাস্তব ভিত্তি থাকে মানুষের খাদ্য, পানীয়, অভ্যাস, পরিবেশ ইত্যাদির মধ্যে, তেমনি সামাজিক ব্যাধির সম্পর্ক থাকে সমগ্র সমাজের পরিবেশের সঙ্গে, সমাজের মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে ও কার্যকর থাকে তার সঙ্গে। বাংলাদেশে এখন ইভটিজিং ও এর মতো অনেক ব্যাধি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যা আগে কোনোদিন দেখা যায়নি। এ অবস্থা কল্পনা করাও আগেকার দিনে সম্ভব ছিল না। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলে ইভটিজিংয়ের ঘটনা কদাচিৎ ঘটত, সে কারণে তাকে সামাজিক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করা হতো না। সেটা ব্যতিক্রমী ব্যক্তিবিশেষের অপরাধ প্রবণতা থেকেই ঘটত। সে রকম ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে সমাজ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে কোন না কোনভাবে অপরাধীর এমন শাস্তি হতো যাতে সেই অপরাধের পুনরাবৃত্তির কোন সহজ সম্ভাবনা থাকত না। এদিক দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলের অবস্থার অনেক তফাৎ।'[৩]

যৌন হয়রানি বর্তমানে নারী নির্যাতনের একটি নতুন হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা করছেন। তারা 'যৌন হয়রানির ১০টি কারণ চিহ্নিত করেছেন। কারণগুলো হলো:

১. পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও পরিবার কাঠামো,
২. পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি,
৩. সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়,
৪. পারিবারিক অস্থিরতা তথা নিরাপত্তাহীন পারিবারিক পরিস্থিতি,
৫. সন্তানের বেড়ে ওঠা তথা সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উদাসীনতা,
৬. পরিবারে ছেলে-মেয়ের মধ্যে বৈষম্য,
৭. পিতামাতার বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক,
৮. নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব,
৯. মাদকাসক্তি,
১০. দারিদ্র।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, এক সময় সমাজের বখে যাওয়া একটি ক্ষুদ্র অংশই উত্যক্তকরণের সঙ্গে জড়িত থাকত। এখন উঠতি বয়সী তরুণ, কিশোর, যুবকদের পাশাপাশি মধ্যবয়সীরাও ভূমিকা পালন করছে। নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, কর্মহীন অলস মন, পারিবারিক শিক্ষার অভাব, আইনি দুর্বলতার সঙ্গে আইন

প্রয়োগে অনীহা এবং প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছাড়া দোষী সাব্যস্ত করতে না পারা, টিজিং-এর সঙ্গে যুক্ত দুর্বৃত্তদের রাজনৈতিক ও সামাজিক-পারিবারিক সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতাকেও এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যৌন হয়রানি বা টিজিংয়ের কারণ ব্যক্তির বিবেচনাবোধের অভাব, শালীনতাহীনতা, ক্ষমতার দম্ভ ও অপব্যবহার, সীমাহীন যৌনলিপ্সা, বিকৃতি ইত্যাদি। নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই মূলত উত্যক্ত ও হয়রানি র সূত্রপাত ঘটে। পুরুষতান্ত্রিক মন-মানসিকতায় পুষ্ট সমাজ ভাবে নারীরা সব সময় পুরুষের অধস্তন, তাই ইচ্ছামতো তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। সমাজে তাদেরকে শুধু ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখার প্রবণতা বাড়ছে। বিশেষ করে গণমাধ্যমে তথা বিজ্ঞাপন, মিউজিক ভিডিও, সিনেমা ইত্যাদিতে নারীর উপস্থিতি এখন অনেকটাই যৌন বস্তু হিসেবে। কিছু গবেষকের মতে, এই ব্যাপারে স্যাটেলাইট চ্যানেল, টিভি নাটক, বিজ্ঞাপন এবং হিন্দী সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। নাটক ও বিজ্ঞাপনে এবং বলিউডের বহু সিনেমাতেই নায়ক মজা করে নায়িকাকে শিস দিয়ে, গান গেয়ে, অঙ্গভঙ্গি করে করে যৌন হেনস্থা করে; নায়িকা প্রথম বিরক্ত হলেও পরে তার হাতেই ধরা দেয় এবং নায়কের প্রেমে পড়ে। বহু যুবক হয়তো এ আশাতেই মেয়েদের ধাওয়া করে। কিছু গবেষক অবশ্য বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, যেসব মেয়েরা অন্তপুর থেকে বাইরের জগতে পড়াশুনা বা কাজ করতে বের হচ্ছেন- তাদের অবদমন করাই এ ধরনের যৌন হয়রানির মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ যাই হোক, যে ব্যাপকহারে মহামারীর মতো যৌন হয়রানি ঘটছে, এটি সমগ্র জাতির পক্ষেই কলঙ্কজনক এবং উদ্বেগের।'[৪]

যৌন হয়রানি বা নারীদের উত্ত্যক্ত করা এখন শুধু অশালীন উক্তি, শিস দেওয়া, গান গাওয়া, অঙ্গভঙ্গি বা বাঁকা চোখে তাকানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তা ছড়িয়ে গেছে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ চিঠি, পোস্টার, কার্টুন, দেওয়াল লিখনে। কিংবা স্কুল-কলেজের বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ডে। শুধু তাই না, যৌন হয়রানি এখন টেলিফোন, মোবাইল বা এসএমএস, সিডির গণ্ডি পেরিয়ে ইন্টারনেটের কল্যাণে ই-মেইল আর ফেসবুকেও ঢুকে পড়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পাওয়া হিসাবে দেখা গেছে, গত আগস্ট (২০১০) পর্যন্ত এক বছরে যৌন হয়রানি বা নারীদের উত্ত্যক্ত করার ঘটনায় সারা দেশে ১৫০টি মামলা হয়েছে। আর সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হয়েছে ৩৭৭টি। এক হাজার ২৬৯ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৫২০ জনকে।[৫] ঢাকা মহানগর পুলিশের হিসাবে দেখা গেছে, গত এপ্রিল থেকে অক্টোবর (২০১০) পর্যন্ত মহানগর পুলিশ উত্ত্যক্ত করার ঘটনায় এক হাজার ২৭ জনকে গ্রেফতার করে। এ সময়ে ২৫টি মামলা হয়। ৮৩৪ জন বখাটের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ আসে। এদের মধ্যে মুচলেকার মাধ্যমে ৪১৮ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়। র‍্যাব গত দুই বছরে উত্ত্যক্ত করার ঘটনা নিয়ে ৩৬৯টি অভিযান চালিয়েছে। এসব অভিযানে ১৮৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। র‍্যাব মোট ৫১টি মামলা করে।[৬]

গত ১৪ মে ২০০৯ হাইকোর্ট এক যুগান্তকারী রায় ঘোষণা করেন। রায়ে বলা হয়েছে, শারীরিক ও মানসিক যে কোনো ধরনের নির্যাতন যৌন হয়রানির পর্যায়ে পড়ে। এর মধ্যে রয়েছে: যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য বা রসিকতা, গায়ে হাত দেওয়া বা দেওয়ার চেষ্টা করা, ই-মেইল, এসএমএস, টেলিফোনে বিড়ম্বনা, পর্নোগ্রাফি বা যে কোনো ধরনের চিত্র, অশ্লীল ছবি, দেয়াললিখন, অশালীন উক্তিসহ আপত্তিকর কোনো ধরনের কিছু করা, কাউকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে সুন্দরী বলা, কোনো নারীর নারীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, যে কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করা, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের দাবি বা অনুরোধ, অন্য যে কোনো শারীরিক বা ভাষাগত আচরণ যার মধ্যে যৌন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন।[৭]

যৌন হয়রানির মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িত বখাটেদের জন্য তিন আইনে শাস্তির বিধান আছে। ঢাকা মহানগর পুলিশ আইনের ৭৬ ধারায় এই ধরনের অপরাধের শাস্তি এক বছর কারাদণ্ড ও দুই হাজার টাকা জরিমানা। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো নারীর শালীনতা অমর্যাদা করার অভিপ্রায়ে কোনো মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা কোনো কাজ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই ধারাতে একই ধরনের শাস্তির বিধান আছে। নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ১০ ধারায় যৌন নিপীড়ন ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে ১০ বছরের কারাদণ্ডের বিধান আছে।[৮]

সাম্প্রতিক সময়ে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রচেষ্টাও বেড়েছে। যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে মিছিল-মৌন মিছিল, মানববন্ধন, সভা, সমাবেশ, সেমিনার, আলোচনা সভা, সাংবাদিক সম্মেলন হচ্ছে প্রায়ই। তবে ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে বখাটেরা এখন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধকারীদের হেনস্তা করছে। সারা দেশেই এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এমনকি যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে যৌন হয়রানিকারীদের হাতে প্রাণহানীর ঘটনাও ঘটছে। এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়: 'বখাটেদের হামলার শিকার হয়ে ক্রমশ বাড়ছে মৃত্যুর ঘটনা। সিমি গেছে, গেছে তৃষা, রুমি, মহিমা, ফাহিমার মতো প্রতিভাবান মেয়েরা। কাল যে আমার-আপনার মেয়ে যাবে না তার নিশ্চয়তা কি? গণমাধ্যম থেকে কি শিখাচ্ছি আমরা আমাদের উত্তরসুরীদের? ইভটিজিং বন্ধ করতে না পারলে চাঁপারাণী ভৌমিক আর শিক্ষক মিজানুর রশীদের পরিবারের কাছে কী জবাব দেব আমরা? গণমাধ্যম শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় এক ভূমিকা রাখে। তাই এ মাধ্যমে কর্মরত সবার প্রতি অনুরোধ, জেন্ডার সেনসিটিভ হন। নির্মাতারা নারীদের পণ্য নয় মানুষ হিসেবে মূলায়ণ করুন। আপনার একটি ইতিবাচক নাটক বা বিজ্ঞাপন সমাজে রাখতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ বিষয়টি আমাদের ভাবতে হবে। নাট্যকাররা যদি তাদের নাটকে কিংবা বিজ্ঞাপনে মেয়েদের ইতিবাচক চারিত্র তুলে ধরেন, তাহলে এর প্রভাব পড়বে তরুণ বা কিশোর ছেলেটির মনে। বেগম রোকেয়া, প্রীতিলতা, নূরজাহান, বেগম সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমামের মতো সাহসী চরিত্রগুলোকে সামনে আনতে হবে। এদের মতো হাজারো নারী বাঙলার ঘরে ঘরে নিভৃতে রয়েছে। প্রচারের আলোয় তাদের আলোকিত

করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আকাশ সংস্কৃতির এই যুগে সন্তানরা টিভি, রেডিও, ইন্টারনেট বা পত্রিকা থেকে কী দেখছে, শিখছে বা জানছে তা খোঁজ করা দরকার। শুধু বাণিজ্যিক কারণে নয়, সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে যদি গণমাধ্যমকে ব্যবহার না করা যায় তবে সামনে রয়েছে আরও সর্বনাশ।'[৯]

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম ভ্রাম্যমান আদালত গঠন করা। ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বলা হয়: 'নারীদের উত্ত্যক্ত করার ঘটনা বন্ধে ভ্রাম্যমান আদালতের কার্যক্রম গেজেট আকারে প্রকাশ করেছে সরকার। বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৫০৯ ধারাকে ভ্রাম্যমান আদালতের তফসিলভুক্ত করে এ গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয় বুধবার (১০ নভেম্বর ২০১০) বিকেলে এই গেজেট প্রকাশ করে। ফলে ইভটিজিং রোধে ভ্রাম্যমান আদালতের কার্যক্রম শুরু করতে আর কোন বাধা নেই।'[১০] এরপর যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ভ্রাম্যমান আদালতের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।

আইনের বিধি-বিধান যাই থাক আর আইনের প্রয়োগ যতটুকুই হোক না কেন, যৌন হয়রানির ঘটনা কি কমেছে? সংবাদপত্রের পাতা খুললেই দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন স্থানে যৌন হয়রানি র খবর। দেশের বিভিন্ন স্থানে বখাটেদের যৌন হয়রানির কারণে অতীষ্ট উঠতি বয়সের মেয়েরা। প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, যৌন হয়রানি র শিকার হয়ে অনেক কিশোরী ঘটনার প্রতিবাদ হিসেবে আত্মহত্যা করেছে। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক বলেন: 'যৌন হয়রানি বা নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ আত্মহনন নয়, দৃঢ়প্রতিবাদে ঘুরে দাঁড়ানো অবিকল্প উপায়। আর এ ক্ষেত্রে সমাজের আদর্শবাদী মানুষদের (তরুণ বা বয়সী) অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়াতে হবে। আদর্শবাদী সংস্কৃতি সংগঠনগুলোকেও দূরে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। গড়ে তুলতে হবে প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আন্দোলন-ভিন্ন এ দেশে কোনো দিন কোনো অর্জন সম্ভব হয়নি। এমনকি স্বাধীন স্বদেশও। সমাজ পরিবর্তন এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। তাই সেসবের অপেক্ষায় না থেকে সমাজমনস্কদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় ঘরে-বাইরে এসব অনাচার বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া এবং প্রতিবাদ আন্দোলনের পথে দীর্ঘমেয়াদি অর্জন নিশ্চিত করার চেষ্টা। উল্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জনে প্রচারমাধ্যমগুলো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, হোক দৈনিক পত্রিকা বা টিভি চ্যানেল। সমাজচেতনা বাড়াতে, সমাজে সক্রিয় উদ্দীপনা তৈরি করতে এসব মাধ্যমের সদর্থক ভূমিকা তুলনাহীন। শুধু খবর ছেপে বা কখনো একটি সম্পাদকীয় লিখে দায় সমাপন নয়, দরকার প্রতিবাদী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ।'[১১]

গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে বিবৃতি:

সংবাদপত্র দেশের অন্যতম গণমাধ্যম হিসেবে যেমন তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদন সরবরাহ করে থাকে, তেমনি সম্প্রসারিত দায়িত্ব হিসেবে সংবাদপত্র বিভিন্ন সামাজিক অঙ্গীকারেও সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। সমাজ সচেতনতায় এবং সামাজিক প্রগতিতে

সংবাদপত্র জনমত সংগঠিত করে থাকে। অপর পক্ষে কখনো কখনো সংবাদপত্র বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে সামাজিক দায়িত্বের বিরাট ভূমিকা থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধু ব্যবসায়িক সাফল্য পেতে চায়।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এদেশে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও ভূমিকা পালনে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনেকক্ষেত্রে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে উঠে। বিভিন্ন সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে ইতিবাচক ভূমিকা পালন না করে নেতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সংবাদপত্র। প্রসঙ্গত: নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশনে যে সকল বিষয় ইদানীং পাঠকদের বিব্রত করে তার মধ্যে অপরাধ, সন্ত্রাস, যৌন হয়রানি অন্যতম। এই প্রেক্ষাপটে প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক মেহতাব খানম বলেছেন যে, 'গণমাধ্যমে অতিপ্রচার এই ধরনের অপরাধ (যৌন হয়রানি) বাড়িয়ে দিতে পারে।'[১২]

বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রায়ই যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্রে সামাজিক দায়িত্ব পালনের কথা। সংবাদপত্র কি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে তেমন ভূমিকা রাখছে? যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশ করে করতে গিয়ে সংবাদপত্র কি এ বিষয়ে নেতিবাচক ভূমিকাও পালন করছে? যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্রের ভূমিকার ব্যাপারে পাঠকদের ভাবনা কী? আর এই নিয়ে সাংবাদিকদের অভিমতই বা কী?

উপরোক্ত গবেষণা সমস্যা এবং এর প্রেক্ষপট সামনে রেখে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার পূর্বপাঠ পর্যালোচনা:

ইভটিজিং এর ঘটনার ওপর বেসরকারি সংস্থা স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট একটি গবেষণা পরিচালনা করে। ২০১০ সালের ১ জুন ঢাকায় এক সেমিনারে এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়। এই গবেষণায় দেখা গেছে, সংবাদপত্রে যেসব ঘটনার সংবাদে বয়স উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রায় ৯৬ শতাংশ ক্ষেত্রেই ইভটিজিং এর শিকার নারীর গড় বয়স ১১ থেকে ২০ বছর। এদের অর্ধেকেরও বেশি (৫১%) নিম্নবিত্ত পরিবারের, ৩৯% মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের। আর ১০% শতাংশ উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। এই গবেষণায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হচ্ছে পত্র-পত্রিকাগুলো ইভটিজিং এর খবর ব্যাপকভাবে প্রকাশ করছে ঠিকই কিন্তু এক্ষেত্রে ভিকটিমের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বৃত্তান্ত যতটা তুলে ধরা হয় তার দশভাগের একভাগও নির্যাতনকারীর বেলায় থাকে না। যে কয়টি ঘটনায় নির্যাতনকারী সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তাতে দেখা যায় এদের বেশির ভাগেরই বয়স ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে এবং এরা ১৪ শতাংশ উচ্চবিত্ত পরিবারের, ৬০ শতাংশ মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের এবং ২৭ শতাংশ নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। গবেষণায় দেখা

গেছে, তিন মাসে ৫০ শতাংশ ঘটনায় পুলিশ বিভিন্নভাবে তৎপর ছিলো, মামলা চলেছে এবং আসামীও ধরা পড়েছে। প্রায় ৩৭ শতাংশ ঘটনায় মামলা হয়েছে কিন্তু আসামী ধরা পড়েনি (এর মধ্যে আসামীকে ধরার পর ছেড়ে দিয়েছে, আসামী পক্ষ উল্টো মামলা করেছে এমন ঘটনাও আছে)। আর ১৩ শতাংশ ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি। এই গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১০ সালের মার্চ থেকে মে মাসে মোট ১২৩টি ইভটিজিং এর ঘটনা ঘটেছে।[১৩]

উপরোক্ত গবেষণা পর্যালোচনার পর প্রাপ্ত তথ্য নিচে উল্লেখ করা হলো:

এক. গবেষণাটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর ভিত্তিক।

দুই. গড় হিসেবে সংবাদপত্রে প্রতিদিনই যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশিত হয়।

তিন. কিশোরী-তরুণীরাই যৌন হয়রানির শিকার হয় বেশি।

চার. নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েরাই যৌন হয়রানির প্রধান টার্গেট।

পাঁচ. যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য খবরে খুব কম হারে প্রকাশিত হয়।

Progeria Research Foundation এর ওয়েভ সাইটে এস খান জয় এর একটি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনাম: 'Impact of Eve teasing in the society of Bangladesh'. এই গবেষণায় ২০০৮ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত অপর একটি গবেষণার উধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে: বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে যৌন হয়রানির কারণে চারটি সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়। প্রতিক্রিয়াগুলো হলো:

Now Eve teasing is one of the main threats for Bangladesh because it is destroying the social balance. Eve teasing might seem harmless 'fun' to some, but gets the nerve of the victims. The severe impact of eve teasing is taking away the lives of young girls as Bangladesh has witnessed recently. Based on empirical study (2008) the Hunger Project has identified some impacts of eve teasing in the society of rural Bangladesh. These are:

a) Curtailed education: Sexual harassment increases girls' drop-out rate from school. Parents concerned about their daughter's honour or safety sometimes keep their daughters home and/or marry them off at an early age.

b) Early marriage: Girls who are teased or harassed are also pushed into marriage, before they are physically or mentally prepared.

c) Hindered development: Eve teasing contributes to maintaining the low status of women. It also hinders women in participating in the formal employment sector. As nearly half of the population of the country are women, for the economic development of the country their participation in employment is a must.

d) Eve teasing" leads to young woman's suicide in Bangladesh.[১৪]

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক একটি গবেষণা পরিচলনা করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। এই গবেষণাকর্মের গবেষক ছিলেন সিপিডির রিসার্চ ফেলো ড. দীনা এম. সিদ্দিকী। ড. দীনা তাঁর গবেষণার ভিত্তিতে ১১টি সুপারিশ তুলে ধরেছেন। এই সুপারিশমালাতে তিনি যৌন হয়রানির বিষয়ে গণমাধ্যমকে সংবেদনশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

Mass media must be sensitised to the specific problems of working women, to which the media appears to contribute with sensationalised coverage.[১৫]

উপরোক্ত গবেষণা পূর্বপাঠ পর্যালোচনার ভিত্তিতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণের লক্ষ্যে এই গবেষণাকর্মটি হাতে নেওয়া যায়।

মূল উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশের সংবাদপত্র যৌন হয়রানি প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখছে তা যাচাই করা।

তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য:

এক. সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের শ্রেণী যাচাই করা।

দুই. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরের শ্রেণী ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা।

তিন. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরের উপস্থাপনা বিশ্লেষণ করা।

চার. যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট ছবি বিশ্লেষণ করা।

পাঁচ. সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরের শ্রেণী ও উপস্থাপনায় কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা তা যাচাই করা।

ছয়. যৌন হয়রানি বিষয়ক সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম, প্রবন্ধ-নিবন্ধে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের ব্যাপারে কোনো দিক-নির্দেশনা থাকে কিনা তা যাচাই করা।

সাত. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র কোনো নীতিমালা মেনে চলে কিনা তা যাচাই করা।

আট. নীতি নির্ধারক পর্যায়ের সাংবাদিকরা সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের বর্তমান ধারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে কিনা তা যাচাই করা।

নয়. সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে মনে করেন কিনা তা যাচাই করা।

গবেষণা প্রশ্ন:

নিচে উল্লিখিত সাতটি গবেষণা প্রশ্নকে সামনে রেখে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে:

এক. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের জন্য স্পেস বরাদ্দের পরিমাণ ও প্রকাশের হার কি ক্রমশ বাড়ছে?

দুই. উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর কি ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে?

তিন. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় কি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে?

চার. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ফিচার প্রকাশের হার কি বাড়িয়েছে?

পাঁচ. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার কি আরো বেড়ে যাচ্ছে?

ছয়. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় কি তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না?

সাত. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির খবর কি কম প্রকাশিত হয়?

গবেষণার যৌক্তিকতা:

এই গবেষণার জন্য নিচে উল্লিখিত তিনটি যৌক্তিকতা বিবেচিত হয়েছে:

এক. এই গবেষণা রিপোর্ট থেকে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।

দুই. যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষকে এই গবেষণা রিপোর্ট সহায়তা করবে।

তিন. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণেও এই গবেষণা রিপোর্ট সহায়তা করতে পারে।

তথ্য সূত্র:

১. চিররঞ্জন সরকার, *টিজিং বা যৌন হয়রানি : কিশোরীদের মানসিক বিকাশের প্রধান বাধা*, প্রজন্ম : স্বাস্থ্য-অধিকার ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রকাশনা, পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা, ২৭ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১০, পৃ. ১৩
২. আহমেদ মুশফিকা নাজনীন, *ইভটিজিং ও গণমাধ্যম*, প্রগুক্ত, পৃ. ১৫
৩. বদরুদ্দীন উমর, ইভটিজিং ও অপরাধের জগৎ, *যুগান্তর*, ৩১ অক্টোবর ২০১০, পৃ. ৪
৪. চিররঞ্জন সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৫. কামরুল হাসান, *প্রথম আলো*, ২৮ অক্টোবর ২০১০, পৃ. ১
৬. প্রাগুক্ত
৭. চিররঞ্জন সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৮. কামরুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৯. আহমেদ মুশফিকা নাজনীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১০. *যুগান্তর*, ১১ নভেম্বর ২০১০, পৃ. ১
১১. আহমদ রফিক, *সোজা কলমে: এ আত্মহনন আর কত দিন*, প্রথম আলো, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ. ৫
১২. কামরুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
১৩. স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট আয়োজিত '*দূর করি পথের বাধা মুক্ত করি নারীর চলাচল*' শীর্ষক সেমিনারের (১ জুন ২০১০, ঢাকা) মূল প্রবন্ধ, পৃ. ৩-৪
১৪. S. khan joy, *Impact Of Eve Teasing In The Society Of Bangladesh,* Progeria Research Foundation, OPPapers.com
১৫. Dr. Dina M Siddiqi, *Workplace Environment for Women: Issues of Harassment and Need for Interventions,* Centre for Policy Dialogue (CPD), Report No. 65, www.cpd-bangladesh.org

দ্বিতীয় অধ্যায়
গবেষণা পদ্ধতি ও নমুনা ডিজাইন

এই গবেষণার সমস্যা সম্পর্কে বিবৃতি তৈরি করার সময় দেখা গেছে, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র কী ভূমিকা রাখছে তা যাচাইয়ের সঙ্গে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র পাঠকদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ যৌন হয়রানি প্রতিরোধের সঙ্গে সংবাদপত্র, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র পাঠকরা পরস্পর সম্পর্কিত। তাই যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্রের ভূমিকা নির্ণয় করতে হলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের পাশাপাশি সাংবাদিক ও সংবাদপত্র পাঠকদের অভিমত জানার প্রয়োজন হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই গবেষণার জন্য নিচে উল্লেখিত পদ্ধতি সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য তিন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। পদ্ধতিগুলো হচ্ছে:

এক. আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি।

দুই. মতামত জরিপ (Opinion Survey) পদ্ধতি।

তিন. ডেপথ্ সাক্ষাৎকার (Depth Interview) পদ্ধতি।

সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই জন্য আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে গণমাধ্যম গবেষণার জন্য একটি জনপ্রিয় গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে Roger D. Wimmer ও Joseph R. Dominick একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। তাঁরা তাদের Mass Media Research : An Introduction শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন:

> *Content analysis is a popular technique in mass media research.*[১]

এই গ্রন্থে Roger D. Wimmer ও Joseph R. Dominick আধেয় বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিভিন্ন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞর সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। তাঁরা লিখেছেন:

> *Many definitions of content analysis exist. Walizer and Wienir*[২] *(1978) have defined it as any systematic procedure devised to examine the content of recorded information, Krippendorf*[৩] *(1980) defined it as a research technique for making replicable and valid references from data to their context. Kerlinger's*[৪] *(1973) definition is fairly typical: content analysis is a method of studying and analyzing communication in a systematic, objective, and quantitative manner for the purpose of measuring variables.*[5]

Joann Keyton আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিমত রাখতে গিয়ে তাঁর Communication Research : Asking Questions, Finding Answers গ্রন্থে লিখেছেন:

> *Content analysis is the most basic methodology for analyzing message content; it integrates data collection method and analytical technique in a research design to reveal the occurrence of some identifiable element in a text or set of messages.Content analysis can be used to identify frequencies of occurrence, differences, trends, patterns, and standards; first-order linkages should also be considered in the research design.*[৬]

আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিমত রেখেছেন Richard W. Budd, Robert K. Thorp ও Lewis Donohew তাদের Content Analysis of Communications শীর্ষক গ্রন্থে। তাঁরা বলেছেন, আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি কী ধরনের গবেষণায় প্রয়োগ করা যায়। তাঁরা আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির ছ'টি ধাপের কথাও বলেছেন। ঐ গ্রন্থে তাঁরা লিখেছেন:

> *Content analysis is a systematic technique for analyzing message content and message handling- it is a tool for observing and analyzing the overt communication behavior of selected communicators.*
>
> *Content analysis techniques may be applied to study the content of any book, magazine, newspaper, individual story or article, motion picture, news-broadcast, photograph, cartoon, comic strip, or a series or combination of any of these. They have been applied not only to printed mass media, but to such communications as private correspondence, transcripts of psychoanalytic interviews, gestures, political documents, and minutes of meetings.*
>
> *Content analysis studies usually involve six stages. First, the investigator formulates the research question, theory, and hypotheses. Second, he selects a sample and defines categories. Third, he reads (or listens to or watches) and codes the content according to objective rules. Fourth, he may scale items or in some other way arrive at scores. Next, if other factors are included in the study, he compares these scores with measurements of the other variables. And finally, he interprets the findings according to appropriate concepts or theories.*[৭]

L. L. Kaid ও A. J. Wadsworth[৮] এবং D. Riffe, S. Lacy ও F. G. Fico[৯] অবশ্য আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাতটি ধাপের কথা বলেছেন। তাদের মতে:

> *The researcher should identify a problem, review theory and research, and then pose research questions or hypotheses. Then specific to content analysis, the process continues with (1)*

selecting the text or messages to be analyzed, (2) selecting categories and units by which to analyze the text or messages, (3) developing procedures for resolving differences of opinion in coding, (4) selecting a sample for analysis if all the messages cannot be analyzed, (5) coding the messages, (6) interpreting the coding, and (7) reporting the results relative to the research questions or hypotheses.

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে এই গবেষণার জন্য আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতিকে প্রাসঙ্গিক মনে করা হয়েছে। এই গবেষণায় আধেয় বিশ্লেষণের আওতায় নিচে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হয়:

১. মোট প্রিন্ট এরিয়ার মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের জন্য ব্যবহৃত প্রিন্ট এরিয়ার হার বিশ্লেষণ।
২. যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের শ্রেণী বিশ্লেষণ।
৩. যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের উপস্থাপনা বিশ্লেষণ।
৪. যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের ধরন বিশ্লেষণ।
৫. যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট ফলো-আপ হওয়ার তথ্য বিশ্লেষণ।
৬. যৌন হয়রানির ঘটনাস্থল বিশ্লেষণ।
৭. যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের বিষয় বিশ্লেষণ।
৮. যৌন হয়রানির রিপোর্টে ভিক্টিমের নাম-পরিচয় আছে কিনা তা বিশ্লেষণ।
৯. যৌন হয়রানির স্থান বিশ্লেষণ।
১০. ভিক্টিমের বয়স বিশ্লেষণ।
১১. ভিক্টিমেরের সামাজিক স্তর বিশ্লেষণ।
১২. যৌন হয়রানির রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় আছে কিনা তা বিশ্লেষণ।
১৩. কে যৌন হয়রানি করেছে তা বিশ্লেষণ।
১৪. যৌন হয়রানিকারীর বয়স বিশ্লেষণ।
১৫. যৌন হয়রানির রিপোর্টে হয়রানিকারীর বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার তথ্য আছে কিনা তা বিশ্লেষণ।
১৬. যৌন হয়রানির রিপোর্টে হয়রানিকারীর শাস্তি হওয়ার তথ্য আছে কিনা তা বিশ্লেষণ।
১৭. যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট ছবির আকৃতি বিশ্লেষণ।
১৮. যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট ছবির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ।
১৯. যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়র বক্তব্যের ধরন বিশ্লেষণ।
২০. যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধর বক্তব্যের ধরন বিশ্লেষণ।
২১. যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট চিঠি-মতামতের বক্তব্যের ধরন বিশ্লেষণ।

যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে কিনা এই সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের অভিমত জানার জন্য জরিপ পদ্ধতি (Survey Method) অবলম্বন করা হয়। গণমাধ্যম গবেষণায় জরিপ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। এ প্রসঙ্গে Roger D. Wimmer ও Joseph R. Dominick তাদের Mass Media Research : An Introduction শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন:

Survey research is an important and useful method of data collection. The survey is also one of the most widely used methods of media research, primarily due to its flexibility.[১০]

জনসাধারণের আচার-আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে জরিপ পদ্ধতিকে একটি চমৎকার গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করেছেন Joann Keyton. তিনি এ প্রসঙ্গে তাঁর Communication Research : Asking Questions, Finding Answers গ্রন্থে লিখেছেন:

Generally, surveys and questionnaires are excellent methodological tools for obtaining information about what people do (for example, how many times a week a person reads a newspaper), identifying what people believe influences their behavior (for example, how a television commercial affects views of a mayoral candidate), and identifying respondents' attitudes or characteristics (for example, identifying a person's level of dogmatism or leadership style). [১১]

Cesar M. Mercado গণমাধ্যম গবেষণায় জরিপ পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে Joann Keyton এর অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর Conducting and Managing Communication Survey Research : The Asian Experience গ্রন্থে লিখেছেন:

Known as Communication Survey Research (CSR), this method measures changes in people's awareness, perception, knowledge, attitude and behavior brought about by information received through mass media, education, training, advertisements and campaigns. CSR is directly useful for gathering baseline data about intended project beneficiaries. It is equally useful for evaluating the reactions of beneficiaries to ongoing or completed projects or activities.[১২]

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ পদ্ধতিকেও প্রয়োগ করা হয়েছে। জরিপ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য ছকবদ্ধ ও উন্মুক্ত উভয় শ্রেণীর প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়। খসড়া প্রশ্নমালা প্রণয়নের পর নির্দিষ্ট সংখ্যক উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তা প্রাক্-যাচাই (Pre-test) করা হয়। প্রাক্-যাচাইয়ের পর প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করা হয়। (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্রের অবস্থান সম্পর্কে সাংবাদিকদের অভিমত জানার জন্য ডেপথ্ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

গবেষকরা তথ্য সংগ্রহের জন্য ডেপথ্ সাক্ষাৎকারকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। H. W. Smith তাঁর Strategies of Social Research : The Methodological Imagination গ্রন্থে লিখেছেন:

> *However, there are many situations in which the researcher poorly understands his respondent's frame of reference, information levels, and opinion structures. In these case the researcher should resort to more unstructured, or depth interviewing strategies.*[১৩]

গবেষণায় ডেপথ্ সাক্ষাৎকার পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে Pauline V. Young তাঁর Scientific Social Surveys and Research গ্রন্থে লিখেছেন:

> *When skillfully and cautiously used by an interviewer having specialized training, the depth interview can reveal important aspects of psycho-social situations which are otherwise not readily available and yet may be crucial for understanding observed behavior and reported opinions and attitudes.*[১৪]

এই প্রেক্ষাপটে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য ডেপথ্ সাক্ষাৎকার পদ্ধতিকেও প্রয়োগ করা হয়েছে। ডেপথ্ সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়। (পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)

নমুনা ডিজাইন:

ক. সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ: আধেয় বিশ্লেষণের জন্য নমুনা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গুচ্ছ নমুনায়ন (Cluster Sampling) পদ্ধতি ও নিয়মানুগ নমুনায়ন (Systematic Sampling) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশের জাতীয় সংবাদপত্রগুলো থেকে গুচ্ছ নমুনায়ন (Cluster Sampling) পদ্ধতিতে নমুনা বাছাই করা হয়। এই জন্য সংবাদপত্রগুলোকে বাংলা দৈনিক ও ইংরেজি দৈনিক এই দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি ভাগকে একটি গুচ্ছ (Cluster) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রচার সংখ্যার ক্রমানুসারে উভয় গুচ্ছের দৈনিক সমূহের মধ্য থেকে ৫টি বাংলা দৈনিক এবং ২টি ইংরেজি দৈনিককে নমুনা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ দুটি গুচ্ছের মোট নমুনা সংখ্যা ছিল ৭টি দৈনিক সংবাদপত্র। এই পর্যায়ের নমুনা নির্ধারণের জন্য প্রাপ্ত সর্বশেষ এবিসি রিপোর্টকে[১৫] নমুনা কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রচার সংখ্যার শীর্ষ থেকে ক্রমানুসারে বাছাইকৃত পাঁচটি বাংলা দৈনিক হচ্ছে: প্রথম আলো (প্রচারসংখ্যা: ৩,৯০,১০০), যুগান্তর (প্রচারসংখ্যা: ২,০০,১৫০), আমাদের সময় (প্রচারসংখ্যা: ১,৬৫,২০০), দৈনিক ইত্তেফাক (১,২৫,২৫০), সমকাল (প্রচারসংখ্যা: ১,২১,৩০০)। আর প্রচার সংখ্যার শীর্ষ থেকে ক্রমানুসারে বাছাইকৃত দু'টি ইংরেজি দৈনিক হচ্ছে: দি ডেইলি স্টার (প্রচারসংখ্যা: ৪০,৬৩৮) ও দি ইনডিপেনডেন্ট (প্রচারসংখ্যা: ১৮,১০০)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়মানুগ নমুনায়ন (Systematic Sampling) পদ্ধতিতে মোট তিন বছর সময়সীমার মধ্য থেকে উপরোক্ত সাতটি দৈনিকের নির্দিষ্ট দিনের পত্রিকাকে নমুনা হিসেবে বাছাই করা হয়। এই সময়সীমা হচ্ছে ২০০৮ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১০ সালের ডিসেম্বর। উল্লিখিত তিন বছর অর্থাৎ ৩৬ মাস সময়সীমা থেকে একমাস করে বিরতি দিয়ে ১৮টি মাস চিহ্নিত করা হয়। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Budd, Thorp & Donohew[১৬] এর অনুসরণে প্রথম মাসের প্রথম সপ্তাহ, দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ, তৃতীয় মাসের তৃতীয় সপ্তাহ, চতুর্থ মাসের চতুর্থ সপ্তাহ, পঞ্চম মাসের প্রথম সপ্তাহ, ষষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ, সপ্তম মাসের তৃতীয় সপ্তাহ, অষ্টম মাসের চতুর্থ সপ্তাহ- এই ভাবে পর্যায়ক্রমে ১৮ মাস সময়সীমা থেকে প্রতিটি দৈনিকের নির্দিষ্ট দিনের নমুনা বাছাই করা হয়।

উল্লিখিত তিন বছর সময়সীমা থেকে উপরোক্ত ৭টি দৈনিকের প্রতিটির নমুনা বাছাইয়ের ছক নিম্নরূপ:

বছর ও মাস অনুযায়ী সংবাদপত্রের নমুনার ছক

সাল	মাস											
	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
২০০৮	প্রথম		দ্বিতীয়		তৃতীয়		চতুর্থ		প্রথম		দ্বিতীয়	
২০০৯	তৃতীয়		চতুর্থ		প্রথম		দ্বিতীয়		তৃতীয়		চতুর্থ	
২০১০	প্রথম		দ্বিতীয়		তৃতীয়		চতুর্থ		প্রথম		দ্বিতীয়	

উল্লিখিত নমুনা ছক অনুযায়ী প্রতি বছর প্রতিটি দৈনিক সংবাদপত্রের নমুনা সংখ্যা ছিল (৭ দিন X ৬ মাস=) ৪২টি এবং প্রতিটি দৈনিক সংবাদপত্রের তিন বছরের নমুনা সংখ্যা ছিল (৪২টি X ৩ বছর=) ১২৬টি। ৭টি দৈনিক সংবাদপত্রের মোট নমুনা সংখ্যা ছিল (১২৬টি নমুনা X ৭টি পত্রিকা=) ৮৮২টি।

খ. মতামত জরিপ: জরিপের উত্তরদাতা বাছাইয়ের জন্য দৈব নমুনায়ন (Random Sampling) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ঢাকা মহানগরীর সংবাদপত্র পাঠকদের মধ্য থেকে এই জরিপের নমুনা বাছাই করা হয়। ঢাকা সিটি করপোরেশনের অঞ্চলভিত্তিক ভৌগলিক এলাকার তালিকা ছিল এই জরিপের নমুনা কাঠামো। ঢাকা সিটি করপোরেশন থেকে প্রাপ্ত ১০টি অঞ্চলের ওয়ার্ড ও এলাকাভিত্তিক বিবরণী (পূর্ণাঙ্গ বিবরণী: পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য) থেকে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক ওয়ার্ডের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো:

অঞ্চলভিত্তিক ওয়ার্ডের তালিকা

অঞ্চল নং	ওয়ার্ড সংখ্যা	ওয়ার্ড নম্বর	ওয়ার্ড অনুযায়ী মোট এলাকা সংখ্যা
এক	১৫	৩০, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯ এবং ৯০।	৩+৮+১৫+৭+৯+৭+১০+৯+২+২+৪+৩+২+২+৩=৮৬
দুই	১১	৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৮ এবং ৭৯।	১৬+২৫+১৮+১০+৯+১৬+১৫+১৭+২০+১৪+২৬=১৮৬
তিন	৯	৪৮, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪ এবং ৬৫।	১২+১৫+১৩+৩+১১+৮+১৪+১১+৮=৯৫
চার	১৪	২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ এবং ৩৬।	৬+৪+২+১+১+৮+৭+১+৪+৬+৫+৭+৬+৯=৬৭
পাঁচ	৯	৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬ এবং ৫৭।	৬+১০+৮+১০+১২+৪+৫+২৫+১৯=৯৯
ছয়	৮	৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬ এবং ৪৭।	৪+৫+৩+৩+৪+৮+৬+৮=৪১
সাত	৮	৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬ এবং ৪১।	১০+৪+২+৮+৩+৩+২+৫=৩৭
আট	৮	২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এবং ১৫।	২+২+২+৩+৭+৩+৬+৯=৩৪
নয়	৭	১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ৩৭ এবং ৩৮।	৫+৪+৪+১+৬+১+৩=২৪
দশ	১	১	১

জরিপের নমুনা বাছাইয়ের জন্য প্রথমে ঢাকা সিটি করপোরেশনের দশটি অঞ্চল (Zone) এর প্রতিটি থেকে লটারির মাধ্যমে একটি করে ওয়ার্ড বাছাই করা হয়। এরপর বাছাইকৃত ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকাসমূহ থেকে লটারির মাধমে একটি করে এলাকা চিহ্নিত করা হয়। চিহ্নিত এলাকায় অবস্থিত বাড়ি সমূহ থেকে পাঁচটি বাড়ি বিরতি দিয়ে প্রতিটি বাড়ি হতে একজন করে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়। এভাবে ঢাকা সিটি করপোরেশনের প্রতিটি অঞ্চলের একটি ওয়ার্ড থেকে ৩০ জন নমুনা বাছাই করা হয়। দশটি অঞ্চলের মোট নমুনা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০ X ১০=৩০০ জন।

ঢাকা মহানগরীর সংবাদপত্র পাঠকদের মধ্য থেকে উপরোক্ত ৩০০ জন নমুনার সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর তাদের পেশার ও লিঙ্গর ভিত্তিতে বিন্যাস করা হয়। বিন্যাস অনুযায়ী নারী ও পুরুষ নমুনার পেশার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪টি। নিচের টেবিলে নমুনাসমূহের বিন্যাস তুলে ধরা হয়েছে:

নমুনাসমূহের লিঙ্গ ও পেশাভিত্তিক বিভাজন

পেশা◆	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	শিক্ষক	সাংবাদিক	বড় ব্যবসায়ী	মাঝারি ব্যবসায়ী	ছোট ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মকর্তা	বেসরকারি কর্মকর্তা	সরকারি কর্মচারী	বেসরকারি কর্মচারী	শ্রমিক	শিক্ষার্থী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
লিঙ্গ◆																
নারী	২	-	১৪	৩	-	১	-	-	৮	৩	৪	-	৩৩	২৬	-	১৩০
পুরুষ	২	৫	৮	২	২	৪১	২০	১০	২৯	২	৯	৭	৩০	-	৩	১৭০
মোট	৪	৫	২২	৫	২	৪২	২০	১০	৩৭	৫	১৩	৭	৬৩	৬২	৩	৩০০

গ. নীতি নির্ধারকদের ডেপথ্ সাক্ষাৎকার: ডেপথ্ সাক্ষাৎকারের জন্য নমুনাসমূহ স্বেচ্ছাচয়িত নমুনায়ন (Purposive Sampling) পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়। উপরে উল্লেখিত নমুনাভুক্ত ৭টি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিটি থেকে একজন করে মোট ৭ জন নীতি নির্ধারক পর্যায়ের সাংবাদিককে এই পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়।

তথ্যসূত্র:

১. Roger D. Wimmer & Joseph R. Dominick, *Mass Media Research : An Introduction (2nd ed.),* California: Wadsworth Publishing Company, 1987, p. 187.
২. Walizer, M. H., & Wienir, P. L. (1978), *Research methods and analysis,* New York: Harper & Row.
৩. Krippendorf, K. (1980), *Content analysis: An introduction to its methodology,* Beverly Hills, CA: Sage Pubications.
৪. Kerlnger, F. (1973), *Foundations of behavioral research (2nd ed.),* New York: Holt, Rinetart & Winston.
৫. Roger D. Wimmer & Joseph R. Dominick, Ibid, p. 166.
৬. Joann Keyton, Communication Research : Asking Question, Finding Answers, New York: McGraw-Hill, 2006, p. 246.
৭. Richard W. Thorp, Robert K. Thorp & Lewis Donohew, *Content Analysis of Communications,* New York: The Macmillan Company, 1967, p. 2-6.
৮. L. L. Kaid & A. J. Wadsworth (1989). Content analysis. In P. Emmert & L. L. Barker (Eds.), *Measurement of communication behavior* (pp. 197-217). New York: Longman.
৯. D. Riffe, S. Lacy & F. G. Fico (1998). Analyzing media messages: Using quantitative content analysis in research. Mahwah, NJ: Erlbaum.
১০. Roger D. Wimmer & Joseph R. Dominick, Ibid, p. 134.
১১. Joann Keyton, Ibid, p. 162.
১২. Cesar M. Mercado, *Conducting and Managing Communication Surveys Research : The Asian Experience,* Quezon City : Local Resource Management Services, 1992, p. 1.
১৩. H. W. Smith, *Strategies of Social Research : The Methodological Imagination,* New Jersey : Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1975, p. 189.
১৪. Pauline V. Young, *Scientific Social Surveys and Research,* New Delhi : Prentice-Hall of India Private Limited, 1984, p. 220.
১৫. *এবিসি রিপোর্ট* (ঢাকা মহানগরীর মিডিয়া তালিকাভুক্ত দৈনিক পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন হার), ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়।
১৬. Richard W. Budd, Robert K. Thorp and Lewis Donohew, Ibid, p. 12-15.

তৃতীয় অধ্যায়

আধেয় বিশ্লেষণ, সংবাদপত্র পাঠকদের মতামত, সাংবাদিকদের অভিমত ও ফলাফল বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য যাচাইয়ের জন্য সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য সম্পর্কে সংবাদপত্র পাঠকদের মতামত ও যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশ সম্পর্কে সাংবাদিকদের অভিমত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাতটি গবেষণা প্রশ্নকে সামনে রেখে এই গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে গবেষণা প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

ক. আধেয় বিশ্লেষণ:

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে এই গবেষণায় মোট সাতটি সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময় উল্লিখিত সংবাদপত্রসমূহে যৌন হয়রানি বিষয়ক নানা ধরনের তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যগুলো নিচে উল্লেখিত ধাপে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এক. মোট প্রিন্ট এরিয়ার মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের জন্য ব্যবহৃত প্রিন্ট এরিয়ার হার
দুই. যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের শ্রেণী
তিন. যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের উপস্থাপনা:
  ক. যে পৃষ্ঠায় রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে
  খ. প্রকাশিত রিপোর্টের শিরোনামের কলাম সংখ্যা
চার. যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের ধরন
পাঁচ. যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট ফলো-আপ হওয়ার তথ্য
ছয়. যৌন হয়রানির ঘটনাস্থল
সাত. যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের বিষয়
আট. যৌন হয়রানির রিপোর্টে ভিক্টিমের নাম-পরিচয় আছে কিনা
নয়. যৌন হয়রানির স্থান
দশ. ভিক্টিমের বয়স
এগার. ভিক্টিমেরের সামাজিক স্তর
বার. যৌন হয়রানির রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় আছে কিনা
তের. যে যৌন হয়রানি করেছে
চৌদ্দ. যৌন হয়রানিকারীর বয়স
পনের. যৌন হয়রানির রিপোর্টে হয়রানিকারীর বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার তথ্য আছে কিনা
ষোল. যৌন হয়রানির রিপোর্টে হয়রানিকারীর শাস্তি হওয়ার তথ্য আছে কিনা

সতের. যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট ছবির আকৃতি
আঠার. যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট ছবির বিষয়বস্তু
উনিশ. যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়র বক্তব্যের ধরন
বিশ. যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধর বক্তব্যের ধরন
একুশ. যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট চিঠি-মতামতের বক্তব্যের ধরন

মোট প্রিন্ট এরিয়ার মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের জন্য ব্যবহৃত প্রিন্ট এরিয়ার হার

প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত নমুনায়ন অনুযায়ী প্রতিটি সংবাদপত্রের ১২৬ দিনের নমুনার আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিচের টেবিলে দেখানো হয়েছে ১২৬ দিনে নমুনাভুক্ত সাতটি পত্রিকার মোট প্রিন্ট এরিয়া কত কলাম ইঞ্চি ছিল। এরমধ্যে কত কলাম ইঞ্চি জায়গা জুড়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে এবং মোট প্রিন্ট এরিয়ার মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের হার কী পরিমাণ ছিল।

টেবিল-১ : মোট প্রিন্ট এরিয়ার মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের জন্য ব্যবহৃত প্রিন্ট এরিয়ার হার

পত্রিকার নাম	সাল	মোট প্রিন্ট এরিয়ার মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার	যৌন হয়রানী বিষয়ক তথ্যের জন্য ব্যবহৃত প্রিন্ট এরিয়া (কলাম ইঞ্চি)	মোট প্রিন্ট এরিয়া (কলাম ইঞ্চি)
প্রথম আলো	২০০৮	০.০৫	৮৮.৭৫	১,৫৬,১২৮
	২০০৯	০.০৪	৬৬.২৫	১,৬৪,০০০
	২০১০	০.১১	২১৯.২৫	১,৮৭,২৮৮
	মোট	০.২০	৩৭৪.২৫	৫,০৭,৪১৬
যুগান্তর	২০০৮	০.০৩	৪২.০০	১,১০,৮৬৪
	২০০৯	০.০৪	৪৮.২৫	১,১৯,০৬৪
	২০১০	০.২৭	৩৫৬.০০	১,২৭,৫৯২
	মোট	০.৩৪	৪৪৬.২৫	৩,৫৭,৫২০
আমাদের সময়	২০০৮	০.০০৮	৪.০০	৪৫,৯২০
	২০০৯	০.০১	৬.০০	৪৭,৮৮৮
	২০১০	০.১৭	৯৬.০০	৫৩,৭৯২
	মোট	০.১৮	১০৬	১,৪৭,৬০০
দৈনিক ইত্তেফাক	২০০৮	০.০০২	৩.৫০	১,১৮,৭৩৬
	২০০৯	০.০১	১২.০০	১,১৮,০৮০
	২০১০	০.১৭	২৭১.৭৫	১,৫৭,৪৪০
	মোট	০.১৮	২৮৭.২৫	৩,৯৪,২৫৬
সমকাল	২০০৮	০.০৩	৪৭.৫০	১,২৬,৬০৮
	২০০৯	০.০৩	৪৩.৫০	১,২৭,২৬৪
	২০১০	০.৩৫	৫৭৫.০০	১,৬৩,৬৭২
	মোট	০.৪১	৬৬৬	১,২৬,৬০৮
দি ডেইলি স্টার	২০০৮	-	-	১,৭৩,১৮৪
	২০০৯	০.০০৩	৫.৫০	১,৭৩,১৮৪
	২০১০	০.২৩	৪০৫.৫০	১,৭২,৫২৮
	মোট	০.২৩	৪১১	৫,১৮,৮৯৬
দি ইনডিপেনডেন্ট	২০০৮	-	-	১,১৪,৮০০
	২০০৯	০.০০০০৪	৬.০০	১,১৪,৮০০
	২০১০	০.০৩	৫০.০০	১,৩৩,১৬৮
	মোট	০.০৩	৫৬.০০	৩,৬২,৭৬৮
সর্বমোট		১.৮২	২৩৪৬.৭৫	২৭,০৬,০০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাতটি সংবাদপত্রে সম্মিলিত প্রিন্ট এরিয়ার মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের জন্য ব্যবহৃত প্রিন্ট এরিয়ার হার ১.৮২%।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোট প্রিন্ট এরিয়ার মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের জন্য সবচেয়ে বেশি জায়গা ব্যবহার করেছে সমকাল। এই সংবাদপত্রে মোট প্রিন্ট এরিয়ার মধ্যে ০.৪১% জায়গা জুড়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অন্য ছ'টি সংবাদপত্রের প্রিন্ট এরিয়ার হার যথাক্রমে যুগান্তর ০.২৭%, ডেইলি স্টার ০.২৩%, প্রথম আলো ০.২০%, দৈনিক ইত্তেফাক ও আমাদের সময় ০.১৮% এবং ইনডিপেনডেন্ট ০.০৩%। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সব ক'টি সংবাদপত্রেই যে পরিমাণ জায়গা যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তার বেশির ভাগই ২০১০ সালে ব্যবহৃত হয়েছে। ২০১০ সালে সব ক'টি সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য প্রিন্ট এরিয়া ব্যবহারের হার যথাক্রমে সমকাল ০.৩৫%, যুগান্তর ০.২৭%, ডেইলি স্টার ০.২৩%, দৈনিক ইত্তেফাক ও আমাদের সময় ০.১৭%, প্রথম আলো ০.১১% এবং ইনডিপেনডেন্ট ০.০৩%।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সংবাদপত্রগুলোতে খুবই নগণ্য জায়গা জুড়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। সব ক'টি সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের সম্মিলিত হার ১.৮২%। তবে সংবাদপত্র অনুযায়ী আলাদাভাবে হিসাব করলে সব সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার এক শতাংশেরও কম। মোট প্রিন্ট এরিয়ার মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য সবচেয়ে বেশি জায়গা (০.৪১%) ব্যবহার করেছে সমকাল এবং সবচেয়ে কম জায়গা (০.০৩%) ব্যবহার করেছে ইনডিপেনডেন্ট।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে খুব কম স্পেস বা জায়গা ব্যবহার হলেও সংবাদপত্রগুলোতে এই সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের জন্য স্পেস ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে এসে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য স্পেস ব্যবহারের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত স্পেসের বেশির ভাগ (৭৩%) ব্যবহার হয়েছে ২০১০ সালে। সব ক'টি সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য যে জায়গা ব্যবহার হয়েছে তার বেশির ভাগই ব্যবহার হয়েছে ২০১০ সালে।

যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের শ্রেণী

এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে যৌন হয়রারি বিষয়ক বিভিন্ন শ্রেণীর তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সব তথ্যের মধ্যে রয়েছে:

এক. রিপোর্ট
দুই. সম্পাদকীয়
তিন. উপসম্পাদকীয়
চার. কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধ
পাঁচ. ফিচার
ছয়. চিঠি ও মতামত
সাত. খবরের সঙ্গে ছবি
আট. ক্যাপশন ছবি

নিচের টেবিল ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এবং ৯ তে এইসব তথ্য প্রকাশের হার উপস্থাপন করা হয়েছে।

টেবিল-২ : সাতটি সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য : শ্রেণীভিত্তিক হার

তথ্যের শ্রেণী ⇨	রিপোর্ট	সম্পাদকীয়	উপসম্পাদকীয়	কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধ	ফিচার	চিঠি ও মতামত	খবরের সঙ্গে ছবি	ক্যাপশন ছবি	মোট
সংখ্যা	২৩৮	১১	৪	৩	৯	১০	২৭	১১	৩১৩
শতাংশ	৭৬	৪	১	১	৩	৩	৯	৩	১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাতটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি। সাতটি সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের সম্মিলিত হার ৭৬%। বাকি তথ্যগুলোর মধ্যে খবরের সঙ্গে ছবি প্রকাশের হার ৯%, সম্পাদকীয় ৪%, ফিচার ৩%, চিঠি ও মতামত ৩%, ক্যাপশান ছবি ৩%, উপসম্পাদকীয় ১% এবং কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধ ১%।

টেবিল-৩ : প্রথম আলোতে যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য : শ্রেণীভিত্তিক হার

তথ্যের শ্রেণী ⇨ / পত্রিকার নাম⇩	সাল	রিপোর্ট (সংখ্যা) (%)	সম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	উপসম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধ (সংখ্যা) (%)	ফিচার (সংখ্যা) (%)	চিঠি ও মতামত (সংখ্যা) (%)	খবরের সঙ্গে ছবি (সংখ্যা) (%)	ক্যাপশন ছবি (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
প্রথম আলো	২০০৮	১৪ ৩০	২ ৬৭	- -	১ ১০০	- -	২ ১০০	২ ৬৭	- -	২১ ৩৪
	২০০৯	৬ ১৩	১ ৩৩	- -	- -	১ ৩৩	- -	- -	- -	৮ ১৩
	২০১০	২৭ ৫৭	- -	- -	- -	২ ৬৭	- -	১ ৩৩	৩ ১০০	৩৩ ৫৩
	মোট	৪৭ ১০০	৩ ১০০	-	১ ১০০	৩ ১০০	২ ১০০	২ ১০০	৩ ১০০	৬২ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথম আলোতে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের বেশির ভাগ (৫৩%) প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। আর ২০১০ সালে প্রকাশিত তথ্যের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি (৫৭%)।

চিত্র-১: সাল অনুযায়ী প্রথম আলোতে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার

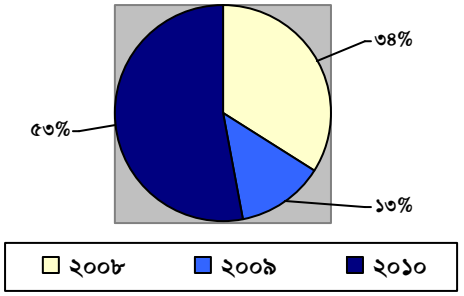

টেবিল-৪ : যুগান্তরে যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য : শ্রেণীভিত্তিক হার

তথ্যের শ্রেণী⇨ / পত্রিকার নাম⇩	সাল	রিপোর্ট	সম্পাদকীয়	উপসম্পাদকীয়	কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধ	ফিচার	চিঠি ও মতামত	খবরের সঙ্গে ছবি	ক্যাপশন ছবি	মোট
		(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
যুগান্তর	২০০৮	১০	-	-	-	-	-	-	১	১১
		২০	-	-	-	-	-	-	১০০	১৬
	২০০৯	৫	-	-	১	১	-	২	-	৯
		১০	-	-	১০০	৩৩	-	৩৩	-	১৩
	২০১০	৩৫	২	৪	-	২	১	৪	-	৪৮
		৭০	১০০	১০০	-	৬৭	১০০	৬৭	-	৭১
	মোট	৫০	২	৪	১	-	-	-	১	৬৮
		১০০	১০০	১০০	১০০	-	-	-	১০০	১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যুগান্তরে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের বেশির ভাগ (৭১%) প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। আর ২০১০ সালে প্রকাশিত তথ্যের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি (৭০%)।

চিত্র-২: সাল অনুযায়ী যুগান্তরে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার

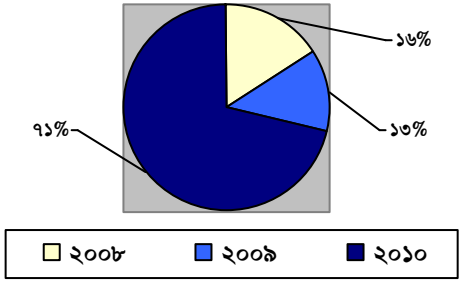

টেবিল-৫ : আমাদের সময়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য : শ্রেণীভিত্তিক হার

তথ্যের শ্রেণী⇨ / পত্রিকার নাম⇩	সাল	রিপোর্ট	সম্পাদকীয়	উপসম্পাদকীয়	কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধ	ফিচার	চিঠি ও মতামত	খবরের সঙ্গে ছবি	ক্যাপশন ছবি	মোট
		(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
আমাদের সময়	২০০৮	১	-	-	-	-	-	-	-	১
		৫	-	-	-	-	-	-	-	৫
	২০০৯	১	-	-	-	-	-	-	-	১
		৫	-	-	-	-	-	-	-	৫
	২০১০	২০	-	-	-	-	-	-	-	২০
		৯০	-	-	-	-	-	-	-	৯০
	মোট	২২	-	-	-	-	-	-	-	২২

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আমাদের সময়ে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের বেশির ভাগ (৯০%) প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক সব তথ্যই রিপোর্ট। আর বেশির ভাগ রিপোর্টই (৯০%) প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে।

চিত্র-৩: সাল অনুযায়ী আমাদের সময়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার

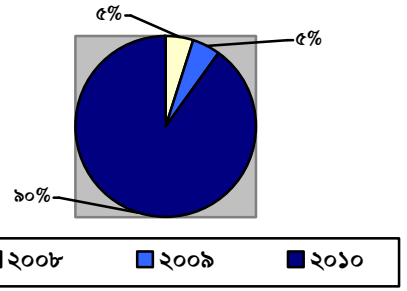

টেবিল-৬ : দৈনিক ইত্তেফাকে যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য : শ্রেণীভিত্তিক হার

তথ্যের শ্রেণী⇨ / পত্রিকার নাম⇩	সাল	রিপোর্ট	সম্পাদকীয়	উপসম্পাদকীয়	কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধ	ফিচার	চিঠি ও মতামত	খবরের সঙ্গে ছবি	ক্যাপশন ছবি	মোট
		(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
দৈনিক ইত্তেফাক	২০০৮	১	-	-	-	-	-	-	-	১
		৩	-	-	-	-	-	-	-	২
	২০০৯	২	-	-	-	-	-	-	-	২
		৬	-	-	-	-	-	-	-	৫
	২০১০	৩৩	১	-	-	১	২	১	-	৩৮
		৯১	১০০	-	-	১০০	১০০	১০০	-	৯৩
	মোট	৩৬	১	-	-	-	-	-	-	৪১
		১০০	১০০	-	-	-	-	-	-	১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের বেশির ভাগ (৯৩%) প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। আর ২০১০ সালে প্রকাশিত তথ্যের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি (৯১%)।

চিত্র-৪: সাল অনুযায়ী দৈনিক ইত্তেফাকে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার

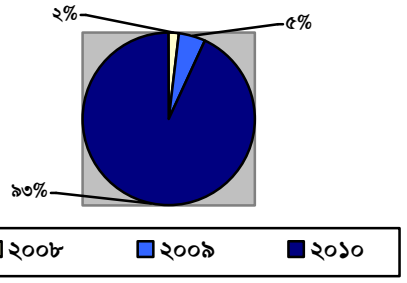

টেবিল-৭ : সমকালে যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য : শ্রেণীভিত্তিক হার

তথ্যের শ্রেণী⇨ / পত্রিকার নাম⇩	সাল	রিপোর্ট (সংখ্যা) (%)	সম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	উপসম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধ (সংখ্যা) (%)	ফিচার (সংখ্যা) (%)	চিঠি ও মতামত (সংখ্যা) (%)	খবরের সঙ্গে ছবি (সংখ্যা) (%)	ক্যাপশন ছবি (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
সমকাল	২০০৮	৭	১	-	-	-	১	-	-	৯
		১২	১০০	-	-	-	৩৩	-	-	১২
	২০০৯	৫	-	-	-	১	-	১	-	৭
		৯	-	-	-	৫০	-	৮	-	৯
	২০১০	৪৫	-	-	-	১	২	১১	-	৫৯
		৭৯	-	-	-	৫০	৬৭	৯২	-	৭৯
	মোট	৫৭	-	-	-	-	-	-	-	৭৫
		১০০	-	-	-	-	-	-	-	১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমকালে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের বেশির ভাগ (৭৯%) প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। আর ২০১০ সালে প্রকাশিত তথ্যের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি (৭৯%)।

চিত্র-৫: সাল অনুযায়ী সমকালে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার

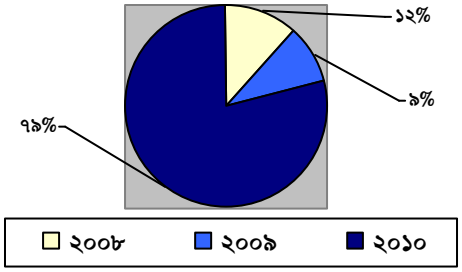

টেবিল-৮ : ডেইলি স্টারে যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য : শ্রেণীভিত্তিক হার

তথ্যের শ্রেণী⇨ / পত্রিকার নাম⇩	সাল	রিপোর্ট (সংখ্যা) (%)	সম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	উপসম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধ (সংখ্যা) (%)	ফিচার (সংখ্যা) (%)	চিঠি ও মতামত (সংখ্যা) (%)	খবরের সঙ্গে ছবি (সংখ্যা) (%)	ক্যাপশন ছবি (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
দি ডেইলি স্টার	২০০৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	২০০৯	১	-	-	-	-	-	-	-	১
		৬	-	-	-	-	-	-	-	৩
	২০১০	১৬	৪	-	১	-	২	৫	৭	৩৫
		৯৪	১০০	-	১০০	-	১০০	১০০	১০০	৯৭
	মোট	১৭	৪	-	১	-	-	-	৭	৩৬
		১০০	১০০	-	১০০	-	-	-	১০০	১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ডেইলি স্টারে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের বেশির ভাগ (৯৭%) প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। আর ২০১০ সালে প্রকাশিত তথ্যের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি (৯৪%)।

চিত্র-৬: সাল অনুযায়ী ডেইলি স্টারে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার

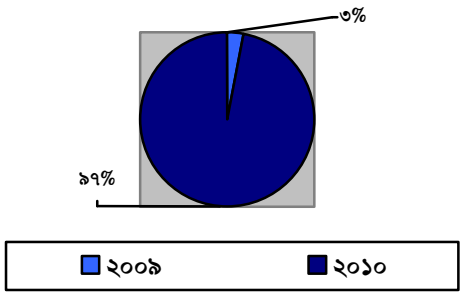

টেবিল-৯ : দি ইনডিপেনডেন্টে যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত তথ্য : শ্রেণীভিত্তিক হার

তথ্যের শ্রেণী⇨ / পত্রিকার নাম⇩	সাল	রিপোর্ট (সংখ্যা) (%)	সম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	উপসম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধ (সংখ্যা) (%)	ফিচার (সংখ্যা) (%)	চিঠি ও মতামত (সংখ্যা) (%)	খবরের সঙ্গে ছবি (সংখ্যা) (%)	ক্যাপশন ছবি (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
দি ইনডিপেনডেন্ট	২০০৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	২০০৯	১	-	-	-	-	-	-	-	১
		১১	-	-	-	-	-	-	-	১১
	২০১০	৮	-	-	-	-	-	-	-	৮
		৮৯	-	-	-	-	-	-	-	৮৯
	মোট	৯	-	-	-	-	-	-	-	৯
		১০০	-	-	-	-	-	-	-	১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দি ইনডিপেনডেন্টে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যের বেশির ভাগ (৮৯%) প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক সব তথ্যই রিপোর্ট। আর বেশির ভাগ রিপোর্টই (৮৯%) প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে।

চিত্র-৭: সাল অনুযায়ী দি ইনডিপেনডেন্টে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার

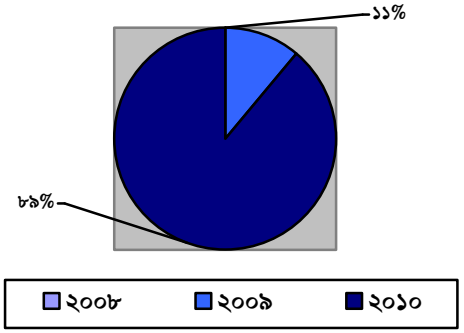

যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার দিন দিনই বাড়ছে। সব সংবাদপত্রেই ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার অনেক বেড়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সব সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যসমূহের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি। আর সংবাদপত্রগুলোতে বেশির ভাগ রিপোর্টই প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। সংবাদপত্রগুলোতে যৌন হয়রানি বিষয়ক সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, ফিচার, কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধ, চিঠি ও মতামত, খবরের সঙ্গে ছবি এবং ক্যাপশন ছবি প্রকাশের হার বেশ কম। তবে বেশির ভাগ সংবাদপত্রেই এই তথ্যগুলোর বেশির ভাগ প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের উপস্থাপনা

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোতে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের উপস্থাপনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে নিচের টেবিল দু'টিতে (টেবিল-৩ ও টেবিল-৪)। দুটি মাপকাঠিতে রিপোর্ট উপস্থাপনার বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মাপকাঠি দু'টি হচ্ছে:

এক. রিপোর্টটি কোন্ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

দুই. রিপোর্টটি কত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রচলিত নিয়মে পৃষ্ঠা অনুযায়ী সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রথম পৃষ্ঠায়, কম গুরুত্বপূর্ণ খবর শেষ পৃষ্ঠায় এবং ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামের খবরটি পত্রিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর। এরপর গুরুত্ব অনুযায়ী সংবাদপত্রে সাত কলাম লীড, ছয় কলাম লীড, পাঁচ কলাম লীড, চার কলাম লীড, তিন কলাম লীড এবং আট কলাম, সাত কলাম, ছয় কলাম, পাঁচ কলাম, চার কলাম, তিন কলাম, ডাবল কলাম, সিঙ্গেল কলাম শিরোনামের খবর প্রকাশিত হয়ে থাকে।

যে পৃষ্ঠায় যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের উপস্থাপনা সম্পর্কে জানার জন্য এই পর্যায়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সাতটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টগুলো কোন পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে তা নিচের টেবিলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-১০ : যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট যে পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে

পত্রিকার নাম▶ রিপোর্টের ধরন▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
প্রথম পৃষ্ঠা	৫ ১১	৫ ১০	৩ ১৪	- -	১ ২	২ ১২	- -	১৬ ৭
শেষ পৃষ্ঠা	৩ ৬	৪ ৮	৭ ৩২	৬ ১৭	১ ২	১ ৬	- -	২২ ৯
ভেতরের পৃষ্ঠা	৩৯ ৮৩	৪১ ৮২	১২ ৫৪	৩০ ৮৩	৫৫ ৯৬	১৪ ৮২	৯ ১০০	২০০ ৮৪
মোট	৪৭ ১০০	৫০ ১০০	২২ ১০০	৩৬ ১০০	৫৭ ১০০	১৭ ১০০	৯ ১০০	২৩৮ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাতটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসাব অনুযায়ী যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোর ৭% প্রথম পৃষ্ঠায়, ৯% শেষ পৃষ্ঠায় এবং ৮৪% ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি হারে প্রকাশ করেছে আমাদের সময় এবং এই হার হচ্ছে ১৪%। অন্য সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশের হার যথাক্রমে ডেইলি স্টার ১২%, প্রথম আলো ১১%, যুগান্তর ১০% এবং সমকাল ২%। দৈনিক ইত্তেফাক ও ইনডিপেনডেন্ট প্রথম পৃষ্ঠায় যৌন হয়রানি বিষয়ক কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করেনি।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট শেষ পৃষ্ঠায়ও সবচেয়ে বেশি হারে (৩২%) প্রকাশ করেছে আমাদের সময়। অন্য সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশের হার যথাক্রমে দৈনিক ইত্তেফাক ১৭%, যুগান্তর ৮%, প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার ৬% করে, সমকাল ২%। ইনডিপেনডেন্টে শেষ পৃষ্ঠায় কোনো রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি।

ইনডিপেনডেন্টে সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টই ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। অন্য সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশের হার যথাক্রমে সমকাল ৯৬%, প্রথম আলো ও দৈনিক ইত্তেফাক ৮৩% করে, যুগান্তর ও ডেইলি স্টার ৮২% করে এবং আমাদের সময় ৫৪%।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সংবাদপত্রগুলোর সম্মিলিত হিসেবে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোর ছয় ভাগের এক ভাগ (১৬%) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বেশির ভাগ (৮৪%) রিপোর্টই প্রকাশিত হয়েছে ভেতরের পৃষ্ঠায়। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি হারে (১৪%) প্রকাশ করেছে আমাদের সময় এবং সবচেয়ে কম হারে (২%) প্রকাশ করেছে সমকাল। তবে দৈনিক ইত্তেফাক ও ইনডিপেনডেন্ট প্রথম পৃষ্ঠায় যৌন হয়রানি বিষয়ক কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় ছিল, যে রিপোর্টগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে তার সবই প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। আর শেষ পৃষ্ঠা এবং ভেতরের পৃষ্ঠায়ও যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোর বেশিব ভাগ প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট যত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের উপস্থাপনা সম্পর্কে জানার জন্য এই পর্যায়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সাতটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টগুলো কত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে তা নিচের টেবিলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-১১ : যৌন হয়রানি বিষয়ক প্রকাশিত রিপোর্টের কলাম সংখ্যা

পত্রিকার নাম▶ / রিপোর্টের ধরন▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
আট থেকে ছয় কলাম	- -	- -	- -	১ ৩	- -	- -	- -	১ ০.৪২
পাঁচ থেকে তিন কলাম	১০ ২১	৩ ৬	১ ৫	৬ ১৭	১৩ ২৩	২ ১২	- -	৩৫ ১৪
ডাবল কলাম ও সিঙ্গেল কলাম	৩৭ ৭৯	৪৭ ৯৪	২১ ৯৫	২৯ ৮১	৪৪ ৭৭	১৫ ৮৮	৯ ১০০	২০২ ৮৫
মোট	৪৭ ১০০	৫০ ১০০	২২ ১০০	৩৬ ১০০	৫৭ ১০০	১৭ ১০০	৯ ১০০	২৩৮ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাতটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী বেশির ভাগ (৮৫%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টই ডাবল ও সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচ থেকে তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে ১৪% রিপোর্ট। আর আট থেকে ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে ০.৪২% রিপোর্ট।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইনডিপেনডেন্টে যৌন হয়রানি বিষয়ক সব রিপোর্টই ডাবল ও সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। অন্য সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট সিঙ্গেল ও ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশের হার যথাক্রমে আমাদের সময় ৯৫%, যুগান্তর ৯৪%, ডেইলি স্টার ৮৮%, দৈনিক ইত্তেফাক ৮১%, প্রথম আলো ৭৯% এবং সমকাল ৭৭%।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সংবাদপত্রগুলোর সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী বেশির ভাগ (৮৫%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট ডাবল ও সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। সব সংবাদপত্রেই ডাবল ও সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হারই বেশি। বিপরীত দিকে দৈনিক ইত্তেফাক ছাড়া আর কোনো সংবাদপত্রে আট থেকে ছয় কলাম শিরোনামে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। তবে দৈনিক ইত্তেফাকেও এই হার নগণ্য (১%)।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট উপস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোগুলো খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি। রিপোর্টগুলো যে পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে এবং যত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে উভয় বিবেচনা থেকেই এই কথা বলা যায়। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে সব সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের ধরন

এই পর্যায়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোর ধরন বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। নিচের টেবিলে এই সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

টেবিল-১২ : যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের ধরন

পত্রিকার নাম▶ / রিপোর্টের ধরন ▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
সাধারণ	৪২ ৮৯	৫০ ১০০	২২ ১০০	৩৬ ১০০	৫৬ ৯৮	১৬ ৯৪	৯ ১০০	২৩১ ৯৭
ব্যাখ্যামূলক	৪ ৯	- -	- -	- -	১ ২	১ ৬	- -	৬ ২
অনুসন্ধানমূলক	১ ২	- -	- -	- -	- -	- -	- -	১ ০.৪২
মোট	৪৭ ১০০	৫০ ১০০	২২ ১০০	৩৬ ১০০	৫৭ ১০০	১৭ ১০০	৯ ১০০	২৩৮ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাতটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী যৌন হয়রানি বিষয়ক বেশির ভাগ (৯৭%) রিপোর্টই ছিল সাধারণ বা সাদামাটা। রিপোর্টগুলোর মধ্যে ২% ছিল ব্যাখ্যামূলক এবং ০.৪২% ছিল অনুসন্ধানমূলক।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈনিক ইত্তেফাক, যুগান্তর, আমাদের সময় ও ইনডিপেনডেন্টের সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টই সাধারণ। বাকি তিনটি সংবাদপত্রের মধ্যে সমকালের ৯৮%, ডেইলি স্টারের ৯৪% এবং প্রথম আলোর ৮৯% যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট ছিল সাধারণ। তিনটি সংবাদপত্রে ব্যাখ্যামূলক যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। শতাংশের হিসেব অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথম আলোতে ৯%, ডেইলি স্টারে ৬% এবং সমকালে ২% রিপোর্ট ব্যাখ্যামূলক। আর অনুসন্ধানমূলক যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট শুধু প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়েছে। এর হার নগণ্য (২%)।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক সাধারণ বা সাদামাটা রিপোর্টই বেশি (৯৭%) প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাক, যুগান্তর, আমাদের সময় ও ইনডিপেনডেন্টের সব এবং প্রথম আলো, সমকাল ও ডেইলি স্টারের বেশির ভাগ (যথাক্রমে ৮৯%, ৯৮% এবং ৯৪%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টই সাধারণ বা সাদামাটা। অন্যদিকে যৌন হয়রানি বিষয়ক ব্যাখামূলক রিপোর্ট সংবাদপত্রগুলোতে বেশ কম প্রকাশিত হয়েছে। তবে প্রথম আলোতে অন্য সংবাদপত্রগুলোর তুলনায় বেশি হারে (৯%) প্রকাশিত হয়েছে। আর যৌন হয়রানি বিষয়ক অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট কেবলমাত্র প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়েছে যদিও খুব স্বল্প হারে (২%)।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট ফলো-আপ হওয়ার তথ্য

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট ফলো-আপ হয়েছে কিনা এই সংক্রান্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-১৩ : যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট ফলো-আপ হওয়ার তথ্য

পত্রিকার নাম ▶ / ফলো-আপ হয়েছে কিনা ▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
হয়েছে	৫ ১১	৬ ১২	- -	- -	৪ ৭	২ ১২	১ ১১	১৮ ৮
হয়নি	৪২ ৮৯	৪৪ ৮৮	২২ ১০০	৩৬ ১০০	৫৩ ৯৩	১৫ ৮৮	৮ ৮৯	২২০ ৯২
মোট	৪৭ ১০০	৫০ ১০০	২২ ১০০	৩৬ ১০০	৫৭ ১০০	১৭ ১০০	৯ ১০০	২৩৮ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাতটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী বেশির ভাগ (৯২%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টই ফলো-আপ হয়নি। মাত্র ৮% রিপোর্ট ফলো-আপ হয়েছে।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে দৈনিক ইত্তেফাক ও আমাদের সময়ের কোনো যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টই ফলো-আপ হয়নি। অন্যদিকে যুগান্তর ও ডেইলি স্টারের ১২%, প্রথম আলো ও ইনডিপেনডেন্টের ১১%, সমকালের ৭% যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের ফলো-আপ হয়েছে।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, গবেষণা অন্তর্ভুক্ত সময়ে খুব কম সংখ্যক যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের ফলো-আপ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাক ও আমাদের সময়ের কোনো যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টেরই ফলো-আপ হয়নি। বাকি পাঁচটি সংবাদপত্রেও রিপোর্ট ফলো-আপের হার খুব বেশি নয়।

চিত্র-৮: সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট ফলো-আপ হওয়ার হার

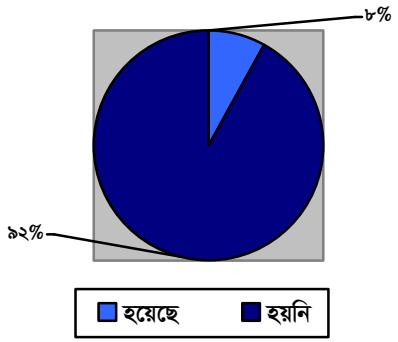

যৌন হয়রানির ঘটনাস্থল

যৌন হয়রানি গ্রাম ও শহর উভয় স্থানেই ঘটে থাকে। নিচের টেবিলে যৌন হয়রানির ঘটনাস্থল গ্রাম না শহর এই সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-১৪ : যৌন হয়রানির ঘটনাস্থল

পত্রিকার নাম ▶ / ঘটনাস্থল ▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
গ্রাম	১০ ২১	১৭ ৩৪	৩ ১৪	- -	৭ ১২	২ ১২	২ ২২	৪১ ১৭
শহর	৩৭ ৭৯	৩৩ ৬৬	১৯ ৮৬	৩৬ ১০০	৫০ ৮৮	১৫ ৮৮	৭ ৭৮	১৯৭ ৮৩
মোট	৪৭ ১০০	৫০ ১০০	২২ ১০০	৩৬ ১০০	৫৭ ১০০	১৭ ১০০	৯ ১০০	২৩৮ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সাতটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোর বেশির ভাগের (৮৩%) ঘটনাস্থল শহর। ঘটনাস্থল গ্রাম এমন রিপোর্টের হার ১৭%।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈনিক ইত্তেফাকের সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের ঘটনাস্থল শহর। অন্য সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে সমকাল ও ডেইলি স্টারের ৮৮%, আমাদের সময়ের ৮৬%, প্রথম আলোর ৭৯%, ইনডিপেনডেন্টের ৭৮% এবং যুগান্তরের ৬৬% যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের ঘটনাস্থল শহর।

অন্যদিকে যে সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের ঘটনাস্থল গ্রাম এমন রিপোর্ট যুগান্তরে সবচেয়ে বেশি হারে (৩৪%) প্রকাশিত হয়েছে। অন্য সংবাদপত্রগুলোতে এই হার যথাক্রমে ইনডিপেনডেন্ট ২২%, প্রথম আলো ২১%, আমাদের সময় ১৪% এবং সমকাল ও ডেইলি স্টার ১২%।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে বেশির ভাগ (৮৩%) রিপোর্টের ঘটনাস্থল শহরাঞ্চল। দৈনিক ইত্তেফাকের সব এবং অন্য সংবাদপত্রগুলো বেশির ভাগ রিপোর্টের ঘটনাস্থল শহরাঞ্চল। গ্রামাঞ্চলে ঘটনাস্থল এমন যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের হার যুগান্তরে সবচেয়ে বেশি (৩৪%)।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের বিষয়

এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন বিষয়ের যৌন হয়রানি সংক্রান্ত রিপোর্টের সন্ধান পেয়েছি। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা প্রাপ্ত তথ্য থেকে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোকে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। শ্রেণীগুলো হচ্ছে:

এক. যৌন হয়রানির বিবরণমূলক রিপোর্ট
দুই. যৌন হয়রানির কারণে আত্মহত্যা
তিন. যৌন হয়রানিকে কেন্দ্র করে হত্যা বা মৃত্যু
চার. যৌন হয়রানির ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ
পাঁচ. যৌন হয়রানি বিরোধী আলোচনা বা সেমিনার ও অন্যান্য তৎপরতা
ছয়. যৌন হয়রানির ব্যাপারে সরকারি ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত
সাত. যৌন হয়রানির বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সাতটি সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক উপরোক্ত শ্রেণীর প্রকাশিত রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-১৫ : যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের বিষয়

পত্রিকার নাম▶ রিপোর্টের বিষয়▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
বিবরণমূলক	২৩ ৪৯	২৩ ৪৬	১৩ ৫৯	১৪ ৩৯	৩০ ৫৩	৬ ৩৫	৫ ৫৬	১১৪ ৪০
আত্মহত্যা	৩ ৬	১ ২	২ ৯	- -	৩ ৫	১ ৬	- -	১০ ৪
হত্যা বা মৃত্যু	- -	১ ২	- -	- -	- -	- -	- -	১ ০.৩৫
তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ	১৮ ৩৮	৭ ১৪	২ ৯	৭ ১৯	৪৬ ৮১	২ ১২	- -	৮২ ২৯
যৌনহয়রানি বিরোধী আলোচনা বা সেমিনার ও অন্যান্য তৎপরতা	৭ ১৫	১১ ২২	৪ ১৮	১৪ ৩৯	৩ ৫	৫ ২৯	৪ ৪৪	৪৮ ১৭
সরকারি ও কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত	২ ৪	৪ ৮	৪ ১৮	১ ৩	২ ৪	৪ ২৪	- -	১৭ ৬
তদন্ত কমিটি গঠন	৩ ৬	৩ ৬	১ ৫	- -	৩ ৫	- -	- -	১০ ৪
মোট	৫৬ ১১৮	৫০ ১০০	২৬ ১১৮	৩৬ ১০০	৮৭ ১৫৩	১৮ ১০৬	৯ ১০০	২৮২ ১৭৪

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সাতটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী যৌন হয়রানি বিষয়ক সাত শ্রেণীর যৌন হয়রানিমূলক রিপোর্টের মধ্যে যৌন হয়রানির বিবরণমূলক রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (৪০%) প্রকাশিত হয়েছে। অন্য রিপোর্টগুলোর ক্রমানুপাতিক হার হলো: তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের রিপোর্ট ২৯%, যৌনহয়রানি বিরোধী আলোচনা বা সেমিনার ও অন্যান্য তৎপরতার রিপোর্ট ১৭%, সরকারি ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের রিপোর্ট ৬%, যৌন হয়রানির কারণে আত্মহত্যা ও তদন্ত কমিটি গঠনের রিপোর্ট ৪%, যৌন হয়রানির কারণে হত্যা বা মৃত্যুর রিপোর্ট ০.৩৫%।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেশির ভাগ সংবাদপত্রে যৌন হয়রানির বিবরণমূলক রিপোর্ট তুলনামূলকভাবে বেশি প্রকাশিত হয়েছে। যৌন হয়রানির বিবরণমূলক রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (৫৯%) প্রকাশিত হয়েছে আমাদের সময়ে। এ ক্ষেত্রে অন্য সংবাদপত্রগুলোর হার যথাক্রমে ইনডিপেনডেন্ট ৫৬%, সমকাল ৫৩%, প্রথম আলো ৪৯%, যুগান্তর ৪৬%, দৈনিক ইত্তেফাক ৩৯% এবং ডেইলি স্টার ৩৫%।

যৌন হয়রানির কারণে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (৮১%) প্রকাশিত হয়েছে সমকালে। এ ক্ষেত্রে অন্য সংবাদপত্রগুলোর হার যথাক্রমে প্রথম আলো ৩৮%, দৈনিক ইত্তেফাক ১৯%, যুগান্তর ১৪%, ডেইলি স্টার ১২% এবং আমাদের সময় ৯%।

যৌন হয়রানি বিরোধী আলোচনা বা সেমিনার ও অন্যান্য তৎপরতার রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (৪৪%) প্রকাশিত হয়েছে ইনডিপেনডেন্টে। এ ক্ষেত্রে অন্য সংবাদপত্রগুলোর হার যথাক্রমে দৈনিক ইত্তেফাক ৩৯%, ডেইলি স্টার ২৯%, যুগান্তর ২২%, আমাদের সময় ১৮%, প্রথম আলো ১৫% এবং সমকাল ৫%।

যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তর রিপোট সবচেয়ে বেশি হারে (২৪%) প্রকাশিত হয়েছে ডেইলি স্টারে। এ ক্ষেত্রে অন্য সংবাদপত্রগুলোর হার যথাক্রমে আমাদেরস সময় ১৮%, যুগান্তর ৮%, প্রথম আলো ও সমকাল ৪% এবং দৈনিক ইত্তেফাক ৩%।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সবচেয়ে বেশি হারে (৪০%) প্রকাশিত হয়েছে যৌন হয়রানির বিবরণমূলক রিপোর্ট। প্রায় সব সংবাদপত্রেই এই শ্রেণীর রিপোর্ট অন্য শ্রেণীর রিপোর্টের তুলনায় কিছুটা বেশি হারে প্রকাশিত হয়েছে। যৌন হয়রানির কারণে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (৮১%) প্রকাশিত হয়েছে সমকালে এবং সবচেয়ে কম হারে (৯%) প্রকাশিত হয়েছে আমাদের সময়ে। যৌন হয়রানি বিরোধী আলোচনা বা সেমিনার ও অন্যান্য তৎপরতার রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (৪৪%) প্রকাশিত হয়েছে ইনডিপেনডেন্টে এবং সবচেয়ে কম হারে (৪%) প্রকাশিত হয়েছে সমকালে। যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তর রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (২৪%) প্রকাশিত হয়েছে ডেইলি স্টারে এবং সবচেয়ে কম হারে (৩%) প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইত্তেফাকে। যৌন হয়রানির কারণে আত্মহত্যা বিষয়ক রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাক ও ইনডিপেনডেন্টে প্রকাশিত হয়নি। আর প্রথম আলো, যুগান্তর, আমাদের সময়, সমকাল ও ডেইলি স্টারে স্বল্প হারে (যথাক্রমে ৬%, ২%, ৯%, ৫% ও ৬%) প্রকাশিত হয়েছে। যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠনের রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাক ডেইলি স্টার এবং ইনডিপেনডেন্টে প্রকাশিত হয়নি। প্রথম আলো, যুগান্তর আমাদের সময় এবং সমকালে স্বল্প হারে (৬%, ৬%, ৫% ও ৫%) প্রকাশিত হয়েছে। যৌন হয়রানিকে কেন্দ্র করে হত্যা বা মৃত্যুর রিপোর্ট শুধুমাত্র যুগান্তরে খুব কম হারে (২%) প্রকাশিত হয়েছে।

যৌন হয়রানির রিপোর্টে ভিক্টিমের নাম-পরিচয় আছে কিনা

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের নাম-পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের নাম-পরিচয় চিহ্নিত করা গেছে শুধু সেই রিপোর্টগুলোর তথ্যই এই টেবিলে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

টেবিল-১৬ : যৌন হয়রানির রিপোর্টে ভিক্টিমের নাম-পরিচয় আছে কিনা

পত্রিকার নাম▶ ভিক্টিমের নাম-পরিচয়▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
আছে	১৮ ৪১	১৪ ৪০	৭ ৫৪	৮ ৩৫	১১ ২১	৮ ৮৯	৩ ৬০	৬৯ ৩৮
নেই	২৬ ৫৯	২১ ৬০	৬ ৪৬	১৫ ৬৫	৪১ ৭৯	১ ১১	২ ৪০	১১২ ৬২
মোট	৪৪ ১০০	৩৫ ১০০	১৩ ১০০	২৩ ১০০	৫২ ১০০	৯ ১০০	৫ ১০০	১৮১ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সাতটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী বেশির ভাগ (৬২%) রিপোর্টে যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়নি। ৩৮% রিপোর্টে নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, তিনটি সংবাদপত্রের বেশির ভাগ রিপোর্টে যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্র তিনটিতে এই হার হচ্ছে যথাক্রমে ডেইলি স্টার ৮৯%, ইনডিপেনডেন্ট ৬০% এবং আমাদের সময় ৫৪%। অন্যদিকে চারটি সংবাদপত্রের বেশির ভাগ রিপোর্টে যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়নি। সংবাদপত্র চারটিতে এই হার হচ্ছে যথাক্রমে সমকাল ৭৯%, দৈনিক ইত্তেফাক ৬৫%, যুগান্তর ৬০% এবং প্রথম আলো ৫৯%।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সংবাদপত্রসমূহের সমষ্টিগত হিসেব অনুযায়ী বেশির ভাগ (৬২%) রিপোর্টে যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়নি। তিনটি সংবাদপত্রের বেশির ভাগ রিপোর্টেও যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়নি। সংবাদপত্র তিনটিতে হচ্ছে: ডেইলি স্টার (৮৯%), ইনডিপেনডেন্ট (৬০%) এবং আমাদের সময় (৫৪%)। বিপরীত দিকে চারটি সংবাদপত্রে রিপোর্টে যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্র তিনটি হচ্ছে: সমকাল (৭৯%), দৈনিক ইত্তেফাক (৬৫%), যুগান্তর (৬০%) এবং প্রথম আলো (৫৯%)।

চিত্র-৯: সংবাদপত্রের যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার হার

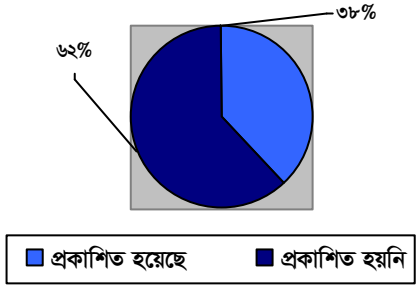

যৌন হয়রানির স্থান

এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যৌন হয়রানির ভিক্টিমরা বিভিন্ন স্থানে হয়রানির শিকার হয়েছেন। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা প্রাপ্ত তথ্য থেকে যৌন হয়রানি স্থানগুলোকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। শ্রেণীগুলো হচ্ছে:

এক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে
দুই. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে বা আশেপাশে
তিন. রাস্তা-ঘাটে
চার. কর্মক্ষেত্রে
পাঁচ. বাড়িতে

ভিক্টিমরা যে সব স্থানে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমকে যৌন হয়রানি করার স্থান চিহ্নিত করা গেছে শুধু সেই রিপোর্টগুলোর তথ্যই এই টেবিলে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

টেবিল-১৭ : যৌন হয়রানির স্থান

পত্রিকার নাম ▶ / স্থান▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে	৬ ১৫	৭ ২১	১ ৮	২ ৭	২ ৪	২ ২২	১ ২০	২১ ১১
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে বা আশেপাশে	৪ ১০	২ ৬	৪ ৩১	১ ৪	৩ ৫	১ ১১	২ ৪০	১৭ ৯
রাস্তা-ঘাটে	১৪ ৩৪	১৭ ৫০	৫ ৩৮	৮ ২৯	২২ ৪০	৩ ৩৩	২ ৪০	৭১ ৩৯
কর্মক্ষেত্রে	- -	১ ৩	- -	- -	- -	- -	- -	১ ১
বাড়িতে	- -	- -	১ ৮	২ ৭	১ ২	- -	- -	৪ ২
অন্যান্য	- -	২ ৬	- -	- -	- -	- -	- -	২ ১
চিহ্নিত করা যায়নি	১৭ ৪১	৫ ১৪	২ ১৫	১৫ ৫৩	২৭ ৪৯	৩ ৩৩	- -	৬৯ ৩৭
মোট	৪১ ১০০	৩৪ ১০০	১৩ ১০০	২৮ ১০০	৫৫ ১০০	৯ ১০০	৫ ১০০	১৮৫ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সাতটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী ৬৩% রিপোর্টে যৌন হয়রানির স্থান চিহ্নিত করা গেছে। ৩৭% রিপোর্টে চিহ্নিত করা যায়নি। হিসেবে দেখা গেছে, ৩৯% রিপোর্টে যৌন হয়রানির স্থান রাস্তা-ঘাট, ১১% রিপোর্টে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে, ৯% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে বা আসেপাশে, ২% রিপোর্টে বাড়িতে এবং ১% কর্মক্ষেত্রে।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় সব সংবাদপত্রের বেশির ভাগ রিপোর্টেই যৌন হয়রানির স্থান হিসেবে 'রাস্তা-ঘাট' চিহ্নিত হয়েছে। যৌন হয়রানির ভিক্টিমরা রাস্তা-ঘাটে হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্টের হার যথাক্রমে যুগান্তর ৫০%, সমকাল ও ইনডিপেনডেন্ট ৪০%, আমাদের সময় ৩৮%, প্রথম আলো ৩৪%, ডেইলি স্টার ৩৩% এবং দৈনিক ইত্তেফাক ২৯%।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্টের হার যথাক্রমে ডেইলি স্টার ২২%, যুগান্তর ২১%, ইনডিপেনডেন্ট ২০%, প্রথম আলো ১৫%, আমাদের সময় ৮%, দৈনিক ইত্তেফাক ৭% এবং সমকাল ৪%।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে বা আশেপাশে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্টের হার যথাক্রমে ইনডিপেনডেন্ট ৪০%, আমাদের সময় ৩১%, ডেইলি স্টার ১১%, প্রথম আলো ১০%, যুগান্তর ৬%, সমকাল ৫% এবং দৈনিক ইত্তেফাক ৪%।

বাড়িতে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্ট শুধু আমাদের সময় (৮%), দৈনিক ইত্তেফাক (৭%) এবং সমকালে (২%) প্রকাশিত হয়েছে।

আর কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্ট শুধু যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এই হার মাত্র ৩%।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানির স্থান চিহ্নিত করতে গিয়ে দেখা গেছে ভিক্টিমরা বেশির ভাগ (৩৯%) যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন রাস্তা-ঘাটে। প্রায় সব সংবাদপত্রের বেশির ভাগ রিপোর্টেই যৌন হয়রানির স্থান হিসেবে 'রাস্তা-ঘাট' চিহ্নিত হয়েছে। যৌন হয়রানির ভিক্টিমরা রাস্তা-ঘাটে হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্টের হার যুগান্তরে সবচেয়ে বেশি (৫০%)। যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য একটি অংশে (২০%) যৌন হয়রানির স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে বা আশেপাশের এলাকাকে। এর মধ্যে ১১% ঘটেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এবং ৯% ঘটেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে বা আশেপাশে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে বা আশেপাশে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্টের হার ইনডিপেনডেন্টে সবচেয়ে বেশি (৪০%) এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্টের হার ডেইলি স্টার, যুগান্তর এবং ইনডিপেনডেন্টে তুলনামূলকভাবে বেশি (যথাক্রমে ২২%, ২১% ও ২০%)।

ভিক্টিমের বয়স

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের বয়স সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে নিচের টেবিলে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের বয়স চিহ্নিত করা গেছে শুধু সেই রিপোর্টগুলোর তথ্যই এই টেবিলে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

টেবিল-১৮ : ভিক্টিমের বয়স

পত্রিকার নাম ▶	প্রথম আলো	যুগান্তর	আমাদের সময়	দৈনিক ইত্তেফাক	সমকাল	দি ডেইলি স্টার	দি ইনডিপেনডেন্ট	সর্বমোট
বয়স▼	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
১৫ বছরের কম	২ ২৯	২ ৪০	- -	১ ৩৩	১ ৩৩	- -	১ ৩৩	৭ ২৮
১৫ থেকে ২০ বছর	৫ ৭১	৩ ৬০	১ ৫০	- -	২ ৬৭	২ ১০০	২ ৬৭	১৫ ৬০
২১ থেকে ২৫ বছর	- -	- -	১ ৫০	১ ৩৩	- -	- -	- -	২ ৮
২৬ থেকে ৩০ বছর	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
৩১ থেকে ৩৫ বছর	- -	- -	- -	১ ৩৩	- -	- -	- -	১ ৪
মোট	৭ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৩ ১০০	৩ ১০০	২ ১০০	৩ ১০০	২৫ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সাতটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী ভিক্টিমদের বেশির ভাগের (৬০%) বয়স ১৫ থেকে ২০ বছর। ২৮% ভিক্টিমের বয়স ১৫ বছরের নিচে। ৮% ভিক্টিমের বয়স ২১ থেকে ২৫ বছর। ৪% ভিক্টিমের বয়স ৩১ থেকে ৩৫ বছর।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডেইলি স্টারের সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টেই ভিক্টিমের বয়স ১৫ থেকে ২০ বছর চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্য সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে প্রথম আলোর ৭১%, সমকাল ও ইনডিপেনডেন্টের ৬৭%, যুগান্তরের ৬০% এবং আমাদের সময়ের ৫০% যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের বয়স ১৫ থেকে ২০ বছর।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের বয়স ১৫ বছরের কম চিহ্নিত হয়েছে এমন রিপোর্টের হার যুগান্তরে সবচেয়ে বেশি (৪০%)। অন্য সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাক, সমকাল ও ইনডিপেনডেন্টে ৩৩% এবং প্রথম আলোতে ২৯% যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের বয়স ১৫ বছরের কম চিহ্নিত হয়েছে।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের বয়স ২১ থেকে ২৫ বছর চিহ্নিত হয়েছে এমন রিপোর্ট শুধু আমাদের সময় ও দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছে এবং সংবাদপত্র দু'টিতে এই ধরনের রিপোর্টের হার যথাক্রমে ৫০% ও ৩৩%।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের বয়স ৩১ থেকে ৩৫ বছর চিহ্নিত হয়েছে এমন রিপোর্ট শুধু দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছে এবং দৈনিক ইত্তেফাকে এই ধরনের রিপোর্টের হার ৩৩%।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে বেশির ভাগ (৮৮%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের বয়স চিহ্নিত করা হয়েছে ১৫ বছরের কম কিংবা ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। আবার এদের মধ্যে ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সী ভিক্টিমের হার বেশি (৬০%)। ডেইলি স্টারের সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টেই ভিক্টিমের বয়স ১৫ থেকে ২০ বছর চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্য সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে এ ক্ষেত্রে প্রথম আলোর সবচেয়ে বেশি (৭১%)। যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের বয়স ১৫ বছরের কম চিহ্নিত হয়েছে এমন রিপোর্টের হার যুগান্তরে সবচেয়ে বেশি (৪০%)।

ভিক্টিমেরের সামাজিক স্তর

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের সামাজিক স্তর সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে নিচের টেবিলে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা গেছে শুধু সেই রিপোর্টগুলোর তথ্যই এই টেবিলে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

টেবিল-১৯ : ভিক্টিমেরের সামাজিক স্তর

পত্রিকার নাম ▶ / সামাজিক স্তর▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
নিম্নবিত্ত	- -	২ ১০০	- -	১ ১০০	২ ১০০	১ ৫০	- -	৬ ৫৫
মধ্যবিত্ত	৩ ১০০	- -	- -	- -	- -	১ ৫০	- -	৪ ৩৬
উচ্চবিত্ত	- -	- -	১ ১০০	- -	- -	- -	- -	১ ৯
মোট	৩ ১০০	২ ১০০	১ ১০০	১ ১০০	২ ১০০	২ ১০০	- -	১১ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সাতটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী বেশির ভাগ (৫৫%) ভিক্টিম নিম্নবিত্ত স্তরের। ৩৬% মধ্যবিত্ত স্তরের। ৯% উচ্চবিত্ত স্তরের।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈনিক ইত্তেফাক, যুগান্তর ও সমকালের সব এবং ডেইলি স্টারের ৫০% যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমদের সামাজিক স্তর নিম্নবিত্ত।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রথম আলোর সব এবং ডেইলি স্টারের ৫০% যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমদের সামাজিক স্তর মধ্যবিত্ত এবং আমাদের সময়ের সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমদের সামাজিক স্তর উচ্চবিত্ত স্তরের।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে প্রকাশিত বেশির ভাগ যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমদের সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা যায়নি। সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা গেছে এমন রিপোর্টগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ (৫৫%) ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ভিক্টিমদের সামাজিক স্তর নিম্নবিত্ত। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী দেখা যায়, যুগান্তরে দু'টি, সমকালে দু'টি এবং দৈনিক ইত্তেফাকে একটি রিপোর্টে ভিক্টিমের সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা গেছে। তিনটি সংবাদপত্রের সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টেই ভিক্টিমদের সামাজিক স্তর নিম্নবিত্ত। প্রথম আলোর তিনটি যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা গেছে এবং সব ক'টি রিপোর্টেই ভিক্টিমদের সামাজিক স্তর মধ্যবিত্ত। আর ডেইলি স্টারে দু'টি যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা গেছে। এর মধ্যে একটি রিপোর্টে ভিক্টিমের সামাজিক স্তর নিম্নবিত্ত এবং অন্যটিতে ভিক্টিমের সামাজিক স্তর মধ্যবিত্ত। আমাদের সময়ে সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা রিপোর্টটিতে ভিক্টিমের সামাজিক স্তর উচ্চবিত্ত। ইনডিপেনডেন্টে কোনো রিপোর্টেই ভিক্টিমের সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা যায়নি।

চিত্র-১০: সংবাদপত্রের যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের সামাজিক স্তরের হার

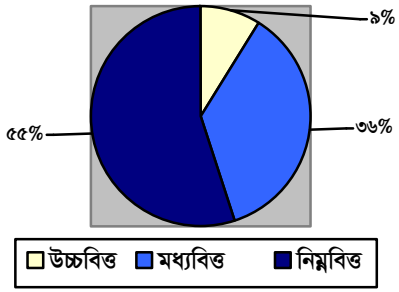

রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় আছে কিনা

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় চিহ্নিত করা গেছে শুধু সেই রিপোর্টগুলোর তথ্যই এই টেবিলে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

টেবিল-২০ : রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় আছে কিনা

পত্রিকার নাম ▶ / যৌন হয়রানীকারীর নাম-পরিচয়▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
আছে	১৯ ৪৬	২৭ ৭৯	১২ ৯২	৯ ৩৬	২৭ ৪৯	১০ ১০০	৩ ৬০	১০৭ ৫৮
নেই	২২ ৫৪	৭ ২১	১ ৮	১৬ ৬৪	২৮ ৫১	- -	২ ৪০	৭৬ ৪২
মোট	৪১ ১০০	৩৪ ১০০	১৩ ১০০	২৫ ১০০	৫৫ ১০০	১০ ১০০	৫ ১০০	১৮৩ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সাতটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী বেশির ভাগ (৫৮%) রিপোর্টেই যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় রয়েছে। ৪২% রিপোর্টে নাম-পরিচয় নেই।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডেইলি স্টারের সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় রয়েছে। বাকি সংবাদপত্রগুলো মধ্যে আমাদের সময় (৯২%), যুগান্তর (৭৯%) এবং ইনডিপেনডেন্টের (৬০%) বেশির ভাগ যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় রয়েছে। অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক (৬৪%), প্রথম আলো (৫৪%) এবং সমকালের (৫১%) বেশির ভাগ যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়নি।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সংবাদপত্রসমূহের সমষ্টিগত হিসেব অনুযায়ী বেশির ভাগ (৫৮%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী ডেইলি স্টারের সব এবং আমাদের সময় (৯২%), যুগান্তর (৭৯%) এবং ইনডিপেনডেন্টের (৬০%) বেশির ভাগ যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় থাকলেও দৈনিক ইত্তেফাক (৬৪%), প্রথম আলো (৫৪%) এবং সমকালের (৫১%) বেশির ভাগ যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়নি।

চিত্র-১১: সংবাদপত্রে রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় প্রকাশের হার

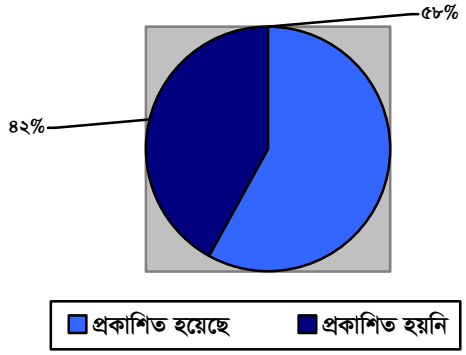

যে যৌন হয়রানি করেছে

এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, যৌন হয়রানির ভিক্টিমরা বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা হয়রানির শিকার হয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা যৌন হয়রানিকারী ব্যক্তিদের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। শ্রেণীগুলো হচ্ছে:

এক. বখাটে
দুই. সহপাঠী
তিন. শিক্ষক
চার. ছাত্র

ভিক্টিমরা যে সব ব্যক্তিদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন সে সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীকে চিহ্নিত করা গেছে শুধু সেই রিপোর্টগুলোর তথ্যই এই টেবিলে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

টেবিল-২১ : যে যৌন হয়রানি করেছে

পত্রিকার নাম ► / যৌন হয়রানিকারী▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
বখাটে	১৬ ৪৬	২২ ৬৭	১১ ৮৪	৫ ৭১	৩১ ৭২	৮ ৮০	৪ ৮০	৯৭ ৬৬
সহপাঠী	১ ৩	২ ৬	১ ৮	২ ২৯	৩ ৭	১ ১০	- -	১০ ৭
শিক্ষক	৪ ১১	১ ৩	- -	- -	৩ ৭	- -	- -	৯ ৬
ছাত্র	৫ ১৪	৬ ১৮	১ ৮	- -	৩ ৭	১ ১০	১ ২০	১৭ ১১
অন্যান্য	৯ ২৬	২ ৬	- -	- -	৩ ৭	- -	- -	১৪ ১০
মোট	৩৫ ১০০	৩৩ ১০০	১৩ ১০০	৭ ১০০	৪৩ ১০০	১০ ১০০	৫ ১০০	১৪৭ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সাতটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী বেশির ভাগ (৬৬%) রিপোর্টেই যৌন হয়রানিকারী ছিল বখাটে। ১১% ছিল ছাত্র। ৭% ছিল সহপাঠী এবং ৬% ছিল শিক্ষক।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ছ'টি সংবাদপত্রের বেশির ভাগ যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টেও হয়রানিকারী ছিল বখাটে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলোর ক্রমানুপাতিক হার হচ্ছে: আমাদের সময় ৮৪%, ডেইলি স্টার ও ইনডিপেনডেন্ট ৮০%, সমকাল ৭২%, দৈনিক ইত্তেফাক ৭১% এবং যুগান্তর ৬৭%।

ছাত্রদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন তথ্য থাকা রিপোর্টগুলোর ক্রমানুপাতিক হার হচ্ছে: ইনডিপেনডেন্ট ২০%, যুগান্তর ১৮%, প্রথম আলো ১৪%, ডেইলি স্টার ১০%, আমাদের সময় ৮% এবং সমকাল ৭%।

সহপাঠীদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন তথ্য থাকা রিপোর্টগুলোর ক্রমানুপাতিক হার হচ্ছে: দৈনিক ইত্তেফাক ২৯%, ডেইলি স্টার ১০%, আমাদের সময় ৮%, সমকাল ৭%, যুগান্তর ৬% এবং প্রথম আলো ৩%।

শিক্ষকদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন তথ্য থাকা রিপোর্টগুলোর ক্রমানুপাতিক হার হচ্ছে: প্রথম আলো ১১%, সমকাল ৭% এবং যুগান্তর ৩%।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সংবাদপত্রসমূহের সমষ্টিগত হিসেব অনুযায়ী বেশির ভাগ (৬৬%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর ভূমিকায় ছিল বখাটে। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ীও তিন ধরনের হয়রানিকারীর তুলনায় বখাটেদের হার ছিল বেশি। বখাটেদের দ্বারা যৌন হয়রানির

শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্ট আমাদের সময়ে সবচেয়ে বেশি হারে (৮৪%) প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্ট ইনডিপেনডেন্টে সবচেয়ে বেশি হারে (২০%) প্রকাশিত হয়েছে। সহপাঠীদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাকে সবচেয়ে বেশি হারে (২৯%) প্রকাশিত হয়েছে। আর শিক্ষকদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্ট প্রথম আলোতে প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি (১১%)।

যৌন হয়রানিকারীর বয়স

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর বয়স সংক্রান্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের বয়স চিহ্নিত করা গেছে শুধু সেই রিপোর্টগুলোর তথ্যই এই টেবিলে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

টেবিল-২২ : যৌন হয়রানিকারীর বয়স

পত্রিকার নাম ▶ / বয়স▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
১৫ বছরের কম	- -	- -	১ ৩৩	- -	১ ৯	- -	- -	২ ৫
১৫ থেকে ২০ বছর	৫ ৬২	৩ ৪৩	১ ৩৩	২ ৬৭	৩ ২৭	১ ২৫	- -	১৫ ৪০
২১ থেকে ২৫ বছর	২ ২৫	৪ ৫৭	১ ৩৩	১ ৩৩	৩ ২৭	২ ৫০	১ ১০০	১৪ ৩৮
২৬ থেকে ৩০ বছর	১ ১৩	- -	- -	- -	৩ ২৭	- -	- -	৪ ১১
৩১ থেকে ৩৫ বছর	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
৩৬ থেকে ৪০ বছর	- -	- -	- -	- -	- -	১ ২৫	- -	১ ৩
৪০ বছরের বেশি	- -	- -	- -	- -	১ ৯	- -	- -	১ ৩
মোট	৮ ১০০	৭ ১০০	৩ ১০০	৩ ১০০	১১ ১০০	৪ ১০০	১ ১০০	৩৭ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সাতটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী বেশির ভাগ (৪০%) রিপোর্টে ভিক্টিমের বয়স ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। ৩৮% ভিক্টিমের বয়স ২১ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। ১১% ভিক্টিমের বয়স ২৬ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। ৫% ভিক্টিমের বয়স ১৫ বছরের কম।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভিক্টিমের বয়স ১৫ থেকে ২০ বছর উল্লেখ রয়েছে এমন যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের হার সবচেয়ে বেশি (৬৭%) দৈনিক ইত্তেফাকে। এক্ষেত্রে অন্য সংবাদপত্রগুলোর হার যথাক্রমে প্রথম আলো ৬২%, যুগান্তর

৪৩%, আমাদের সময় ৩৩%, সমকাল ২৭% এবং ডেইলি স্টার ২৫%। ইনডিপেনডেন্টে ভিক্টিমের বয়স উল্লেখ রয়েছে এমন একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এতে ভিক্টিমের বয়স ২১ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। এক্ষেত্রে অন্য সংবাদপত্রগুলোর হার যথাক্রমে যুগান্তর ৫৭%, ডেইলি স্টারে ৫০%, দৈনিক ইত্তেফাক ও আমাদের সময়ে ৩৩%, সমকালে ২৭% এবং প্রথম আলোতে ২৫%।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে স্বল্প সংখ্যক (১৬%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর বয়স চিহ্নিত করা গেছে। সংবাদপত্রসমূহের সমষ্টিগত হিসেব অনুযায়ী যৌন হয়রানির বেশি ভাগ (৭৮%) রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর বয়স ১৫ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। এর মধ্যে ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সী যৌন হয়রানিকারীর হার তুলনামূলকভাবে বেশি (৪০%)। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সী যৌন হয়রানিকারীর তথ্য সবচেয়ে বেশি হারে (৬২%) প্রকাশিত হয়েছে প্রথম আলোতে। ইনডিপেনডেন্টের সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টেই যৌন হয়রানিকারীর বয়স ২১ থেকে ২৫ বছর। এ ক্ষেত্রে অন্য সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে যুগান্তরের হার সবচেয়ে বেশি (৫৭%)। যে সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর বয়স ১৫ বছরের কম চিহ্নিত হয়েছে এমন রিপোর্ট শুধু আমাদের সময় ও সমকালে প্রকাশিত হয়েছে। যৌন হয়রানিকারীর বয়স ২৬ থেকে ৩০ বছর চিহ্নিত হয়েছে এমন রিপোর্ট শুধু প্রথম আলো ও সমকালে প্রকাশিত হয়েছে। যৌন হয়রানিকারীর বয়স ৩৬ থেকে ৪০ বছর চিহ্নিত হয়েছে এমন রিপোর্ট শুধু ডেইলি স্টারে প্রকাশিত হয়েছে। যৌন হয়রানিকারীর বয়স ৪০ বছরের বেশি চিহ্নিত হয়েছে এমন রিপোর্ট শুধুমাত্র সমকালে প্রকাশিত হয়েছে।

যৌন হয়রানির রিপোর্টে হয়রানিকারীর বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার তথ্য আছে কিনা

এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেছে, যৌন হয়রানির সব ঘটনায় মামলা হয় না। নিচের টেবিলে যৌন হয়রানির ঘটনায় মামলা হওয়া না হওয়া সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-২৩ : যৌন হয়রানির রিপোর্টে হয়রানিকারীর বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার তথ্য আছে কিনা

পত্রিকার নাম ▶ / মামলা হওয়ার তথ্য▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
আছে	১০ ২১	২২ ৪৪	৯ ৪১	৬ ১৭	১৮ ৩২	৪ ২৪	৩ ৩৩	৭২ ৩০
নেই	৩৭ ৭৯	২৮ ৫৬	১৩ ৫৯	৩০ ৮৩	৩৯ ৬৮	১৩ ৭৬	৬ ৬৭	১৬৬ ৭০
মোট	৪৭ ১০০	৫০ ১০০	২২ ১০০	৩৬ ১০০	৫৭ ১০০	১৭ ১০০	৯ ১০০	২৩৮ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাতটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী বেশির ভাগ (৭০%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টই মামলা হওয়ার তথ্য নেই। ৩০% রিপোর্টে আছে।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সবচেয়ে বেশি হারে (৪৪%) মামলা হওয়ার তথ্য আছে যুগান্তরে। এ ক্ষেত্রে অন্য সংবাদপত্রগুলোর হার যথাক্রমে আমাদের সময় ৪১%, ইনডিপেনডেন্ট ৩৩%, সমকাল ৩২%, ডেইলি স্টার ২৪%, প্রথম আলো ২১% এবং দৈনিক ইত্তেফাক ১৭%।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, যৌন হয়রানির ঘটনায় মামলা হয় কম (৩০%)। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই (৭০%) মামলা হয়না। মামলা হওয়ার তথ্য সবচেয়ে বেশি (৪৪%) প্রকাশিত হয়েছে যুগান্তরে এবং সবচেয়ে কম (১৭%) প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইত্তেফাকে।

যৌন হয়রানির রিপোর্টে হয়রানিকারীর শাস্তি হওয়ার তথ্য আছে কিনা

যৌন হয়রানির ঘটনায় শাস্তি হওয়া না হওয়া সংক্রান্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-২৪ : যৌন হয়রানির রিপোর্টে হয়রানিকারীর শাস্তি হওয়ার তথ্য আছে কিনা

পত্রিকার নাম ▶ / শাস্তি হওয়ার তথ্য▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
আছে	৭ ১৫	৭ ১৪	৯ ৪১	৪ ১১	১০ ১৮	২ ১২	১ ১১	৪০ ১৭
নেই	৪০ ৮৫	৪৩ ৮৬	১৩ ৫৯	৩২ ৮৯	৪৭ ৮২	১৫ ৮৮	৮ ৮৯	১৯৮ ৮৩
মোট	৪৭ ১০০	৫০ ১০০	২২ ১০০	৩৬ ১০০	৫৭ ১০০	১৭ ১০০	৯ ১০০	২৩৮ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাতটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী বেশির ভাগ (৮৩%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টই শাস্তি হওয়ার তথ্য নেই। ১৭% রিপোর্টে শাস্তি হওয়ার তথ্য আছে।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সবচেয়ে বেশি হারে (৪১%) শাস্তি হওয়ার তথ্য প্রকাশিত হয়েছে আমাদের সময়ে। এ ক্ষেত্রে অন্য সংবাদপত্রগুলোর হার যথাক্রমে সমকাল ১৮%, প্রথম আলো ১৫%, যুগান্তর ১৪%, ডেইলি স্টার ১২% এবং দৈনিক ইত্তেফাক ও ইনডিপেনডেন্ট ১১%।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, যৌন হয়রানির ঘটনায় শাস্তি হওয়ার তথ্য খুব কম হারে (১৭%) সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী শাস্তি হওয়ার তথ্য সবচেয়ে বেশি (৪১%) প্রকাশিত হয়েছে আমাদের সময়ে এবং তুলনামূলকভাবে কম হারে (১১%) প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক ও ইনডিপেনডেন্টে।

চিত্র-১২: সংবাদপত্রের যৌন হয়রানিকারীর শাস্তি হওয়ার তথ্য প্রকাশের হার

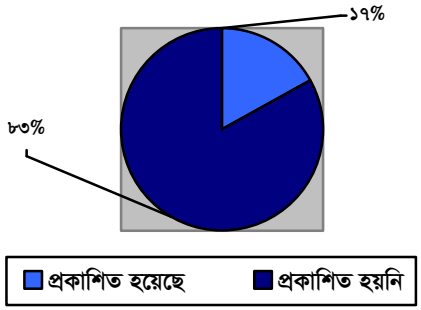

যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট ছবির তথ্য বিশ্লেষণ

এই গবেষণার টেবিল-২ এ উল্লেখ করা হয়েছে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে ৩৮টি যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট ছবি প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৭টি ছবি প্রকাশিত হয়েছে রিপোর্টের সঙ্গে এবং ১১টি ক্যাপশান ছবি। এই ছবিগুলোর আকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তথ্য নিচের টেবিল দু'টিতে (টেবিল-১৮ ও টেবিল-১৯) বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট ছবির আকৃতি

যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত ৩৮টি ছবির আকৃতি বিষয়ক তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-২৫ : যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট ছবির আকৃতি

পত্রিকার নাম ▶ / ছবির আকৃতি▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
সিঙ্গেল কলাম	- -	২ ২৯	- -	- -	১ ৮	১ ৮	- -	৪ ১১
ডাবল কলাম	৩ ৫০	৪ ৫৭	- -	১ ১০০	৫ ৪২	৩ ২৫	- -	১৬ ৪২
তিন কলাম	৩ ৫০	১ ১৪	- -	- -	৫ ৪২	৩ ২৫	- -	১২ ৩১
চার কলাম	- -	- -	- -	- -	১ ৮	৩ ২৫	- -	৪ ১১
চার কলামের চেয়ে বড়	- -	- -	- -	- -	- -	২ ১৭	- -	২ ৫
মোট	৬ ১০০	৭ ১০০	- ১০০	১ ১০০	১২ ১০০	১২ ১০০	- -	৩৮ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাতটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী বেশির ভাগ (৪২%) যৌন হয়রানি বিষয়ক ছবি ডাবল কলামের। ৩১% তিন কলামের। ১১% সিঙ্গেল কলামের। ১১% চার কলামের এবং ৫% চার কলামের চেয়ে বড় আকৃতির।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈনিক ইত্তেফাকে একটি মাত্র ছবিই প্রকাশিত হয়েছে এবং তা প্রকাশিত হয়েছে ডাবল কলামে। এ ক্ষেত্রে অন্য সংবাদপত্রগুলোর হার যথাক্রমে যুগান্তর ৫৭%, প্রথম আলো ৫০%, সমকাল ৪২% এবং ডেইলি স্টার ২৫%।

সংবাদপত্রগুলোতে তিন কলামে ছবি প্রকাশের হার যথাক্রমে প্রথম আলো ৫০%, সমকাল ৪২%, ডেইলি স্টার ২৫% এবং যুগান্তর ১৪%।

সংবাদপত্রগুলোতে সিঙ্গেল কলামে ছবি প্রকাশের হার যথাক্রমে যুগান্তর ২৯%, সমকাল ও ডেইলি স্টার ৮%।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, যৌন হয়রানি বিষয়ক বেশির ভাগ (৭৩%) ছবি প্রকাশিত হয়েছে ডাবল কলাম ও তিন কলামে। তবে ডাবল কলামে ছবি প্রকাশের হার তুলনামূলকভাবে বেশি (৪২%)। আর দৈনিক ইত্তেফাকের সব ছবিই প্রকাশিত হয়েছে ডাবল কলামে। অন্য সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে এ ক্ষেত্রে যুগান্তরের হার বেশি (৫৭%)। তিন কলামে ছবি প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রথম আলো হার বেশি (৫০%)। সিঙ্গেল কলামে ছবি প্রকাশ করেছে যুগান্তর, সমকাল ও ডেইলি স্টার। আর যুগান্তর সবচেয়ে বেশি হারে (২৯%) সিঙ্গেল কলামে ছবি প্রকাশ করেছে। চার কলামে ছবি প্রকাশ করেছে শুধু ডেইলি স্টার ও সমকাল। এই দুই সংবাদপত্রের মধ্যে ডেইলি স্টারে ছবি প্রকাশের হার বেশি (২৫%)। চার কলামের বেশি আকৃতির যৌন হয়রানি বিষয়ক ছবি কেবল মাত্র ডেইলি স্টালে প্রকাশিত হয়েছে (১৭%)।

যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট ছবির বিষয়বস্তু

যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত ৩৮টি ছবির বিষয়বস্তুর তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-২৬ : যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট ছবির বিষয়বস্তু

পত্রিকার নাম ▶ / ছবির বিষয়বস্তু ▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
ভিক্টিমের ছবি	- -	৩ ৪২	- -	- -	- -	১ ৮	- -	৪ ১০
যৌন হয়রানীকারীর ছবি	১ ১৭	২ ২৯	- -	- -	২ ১৭	- -	- -	৫ ১৩
যৌন হয়রানীর ঘটনার প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের ছবি	৫ ৮৩	২ ২৯	- -	১ ১০০	১০ ৮৩	১০ ৮৩	- -	২৮ ৭৪
যৌন হয়রানী বিরোধী আলোচনা বা সেমিনার কিংবা অন্যান্য তৎপরতার ছবি	- -	- -	- -	- -	- -	১ ৮	- -	১ ৩
মোট	৬ ১০০	৭ ১০০	- -	১ ১০০	১২ ১০০	১২ ১০০	- -	৩৮ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাতটি সংবাদপত্রের যৌন হয়রানির ছবিগুলোর সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী যৌন হয়রানীর ঘটনার প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের ছবি সবচেয়ে বেশির হারে (৭৪%) প্রকাশিত হয়েছে। ছবির অন্য বিষয়গুলোর মধ্যে যৌন হয়রানিকারীর ছবি ১৩%, যৌন হয়রানির ভিক্টিমের ছবি ১০% এবং যৌন হয়রানী বিরোধী আলোচনা বা সেমিনার কিংবা অন্যান্য তৎপরতার ছবি ৩%।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেশির ভাগ সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানীর ঘটনার প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের ছবি সবচেয়ে বেশির হারে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকের সব ছবিই এই বিষয়ের। অন্য সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে প্রথম আলো, সমকাল ও ডেইলি স্টারে যৌন হয়রানীর ঘটনার প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের ছবির হার ৮৩%। আর যুগান্তরে এই বিষয়ে ছবি প্রকাশের হার ২৯%।

সংবাদপত্রগুলোতে যৌন হয়রানিকারীর ছবি প্রকাশের হার যথাক্রমে যুগান্তর ২৯%, প্রথম আলো ও সমকাল ১৭%। অন্য সংবাদপত্রগুলোতে এই বিষরে কোনো ছবি প্রকাশিত হয়নি।

যুগান্তরে যৌন হয়রানির ভিক্টিমের ছবি প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি (৪২%)। ডেইলি স্টারে ৮%।

যৌন হয়রানী বিরোধী আলোচনা বা সেমিনার কিংবা অন্যান্য তৎপরতার ছবি শুধুমাত্র ডেইলি স্টারে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রকাশের হার ৮%।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সংবাদপত্রসমূহের যৌন হয়রানির ছবিগুলোর সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী যৌন হয়রানীর ঘটনার প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের ছবি সবচেয়ে বেশি হারে (৭৪%) প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এই ছবিগুলোর বেশি ভাগই প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী বেশির ভাগ সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানীর ঘটনার প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের ছবি সবচেয়ে বেশির হারে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকের সব ছবিই এই বিষয়ের। অন্য সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে প্রথম আলো, সমকাল ও ডেইলি স্টারে যৌন হয়রানীর ঘটনার প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের ছবির হার বেশি (৮৩%)। যৌন হয়রানির ভিক্টিমের ছবি ও যৌন হয়রানিকারীর ছবি প্রকাশের হার যুগান্তরে সবচেয়ে বেশি (যথাক্রমে ৪২% ও ২৯%)। আর যৌন হয়রানী বিরোধী আলোচনা বা সেমিনার কিংবা অন্যান্য তৎপরতার ছবি শুধুমাত্র ডেইলি স্টারে প্রকাশিত হয়েছে (৮%)।

যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়র বক্তব্যের ধরন

এই গবেষণার টেবিল-২ এ উল্লেখ করা হয়েছে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট মোট ১৫টি সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ১১টি সম্পাদকীয় এবং ৪টি উপসম্পাদকীয়। এই সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়গুলোতে প্রকাশিত বক্তব্যের ধরন সম্পর্কিত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-২৭ : যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়র বক্তব্যের ধরন

পত্রিকার নাম ► / বক্তব্যের ধরন▼	প্রথম আলো (সংখ্যা) (%)	যুগান্তর (সংখ্যা) (%)	আমাদের সময় (সংখ্যা) (%)	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	সমকাল (সংখ্যা) (%)	দি ডেইলি স্টার (সংখ্যা) (%)	দি ইনডিপেনডেন্ট (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ	১ ১০০	৩ ৫০	- -	১ ১০০	- -	১ ২৫	- -	৬ ৪০
প্রতিবাদ বা নিন্দা	১ ১০০	৩ ৫০	- -	১ ১০০	১ ১০০	- -	- -	৬ ৪০
উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা	- -	১ ১৭	- -	- -	- -	- -	- -	১ ৭
দাবি বা আহ্বান	১ ১০০	৪ ৬৭	- -	১ ১০০	- -	৩ ৭৫	- -	৯ ৬০
মোট	৩ ৩০০	৬ ১৮৪	- -	১ ৩০০	১ ১০০	৪ ১০০	- -	১৫ ১৪৭

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাতটি সংবাদপত্রের যৌন হয়রানির সম্পাদকীয়গুলোর সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী যৌন হয়রানির ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানোর হার সবচেয়ে বেশি (৬০%)। সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়গুলোতে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদানের হার ৪০% এবং প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানোর হারও ৪০%। তবে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশের হার বেশ কম (৭%)।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রথম আলো ও দৈনিক ইত্তেফাকের সব সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়তেই যৌন হয়রানির ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানো হয়েছে। ডেইলি স্টার ও যুগান্তরে যৌন হয়রানির ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানোর হারই বেশি এবং এই ক্ষেত্রে এই দু'টি সংবাদপত্রে হার যথাক্রমে ৭৫% ও ৬৭%। প্রথম আলো, দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালের সব সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়তে যৌন হয়রানির ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানো হয়েছে। যুগান্তরের ৫০% সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়তে যৌন হয়রানির ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানো হয়েছে। প্রথম আলো ও দৈনিক ইত্তেফাকের সব সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়তে যৌন হয়রানির ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। যুগান্তরের ৫০% এবং ডেইলি স্টারের ২৫% সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়তে যৌন হয়রানির ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। যৌন হয়রানির ব্যাপারে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে শুধু যুগান্তরে এবং এর হার হচ্ছে ১৭%।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সংবাদপত্রসমূহের যৌন হয়রানি বিষয়ক সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়গুলোতে যৌন হয়রানির ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানোর হার সবচেয়ে বেশি (৬০%)। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রথম আলো ও দৈনিক ইত্তেফাকের সব সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়তেই যৌন হয়রানির ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানো হয়েছে। ডেইলি স্টার ও যুগান্তরে যৌন হয়রানির ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানোর হারই বেশি (যথাক্রমে ৭৫%

ও ৬৭%)। প্রথম আলো ও দৈনিক ইত্তেফাকের সব সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়তেই যৌন হয়রানির ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানো হয়েছে। সমকালেরও সব সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়তেই যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানো হয়েছে।

যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধর বক্তব্যের ধরন

এই গবেষণার টেবিল-২ এ উল্লেখ করা হয়েছে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট মোট ৩টি কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই গুলোর মধ্যে একটি প্রথম আলোতে, একটি যুগান্তরে এবং একটি ডেইলি স্টারে প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রথম আলোতে প্রকাশিত কলামে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে, প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানো হয়েছে এবং একই সঙ্গে এই ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানো হয়েছে। যুগান্তরে প্রকাশিত প্রবন্ধে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। আর ডেইলি স্টারে প্রকাশিত প্রবন্ধে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানো হয়েছে।

যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট চিঠি ও মতামতের বক্তব্যের ধরন

এই গবেষণার টেবিল-২ এ উল্লেখ করা হয়েছে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট মোট ১০টি চিঠি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে। এই গুলোর মধ্যে সমকালে ৩টি, প্রথম আলো, দৈনিক ইত্তেফাক ও ডেইলি স্টারে ২টি করে এবং যুগান্তরে ১টি চিঠি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, উপরোক্ত পাঁচটি সংবাদপত্রে সব ক'টিতেই যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানো হয়েছে। সমকাল ও প্রথম আলোর সব ক'টি চিঠি ও মতামতেই যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রথম আলোর সব ক'টি চিঠি ও মতামতেই যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরামর্শও প্রদান করা হয়েছে। আর যুগান্তরে প্রকাশিত চিঠিটিতে যৌন হয়রানির ব্যাপারে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

খ. সংবাদপত্র পাঠকদের অভিমতঃ

গবেষণার এই পর্যায়ে যৌন হয়রানি সম্পর্কে সংবাদপত্র পাঠকদের অভিমত তুলে ধরা হয়েছে এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের অভিমত ১৩টি ধাপে তুলে ধরা হয়েছে। ধাপগুলো হচ্ছেঃ

এক. উত্তরদাতারা খবরের কাগজ পড়েন কিনা

দুই. উত্তরদাতারা খবরের কাগজ প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর পড়েন কিনা

তিন. উত্তরদাতারা সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে মনে করেন কিনা

চার. উত্তরদাতারা সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কী মনে করেন

পাঁচ. উত্তরদাতারা যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে মনে করেন কিনা

ছয়. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কারণ কী বলে উত্তরদাতারা মনে করেন

সাত. উত্তরদাতারা সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার আরো বেড়ে যাচ্ছে মনে করেন কিনা

আট. যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশের পরিমাণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমত

নয়. যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশের পরিমাণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমত

দশ. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না বলে উত্তরদাতারা মনে করেন কিনা

এগারো. উত্তরদাতারা সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয় মনে করেন কিনা

বারো. যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমত

তেরো. উত্তরদাতারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে মনে করেন কিনা

পর্যায়ক্রমে এই তেরটি ধাপের তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে।

খবরের কাগজ পড়েন কিনা

প্রথমে উত্তরদাতাদের সংবাদপত্র পাঠের ধরন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়েছে।

টেবিল-২৮ : উত্তরদাতারা খবরের কাগজ পড়েন কিনা

পেশা ▶	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	শিক্ষক	সাংবাদিক	বড় ব্যবসায়ী	মাঝারি ব্যবসায়ী	ছোট ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মকর্তা	বেসরকারি কর্মকর্তা	সরকারি কর্মচারী	বেসরকারি কর্মচারী	শ্রমিক	শিক্ষার্থী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
পাঠের ধরন ▼	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
নিয়মিতভাবে পড়েন	৪ ১০০	৫ ১০০	২২ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৩২ ৭৬	১০ ৫০	১০ ১০০	৩৩ ৮৯	৪ ৮০	১৩ ১০০	২ ২৯	৫১ ৮১	৪২ ৬৮	৩ ১০০	২৩৮ ৭৯
অনিয়মিতভাবে পড়েন	- -	- -	- -	- -	- -	১০ ২৪	১০ ৫০	- -	৪ ১১	১ ২০	- -	৫ ৭১	১২ ১৯	২০ ৩২	- -	৬২ ২১
মোট	৪ ১০০	৫ ১০০	২২ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৪২ ১০০	২০ ১০০	১০ ১০০	৩৭ ১০০	৫ ১০০	১৩ ১০০	৭ ১০০	৬৩ ১০০	৬২ ১০০	৩ ১০০	৩০০ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট উত্তরদাতার বেশির ভাগ (৭৯%) নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র পড়েন। বাকি ২১% অনিয়মিতভাবে সংবাদপত্র পড়েন।

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি কর্মচারীদের সবাই নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র পড়েন। অন্য পেশাগুলোর মধ্যে বেসরকারি কর্মকর্তা (৮৯%), শিক্ষার্থী (৮১%), সরকারি কর্মচারী (৮০%), মাঝারি ব্যবসায়ী (৭৬%) ও গৃহিণীদের (৬৮%) বেশির ভাগ নিয়মিতভাবে খবরের কাগজ পড়েন।

ছোট ব্যবসায়ীদের অর্ধেক অংশও (৫০%) নিয়মিতভাবে খবরের কাগজ পড়েন। বাকি অর্ধেক অংশ (৫০%) অনিয়মিতভাবে পড়েন। আর শ্রমিকদের বেশির ভাগ (৭১%) অনিয়মিতভাবে সংবাদপত্র পাঠ করেন।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, বেশির ভাগ (৭৯%) পাঠকই নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র পড়েন। ১৪টি পেশার মধ্যে ছ'টি পেশার সবাই নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র পড়েন। পেশাগুলো হচ্ছে: চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি কর্মচারী। পাঁচটি পেশার বেশি ভাগ পাঠকও নিয়মিতভাবে খবরের কাগজ পড়েন। এই পেশা পাঁচটি হচ্ছে: বেসরকারি কর্মকর্তা (৮৯%), শিক্ষার্থী (৮১%), সরকারি কর্মচারী (৮০%), মাঝারি ব্যবসায়ী (৭৬%) ও গৃহিণীদের (৬৮%)। ছোট ব্যবসায়ীদের মধ্যে অর্ধেক পাঠকও (৫০%) নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র পড়েন। শুধুমাত্র শ্রমিকদের মধ্যে বেশির ভাগ (৭১%) পাঠক অনিয়মিতভাবে খবরের কাগজ পাঠ করেন।

খবরের কাগজ প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর পড়েন কিনা

সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময় নানা ধরনের যৌন হয়রানির খবর প্রকাশিত হয়। উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় এই খবরগুলো তারা পড়েন কিনা। এই বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-২৯ : উত্তরদাতারা খবরের কাগজ প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর পড়েন কিনা

পেশা ▶	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	শিক্ষক	সাংবাদিক	বড় ব্যবসায়ী	মাঝারি ব্যবসায়ী	ছোট ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মকর্তা	বেসরকারি কর্মকর্তা	সরকারি কর্মচারী	বেসরকারি কর্মচারী	শ্রমিক	শিক্ষার্থী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
পাঠের ধরন ▼	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
নিয়মিতভাবে পড়েন	৪ ১০০	৫ ১০০	২২ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৪০ ৯৫	২০ ১০০	১০ ১০০	৩৭ ১০০	৫ ১০০	১৩ ১০০	৭ ১০০	৬৩ ১০০	৪২ ৬৮	৩ ১০০	২৭৮ ৯৩
অনিয়মিতভাব পড়েন	- -	- -	- -	- -	- -	২ ৫	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	২০ ৩২	- -	২২ ৭
মোট	৪ ১০০	৫ ১০০	২২ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৪২ ১০০	২০ ১০০	১০ ১০০	৩৭ ১০০	৫ ১০০	১৩ ১০০	৭ ১০০	৬৩ ১০০	৬২ ১০০	৩ ১০০	৩০০ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট উত্তরদাতার বেশির ভাগ (৯৩%) সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর নিয়মিতভাবে পড়েন। বাকি ৭% অনিয়মিতভাবে পড়েন।

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি কর্মচারী, শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের সবাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর নিয়মিতভাবে পড়েন। মাঝারি ব্যবসায়ী (৯৫%) ও গৃহিণীদের (৬৮%) বেশির ভাগও নিয়মিতভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর পড়েন।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, বেশির ভাগ (৯৩%) পাঠকই সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর নিয়মিতভাবে পড়েন। ১৪টি পেশার মধ্যে ১২টি পেশার সবাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর নিয়মিতভাবে পড়েন। এই ১২টি পেশা হচ্ছে: চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি কর্মচারী, শ্রমিক ও শিক্ষার্থী। অন্য দু'টি পেশারও বেশির ভাগ পাঠক সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর নিয়মিতভাবে পড়েন। পেশা দু'টি হচ্ছে: মাঝারি ব্যবসায়ী (৯৫%) ও গৃহিণী (৬৮%)।

সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে মনে করেন কিনা

এই গবেষণা অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্র সমূহের আধেয় বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পেয়েছি, ২০০৮ ও ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের হার বেশি (টেবিল-২)। এই তথ্য যাচাইয়ের জন্য উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তারা সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে মনে করেন কিনা। এই সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়েছে।

টেবিল-৩০ : উত্তরদাতারা সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে মনে করেন কিনা

পেশা ▶	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	শিক্ষক	সাংবাদিক	বড় ব্যবসায়ী	মাঝারি ব্যবসায়ী	ছোট ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মকর্তা	বেসরকারি কর্মকর্তা	সরকারি কর্মচারী	বেসরকারি কর্মচারী	শ্রমিক	শিক্ষার্থী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
বাড়ছে কিনা ▼	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
বাড়ছে	৪ ১০০	৫ ১০০	২২ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৪২ ১০০	২০ ১০০	১০ ১০০	৩৭ ১০০	৫ ১০০	১২ ৯২	৭ ১০০	৬২ ৯৮	৫০ ৮১	৩ ১০০	২৮৬ ৯৫
বাড়ছে না	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	১ ৮	- -	১ ২	১২ ১৯	- -	১৪ ৫
মোট	৪ ১০০	৫ ১০০	২২ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৪২ ১০০	২০ ১০০	১০ ১০০	৩৭ ১০০	৫ ১০০	১৩ ১০০	৭ ১০০	৬৩ ১০০	৬২ ১০০	৩ ১০০	৩০০ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট উত্তরদাতার বেশির ভাগ (৯৫%) মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। মাত্র ৫% উত্তরদাতা মনে করেন বাড়ছে না।

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, মাঝারি ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিকদের সবাই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। শিক্ষার্থী (৯৮%), বেসরকারি কর্মচারী (৯২%) ও গৃহিণীদের (৮১%) বেশির ভাগ মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, বেশির ভাগ (৯৫%) পাঠকই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। ১৪টি পেশার মধ্যে ১১টি পেশার সবাই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। এই ১১টি পেশা হচ্ছে: চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, মাঝারি ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিক। অন্য তিনটি পেশারও বেশির ভাগ পাঠক মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। এই পেশা তিনটি হচ্ছে: শিক্ষার্থী (৯৮%), বেসরকারি কর্মচারী (৯২%) ও গৃহিণী (৮১%)।

সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কী মনে করেন

উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণ কী বলে তারা মনে করেন। প্রধানত দু'টি কারণ উত্তরদাতারা চিহ্নিত করেছেন। কারণ দু'টি হচ্ছে:

এক. যৌন হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে

দুই. সংবাদপত্র যৌন হয়রানির ঘটনাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছে

এই বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-৩১ : উত্তরদাতারা সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কী মনে করেন

পেশা ▶	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	শিক্ষক	সাংবাদিক	বড় ব্যবসায়ী	মাঝারি ব্যবসায়ী	ছোট ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মকর্তা	বেসরকারি কর্মকর্তা	সরকারি কর্মচারী	বেসরকারি কর্মচারী	শ্রমিক	শিক্ষার্থী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
বৃদ্ধির কারণ ▼	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
যৌন হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে	২ ৪০	৩ ৬০	১৭ ৭৪	৩ ৬০	২ ১০০	৩১ ৭৪	২০ ১০০	৭ ৭০	৩৪ ৮৩	৩ ৫০	৮ ৬২	৭ ৮৭	৫০ ৮২	৪০ ৬৩	১ ৩৩	২২৮ ৭৪
সংবাদপত্র যৌন হয়রানির ঘটনাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছে	২ ৪০	১ ২০	৪ ১৭	১ ২০	- -	১১ ২৬	- -	১ ১০	৭ ১৭	২ ৩৩	৫ ৩৮	১ ১৩	৯ ১৫	২১ ৩৩	২ ৬৭	৬৭ ২২
নিরুত্তর	১ ২০	১ ২০	২ ৯	১ ২০	- -	- -	- -	২ ২০	- -	১ ১৭	- -	- -	২ ৩	৩ ৪	- -	১৩ ৪
মোট	৫ ১০০	৫ ১০০	২৩ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৪২ ১০০	২০ ১০০	১০ ১০০	৪১ ১০০	৬ ১০০	১৩ ১০০	৮ ১০০	৬১ ১০০	৬৪ ১০০	৩ ১০০	৩০৮ ১০০

(একাধিক উত্তরের ভিত্তিতে)

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট উত্তরদাতার বেশির ভাগ (৯৫%) মনে করেন যৌন হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই সাংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ২২% মনে করেন সংবাদপত্র যৌন হয়রানির ঘটনাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। ৪% উত্তরদাতা কোনো উত্তর দেননি।

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বড় ব্যবসায়ী ও ছোট ব্যবসায়ীদের সবাই মনে করেন যৌন হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই সাংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা বেড়ে গেছে। অন্য পেশাগুলো উত্তরদাতাদের মধ্যে বেশির ভাগ উত্তরদাতাও মনে করেন যৌন হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই সাংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এই উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরদাতার হার যথাক্রমে শ্রমিক ৮৭%, বেসরকারি কর্মকর্তা ৮৩%, শিক্ষার্থী ৮২%, মাঝারি ব্যবসায়ী ও শিক্ষক ৭৪%, সরকারি কর্মকর্তা ৭০%, গৃহিণী ৬৩%, বেসরকারি কর্মচারী ৬২% এবং প্রকৌশলী ও সাংবাদিক ৬০%। সরকারি কর্মচারীদের অর্ধেকাংশও (৫০%) এ কথাই মনে করেন। আর চিকিৎসকদের ৪০% এর অভিমতও একই।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, বেশির ভাগ (৭৪%) পাঠকই মনে করেন যৌন হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই সাংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা বেড়ে গেছে। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী ১৪টি পেশার মধ্যে দু'টি পেশার সব পাঠকই এ কথা মনে করেন। পেশা দু'টি হচ্ছে: বড় ব্যবসায়ী ও ছোট ব্যবসায়ী। বাকি পেশাগুলোর মধ্যে ১০টি পেশার বেশির ভাগ পাঠকও এ কথাই মনে করেন। পেশাগুলো হচ্ছে: শ্রমিক (৮৭%), বেসরকারি কর্মকর্তা (৮৩%), শিক্ষার্থী (৮২%), মাঝারি ব্যবসায়ী ও শিক্ষক (৭৪%), সরকারি কর্মকর্তা (৭০%), গৃহিণী (৬৩%), বেসরকারি কর্মচারী (৬২%) এবং প্রকৌশলী ও সাংবাদিক (৬০%)। সরকারি কর্মচারীদের অর্ধেকাংশও (৫০%) মনে করেন যৌন হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই সাংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা বেড়ে গেছে। আর যে সব পাঠক মনে করেন সংবাদপত্র যৌন হয়রানির ঘটনাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছে তাদের মধ্যে চিকিৎসকদের হার সবচেয়ে বেশি (৪০%)। এ কথা মনে করার ক্রমানুপাতিক হার অনুযায়ী দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বেসরকারি কর্মচারী (৩৮%) এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সরকারি কর্মচারী ও গৃহিণী (৩৩%)।

যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে মনে করেন কিনা

উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে কিনা। এই প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-৩২ : উত্তরদাতারা যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে মনে করেন কিনা

পেশা ▸	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	শিক্ষক	সাংবাদিক	বড় ব্যবসায়ী	মাঝারি ব্যবসায়ী	ছোট ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মকর্তা	বেসরকারি কর্মকর্তা	সরকারি কর্মচারী	বেসরকারি কর্মচারী	শ্রমিক	শিক্ষার্থী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
গুরুত্বের ধরন▾	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে	২ ৫০	৫ ১০০	২১ ৯৫	৫ ১০০	২ ১০০	৪০ ৯৫	১৯ ৯৫	১০ ১০০	৩৭ ১০০	৫ ১০০	১২ ৯৫	৬ ৯৫	৫৮ ৯২	৫৫ ৮৯	৩ ১০০	২৮০ ৯৩
বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে না	২ ৫০	- -	১ ৫	- -	- -	২ ৫	১ ৫	- -	- -	- -	১ ৫	১ ৫	৫ ৮	৭ ১১	- -	২০ ৭
মোট	৪ ১০০	৫ ১০০	২২ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৪২ ১০০	২০ ১০০	১০ ১০০	৩৭ ১০০	৫ ১০০	১৩ ১০০	৭ ১০০	৬৩ ১০০	৬২ ১০০	৩ ১০০	৩০০ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট উত্তরদাতার বেশির ভাগ (৯৩%) মনে করেন যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। মাত্র ৭% মনে করেন বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে না।

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি কর্মকর্তা ও সরকারি কর্মচারীদের সবাই মনে করেন যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। চিকিৎসক ছাড়া অন্য পেশাগুলোর উত্তরদাতাদের মধ্যে বেশির ভাগ উত্তরদাতাও মনে করেন যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে পেশাগুলোর উত্তরদাতার হার যথাক্রমে শিক্ষক, মাঝারি ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী, বেসরকারি কর্মচারী ও শ্রমিক ৯৫%, শিক্ষার্থী ৯২% ও গৃহিণী ৮৯%। চিকিৎসক উত্তরদাতাদের অর্ধেকাংশও (৫০%) মনে করেন যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, বেশির ভাগ (৯৩%) পাঠকই মনে করেন যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। ১৪টি পেশার মধ্যে ছ'টি পেশার সব পাঠকই এ কথা মনে করেন। পেশা ছ'টি হচ্ছে: প্রকৌশলী, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি কর্মকর্তা ও সরকারি কর্মচারী। বাকি পেশাগুলোর মধ্যে আটটি পেশার মধ্যে সাতটি পেশার বেশির ভাগ পাঠকও এ কথাই মনে করেন। এই সাতটি পেশা হচ্ছে: শিক্ষক, মাঝারি ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী, বেসরকারি কর্মচারী ও শ্রমিক (৯৫%), শিক্ষার্থী (৯২%) ও গৃহিণী (৮৯%)। অন্যদিকে যে সব পাঠক মনে করেন যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে না তাদের মধ্যে চিকিৎসকদের হার সবচেয়ে বেশি (৫০%)।

যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কারণ কী

উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কারণ কী বলে তারা মনে করেন। জবাবে তারা প্রধানত দু'টি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। বিষয় দু'টি হচ্ছে:

এক. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

দুই. পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর জন্য বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

এছাড়াও অন্য আরো কিছু কারণ চিহ্নিত করেছেন উত্তরদাতারা। প্রাপ্ত তথ্য সমূহ নিচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়েছে।

টেবিল-৩৩ : যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কারণ কী বলে উত্তরদাতারা মনে করেন

পেশা ▶	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	শিক্ষক	সাংবাদিক	বড় ব্যবসায়ী	মাঝারি ব্যবসায়ী	ছোট ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মকর্তা	বেসরকারি কর্মকর্তা	সরকারি কর্মচারী	বেসরকারি কর্মচারী	শ্রমিক	শিক্ষার্থী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কারণ ▼	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে	২ ৫০	২ ৪০	১০ ৪৩	৪ ৬৭	২ ১০০	৩৬ ৮৬	১৮ ৯০	৭ ৭০	৩৩ ৭০	৫ ১০০	১০ ৬৭	৭ ১০০	৪৭ ৭৭	৪৯ ৭৫	৩ ১০০	২৩৫ ৭৭
পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর জন্য বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে	২ ৫০	- -	৮ ৩৫	- -	- -	৬ ১৪	২ ১০	২ ২০	১৪ ৩০	- -	৫ ৩৩	- -	১৩ ২১	১৬ ২৫	- -	৫৮ ১৯
নিরুত্তর	- -	৩ ৬০	৫ ২২	২ ৩৩	- -	- -	- -	১ ১০	- -	- -	- -	- -	১ ২	- -	- -	১২ ৪
মোট	৪ ১০০	৫ ১০০	২৩ ১০০	৬ ১০০	২ ১০০	৪২ ১০০	২০ ১০০	১০ ১০০	৪৭ ১০০	৫ ১০০	১৫ ১০০	৭ ১০০	৬১ ১০০	৬৫ ১০০	৩ ১০০	৩০৫ ১০০

(একাধিক উত্তরের ভিত্তিতে)

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট উত্তরদাতার বেশির ভাগ (৭৭%) মনে করেন যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ১৯% মনে করেন পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর জন্য সংবাদপত্র যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ৪% উত্তরদাতা কোনো উত্তর দেননি।

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিকদের সবাই মনে করেন যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ছোট ব্যবসায়ী (৯০%), মাঝারি ব্যবসায়ী (৮৬%), শিক্ষার্থী (৭৭%), গৃহিণী (৭৫%), সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি কর্মকর্তা (৭০%) এবং সাংবাদিক ও বেসরকারি কর্মচারীদের (৬৭%) বেশির ভাগও এ কথাই মনে করেন।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, বেশির ভাগ (৭৭%) পাঠকই মনে করেন যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ১৪টি পেশার মধ্যে তিনটি পেশার সব পাঠকই এ কথা মনে করেন। পেশাগুলো হচ্ছে: বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিক। বাকি এগারটি পেশার মধ্যে আটটি পেশার বেশির ভাগ পাঠকও এ কথাই মনে করেন। পেশাগুলো হচ্ছে: ছোট ব্যবসায়ী (৯০%), মাঝারি ব্যবসায়ী (৮৬%), শিক্ষার্থী (৭৭%), গৃহিণী (৭৫%), সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি কর্মকর্তা (৭০%) এবং সাংবাদিক ও বেসরকারি কর্মচারী (৬৭%)।

অন্যদিকে যে সব পাঠক মনে করেন পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর জন্য সংবাদপত্র যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তাদের মধ্যে চিকিৎসকদের হার সবচেয়ে বেশি (৫০%)।

সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার আরো বেড়ে যাচ্ছে মনে করেন কিনা

উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার আরো বেড়ে যাচ্ছে বলে তারা মনে করেন কিনা। এই প্রসঙ্গে প্রাপ্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-৩৪ : উত্তরদাতারা সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার আরো বেড়ে যাচ্ছে মনে করেন কিনা

পেশা ▶	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	শিক্ষক	সাংবাদিক	বড় ব্যবসায়ী	মাঝারি ব্যবসায়ী	ছোট ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মকর্তা	বেসরকারি কর্মকর্তা	সরকারি কর্মচারী	বেসরকারি কর্মচারী	শ্রমিক	শিক্ষার্থী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
বেড়ে যাচ্ছে কিনা ▼	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
বেড়ে যাচ্ছে	২ ৫০	৩ ৬০	১৫ ৬৮	৪ ৮০	২ ১০০	২০ ৪৮	৯ ৪৫	৯ ৯০	২৬ ৭০	৪ ৮০	১০ ৭৭	- -	৩০ ৪৮	৪০ ৬৫	১ ৩৩	১৭৫ ৫৮
বাড়ছে না	২ ৫০	১ ২০	৭ ৩২	১ ২০	- -	২১ ৫০	১০ ৫০	- -	১০ ২৭	১ ২০	৩ ২৩	৪ ৫৭	৩০ ৪৮	১৮ ২৯	২ ৬৭	১১০ ৩৭
জানেন না	- -	১ ২০	- -	- -	- -	১ ২	১ ৫	১ ১০	১ ৩	- -	- -	৩ ৪৩	৩ ৪	৪ ৬	- -	১৫ ৫
মোট	৪ ১০০	৫ ১০০	২২ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৪২ ১০০	২০ ১০০	১০ ১০০	৩৭ ১০০	৫ ১০০	১৩ ১০০	৭ ১০০	৬৩ ১০০	৬২ ১০০	৩ ১০০	৩০০ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট উত্তরদাতার বেশির ভাগ (৫৮%) মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন

হয়রানির হার আরো বেড়ে যাচ্ছে। ৩৭% মনে করেন বাড়ছে না। ৫% উত্তরদাতা বলেছেন, সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার আরো বাড়ছে কি বাড়ছে না তা তারা জানেন না।

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বড় ব্যবসায়ীদের সবাই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার আরো বেড়ে যাচ্ছে। অন্য পেশাগুলোর মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা (৯০%), সাংবাদিক (৮০%), সরকারি কর্মচারী (৮০%), বেসরকারি কর্মচারী (৭৭%), বেসরকারি কর্মকর্তা (৭০%), শিক্ষক (৬৮%), গৃহিণী (৬৫%) ও প্রকৌশলীদের (৬০%) বেশির ভাগও এই কথাই মনে করেন।

সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার বাড়ছে না মনে করেন এমন উত্তরদাতাদের মধ্যে শ্রমিকদের হার সবচেয়ে বেশি (৫৭%)। চিকিৎসক, মাঝারি ব্যবসায়ী ও ছোট ব্যবসায়ীদের মধ্যে অর্ধেক (৫০%) উত্তরদাতাও এই কথাই মনে করেন।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, বেশির ভাগ (৫৮%) পাঠকই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার আরো বেড়ে যাচ্ছে। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী বড় ব্যবসায়ীদের সবাই এই কথা মনে করেন। ১৪টি পেশার মধ্যে ৮টি পেশার বেশির ভাগ উত্তরদাতাও এই কথাই মনে করেন। এই পেশাগুলো হচ্ছে: সরকারি কর্মকর্তা (৯০%), সাংবাদিক (৮০%), সরকারি কর্মচারী (৮০%), বেসরকারি কর্মচারী (৭৭%), বেসরকারি কর্মকর্তা (৭০%), শিক্ষক (৬৮%), গৃহিণী (৬৫%) ও প্রকৌশলী (৬০%)।

অন্যদিকে যে সব পাঠক মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার বাড়ছে না তাদের মধ্যে শ্রমিকদের হার সবচেয়ে বেশি (৫৭%)। চিকিৎসক, মাঝারি ব্যবসায়ী ও ছোট ব্যবসায়ীদের মধ্যে অর্ধেক (৫০%) পাঠকও এই কথাই মনে করেন।

চিত্র-১৩: সংবাদপত্রের যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানি বেড়ে যাচ্ছে মনে করার হার

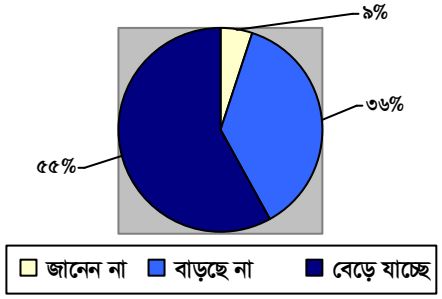

যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশের পরিমাণ সম্পর্কে অভিমত

যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশের পরিমাণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমত জানতে চাওয়া হয়। এই সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-৩৫ : যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশের পরিমাণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমত

পেশা ▶	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	শিক্ষক	সাংবাদিক	বড় ব্যবসায়ী	মাঝারি ব্যবসায়ী	ছোট ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মকর্তা	বেসরকারি কর্মকর্তা	সরকারি কর্মচারী	বেসরকারি কর্মচারী	শ্রমিক	শিক্ষার্থী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
প্রকাশের পরিমাণ ▼	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
খুব বেশি পরিমাণে প্রকাশিত হয়	১ ২৫	১ ২০	৩ ১৪	- -	- -	২ ৫	৩ ১৫	২ ২০	৬ ১৬	১ ২০	৩ ২৩	- -	১২ ১৯	২৬ ৪২	- -	৬০ ২০
যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয়	৩ ৭৫	২ ৪০	১৬ ৭২	৪ ৮০	১ ৫০	৩০ ৭২	১৩ ৬৫	৭ ৭০	২৬ ৭০	৩ ৬০	৯ ৬৯	৫ ৭১	৩১ ৪৯	৩২ ৫২	৩ ১০০	১৮৫ ৬২
কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়	- -	২ ৪০	৩ ১৪	১ ২০	১ ৫০	১০ ২৪	৪ ২০	১ ১০	৫ ১৪	১ ২০	১ ৮	২ ২৯	২০ ৩২	৪ ৬	- -	৫৫ ১৮
মোট	৪ ১০০	৫ ১০০	২২ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৪২ ১০০	২০ ১০০	১০ ১০০	৩৭ ১০০	৫ ১০০	১৩ ১০০	৭ ১০০	৬৩ ১০০	৬২ ১০০	৩ ১০০	৩০০ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট উত্তরদাতার বেশির ভাগ (৬২%) মনে করেন যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয়। ২০% মনে করেন খুব বেশি পরিমাণে প্রকাশিত হয়। ১৮% মনে করেন কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়।

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে সব উত্তরদাতা মনে করেন যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয় সে সব উত্তরদাতার মধ্যে সাংবাদিকদের হার সবচেয়ে বেশি (৮০%)। এক্ষেত্রে অন্য পেশাগুলোর হার যথাক্রমে চিকিৎসক ৭৫%, শিক্ষক ও মাঝারি ব্যবসায়ী ৭২%, শ্রমিক ৭১%, সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি কর্মকর্তা ৭০%, বেসরকারি কর্মচারী ৬৯%, ছোট ব্যবসায়ী ৬৫%, সরকারি কর্মচারী ৬০%, গৃহিণী ৫২%, বড় ব্যবসায়ী ৫০%, শিক্ষার্থী ৪৯% ও প্রকৌশলী ৪০%।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, বেশির ভাগ (৬২%) পাঠকই মনে করেন যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথাযথ

পরিমাণে প্রকাশিত হয়। ১৪টি পেশার মধ্যে ১১টি পেশার বেশির ভাগ পাঠকই এই কথা বলেছেন। পেশাগুলো হচ্ছে: সাংবাদিক (৮০%), চিকিৎসক (৭৫%), শিক্ষক (৭২%), মাঝারি ব্যবসায়ী (৭২%), শ্রমিক (৭১%), সরকারি কর্মকর্তা (৭০%), বেসরকারি কর্মকর্তা (৭০%), বেসরকারি কর্মচারী (৬৯%), ছোট ব্যবসায়ী (৬৫%), সরকারি কর্মচারী (৬০%) ও গৃহিণী (৫২%)। বড় ব্যবসায়ী পাঠকদের অর্ধেকাংশও (৫০%) মনে করেন যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয়। বাকি অর্ধেকাংশ (৫০%) মনে করেন যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে যে সব পাঠক মনে করেন যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে খুব বেশি পরিমাণে প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে গৃহিণী পাঠকদের হার সবচেয়ে বেশি (৪২%)।

যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশের পরিমাণ সম্পর্কে অভিমত

যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশের পরিমাণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমত জানতে চাওয়া হয়। এই সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-৩৬ : যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশের পরিমাণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমত

পেশা ▶	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	শিক্ষক	সাংবাদিক	বড় ব্যবসায়ী	মাঝারি ব্যবসায়ী	ছোট ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মকর্তা	বেসরকারি কর্মকর্তা	সরকারি কর্মচারী	বেসরকারি কর্মচারী	শ্রমিক	শিক্ষার্থী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
প্রকাশের পরিমাণ ▼	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
খুব বেশি পরিমাণে প্রকাশিত হয়	- -	- -	১ ৫	- -	- -	৮ ১৯	১ ৫	১ ১০	২ ৫	- -	১ ৮	- -	৮ ১৩	১২ ১৯	- -	৩৪ ১১
যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয়	২ ৫০	১ ২০	১১ ৫০	২ ৪০	- -	২২ ৫২	১১ ৫৫	৩ ৩০	১৭ ৪৬	২ ৪০	১০ ৭৭	৭ ১০০	২৬ ৪১	৩৮ ৬১	২ ৬৭	১৫৪ ৫২
কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়	২ ৫০	৪ ৮০	১০ ৪৫	৩ ৬০	২ ১০০	১২ ২৯	৮ ৪০	৬ ৬০	১৮ ৪৯	৩ ৬০	২ ১৫	- -	২৯ ৪৬	১২ ১৯	১ ৩৩	১১২ ৩৭
মোট	৪ ১০০	৫ ১০০	২২ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৪২ ১০০	২০ ১০০	১০ ১০০	৩৭ ১০০	৫ ১০০	১৩ ১০০	৭ ১০০	৬৩ ১০০	৬২ ১০০	৩ ১০০	৩০০ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট উত্তরদাতার ৫২% মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয়। ৩৭% মনে করেন কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়। ১১% মনে করেন খুব বেশি পরিমাণে প্রকাশিত হয়।

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শ্রমিকদের সবাই মনে করেন মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয়। বেসরকারি কর্মচারী (৭৭%), গৃহিণী (৬১%), ছোট ব্যবসায়ী (৫৫%) ও মাঝারি ব্যবসায়দের (৫২%) এই কথাই মনে করেন। চিকিৎসক ও শিক্ষকদের মধ্যে অর্ধেক (৫০%) উত্তরদাতাও মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয়।

অন্যদিকে যে সব উত্তরদাতা যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কম পরিমাণে প্রকাশিত হয় মনে করেন তাদের মধ্যে বড় ব্যবসায়ীদের সবাই এই কথা বলেছেন। অন্য পেশাগুলোর মধ্যে প্রকৌশলী (৮০%) এবং সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তা ও সরকারি কর্মচারীদের (৬০%) বেশির ভাগই মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়। চিকিৎসকদের অর্ধেকাংশ (৫০%), বেসরকারি কর্মকর্তাদের প্রায় অর্ধেকাংশ (৪৯%) এবং শিক্ষার্থী (৪৬%), শিক্ষক (৪৫%) ও ছোট ব্যবসায়ীদের (৪০%) উল্লেখযোগ্য অংশ মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, মোট পাঠকের প্রায় অর্ধেক (৫২%) মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয়। তবে পাঠকদের বড় একটি অংশই (৩৭%) মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী ১৪টি পেশার মধ্যে একটি পেশার সব পাঠক মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়। পেশাটি হচ্ছে: বড় ব্যবসায়ী। অন্য পেশাগুলোর মধ্যে চারটি পেশার বেশির ভাগ পাঠকও এই কথা মনে করেন। পেশা চারটি হচ্ছে: প্রকৌশলী (৮০%), সাংবাদিক(৬০%), সরকারি কর্মকর্তা (৬০%) ও সরকারি কর্মচারী (৬০%)। একটি পেশার অর্ধেকাংশ (৫০%) এবং একটি পেশার প্রায় অর্ধেকাংশ (৪৯%) এই কথা মনে করেন। পেশা দু'টি হচ্ছে যথাক্রমে চিকিৎসক ও বেসরকারি কর্মকর্তা। তিনটি পেশার উল্লেখযোগ অংশ মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়। পেশা তিনটি হচ্ছে: শিক্ষার্থী (৪৬%), শিক্ষক (৪৫%) ও ছোট ব্যবসায়ী (৪০%)।

অন্যদিকে একটি পেশার সবাই, চারটি পেশার বেশির ভাগ এবং দু'টি পেশার অর্ধেক পাঠক মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য

সংবাদপত্রে যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয়। পেশাগুলো হচ্ছে যথাক্রমে শ্রমিক, বেসরকারি কর্মচারী (৭৭%), গৃহিণী (৬১%), ছোট ব্যবসায়ী (৫৫%), মাঝারি ব্যবসায়ী (৫২%), চিকিৎসক (৫০%) ও শিক্ষক (৫০%)।

আর চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিকদের কেউ মনে করেন না যে যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে খুব বেশি পরিমাণে প্রকাশিত হয়।

সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না বলে মনে করেন কিনা

এমন একটি ধরনা রয়েছে যে, যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কম প্রকাশিত হওয়ায় যৌন হয়রানিকারীরা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। বিষয়টি যাচাই করার জন্য এই প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের অভিমত জানতে চাওয়া হয়। এই সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-৩৭ : সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না বলে উত্তরদাতারা মনে করেন কিনা

পেশা ▶	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	শিক্ষক	সাংবাদিক	বড় ব্যবসায়ী	মাঝারি ব্যবসায়ী	ছোট ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মকর্তা	বেসরকারি কর্মকর্তা	সরকারি কর্মচারী	বেসরকারি কর্মচারী	শ্রমিক	শিক্ষার্থী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
কুণ্ঠা বোধ করে কিনা ▼	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
কুণ্ঠা বোধ করেন	২ ১০০	৪ ১০০	১০ ১০০	৩ ১০০	২ ১০০	১২ ১০০	৮ ১০০	৬ ১০০	১৮ ১০০	৩ ১০০	২ ১০০	৭ ১০০	২৬ ৯০	১২ ১০০	- -	১০৮ ৯১
কুণ্ঠা বোধ করেন না	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	৩ ১০	- -	১ ১০০	৪ ৩
নিরুত্তর	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	৭ ১০০	- -	- -	- -	৭ ৬
মোট	২ ১০০	৪ ১০০	১০ ১০০	৩ ১০০	২ ১০০	১২ ১০০	৮ ১০০	৬ ১০০	১৮ ১০০	৩ ১০০	২ ১০০	৭ ১০০	২৯ ১০০	১২ ১০০	১ ১০০	১১৯ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট উত্তরদাতার বেশির ভাগ (৯১%) মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিক্ষার্থী ছাড়া বাকি পেশাগুলোর সবাই এবং শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগ (৯০%) মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বেশির ভাগ (৬২%) পাঠকই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য

কম প্রকাশিত হওয়ায় তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী ১৪টি পেশার মধ্যে ১৩টি পেশার সবাই এই কথাই মনে করেন। অন্য পেশাটির (শিক্ষার্থী) বেশির ভাগ (৯০%) পাঠকও একই কথা বলেছেন।

সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয় মনে করেন কিনা

এই গবেষণার আধেয় বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, যৌন হয়রানির ঘটনায় শাস্তি হওয়ার তথ্য খুব কম হারে (১৭%) সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় (টেবিল-১৭)। বিষয়টি যাচাই করার জন্য উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয় বলে তারা মনে করেন কিনা। এই সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-৩৮: উত্তরদাতারা সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয় মনে করেন কিনা

পেশা ▶	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	শিক্ষক	সাংবাদিক	বড় ব্যবসায়ী	মাঝারি ব্যবসায়ী	ছোট ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মকর্তা	বেসরকারি কর্মকর্তা	সরকারি কর্মচারী	বেসরকারি কর্মচারী	শ্রমিক	শিক্ষার্থী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
প্রকাশের ধরন ▼	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
কম প্রকাশিত হয়	৪ ১০০	৫ ১০০	২২ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৩৬ ৮৬	১৯ ৯৫	১০ ১০০	৩৫ ৯৫	৫ ১০০	১৩ ১০০	৬ ৮৬	৫৩ ৮৪	৫২ ৮৪	২ ৬৭	২৬৯ ৯০
যথাযথ পরিমাণ প্রকাশিত হয় না	- -	- -	- -	- -	- -	৬ ১৪	১ ৫	- -	২ ৫	- -	- -	১ ১৪	১০ ১৬	১০ ১৬	১ ৩৩	৩১ ১০
মোট	৪ ১০০	৫ ১০০	২২ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৪২ ১০০	২০ ১০০	১০ ১০০	৩৭ ১০০	৫ ১০০	১৩ ১০০	৭ ১০০	৬৩ ১০০	৬২ ১০০	৩ ১০০	৩০০ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট উত্তরদাতার বেশির ভাগ (৯০%) মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয়। ১০% উত্তরদাতা মনে করেন যথাযথ পরিমাণ প্রকাশিত হয়।

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী ও বেসরকারি কর্মচারীদের সবাই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয়। অন্য পেশাগুলোর বেশির ভাগ উত্তরদাতাও এই কথা মনে করেন। এই ক্ষেত্রে পেশাভিত্তিক উত্তরদাতার হার যথাক্রমে ছোট ব্যবসায়ী ও বেসরকারি কর্মকর্তা (৯৫%), মাঝারি ব্যবসায়ী ও শ্রমিক (৮৬%) এবং গৃহিণী ও শিক্ষার্থী (৮৪%)।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বেশির ভাগ (৯০%) পাঠকই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয়। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ১৪টি পেশার মধ্যে আটটি পেশার সব পাঠকই এই কথাই মনে করেন। পেশাগুলো হচ্ছে: চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বড়

ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী ও বেসরকারি কর্মচারী। বাকি ছ'টি পেশার বেশির ভাগ পাঠকও মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয়। পেশাগুলো হচ্ছে: ছোট ব্যবসায়ী (৯৫%), বেসরকারি কর্মকর্তা (৯৫%), মাঝারি ব্যবসায়ী (৮৬%), শ্রমিক (৮৬%), গৃহিণী (৮৪%) ও শিক্ষার্থী (৮৪%)।

যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ সম্পর্কে অভিমত

যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমত জানতে চাওয়া হয়। উত্তরদাতারা এই প্রসঙ্গে তাদের অভিমত জানাতে গিয়ে মূলত চারটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। বিষয় চারটি হচ্ছে:

এক. নারীকে দুর্বল, অসহায় ও ভোগের পণ্য মনে করা।

দুই. যৌন হয়রানিকে এক ধরনের রোমান্টিকতা মনে করার প্রবণতা।

তিন. যৌন হয়রানি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ সে ব্যাপারে সচেতনতার অভাব।

চার. যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও এই ব্যাপারে আইন প্রয়োগের অভাব এবং শাস্তি বিধান খুব সামান্য হওয়া।

এর বাইরেও অন্য কিছু বিষয়কে উত্তরদাতারা চিহ্নিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রাপ্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-৩৯ : যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অভিমত

পেশা ▶	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	শিক্ষক	সাংবাদিক	বড় ব্যবসায়ী	মাঝারি ব্যবসায়ী	ছোট ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মকর্তা	বেসরকারি কর্মকর্তা	সরকারি কর্মচারী	বেসরকারি কর্মচারী	শ্রমিক	শিক্ষার্থী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
ঘটনা ঘটার কারণ ▼	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
নারীকে দুর্বল, অসহায় ও ভোগের পণ্য মনে করা	- -	- -	১ ৩	- -	- -	৪ ৫	৪ ১৭	- -	৩ ৭	১ ১৭	- -	৬ ৮৬	১০ ১৫	২২ ৩১	১ ১৪	৫২ ১৩
যৌন হয়রানিকে এক ধরনের রোমান্টিকতা মনে করার প্রবণতা	- -	- -	৩ ৯	- -	- -	৩ ৪	২ ৯	- -	২ ৫	- -	১ ৪	- -	৪ ৬	২ ৩	২ ২৯	১৯ ৫
যৌন হয়রানি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ সে ব্যাপারে সচেতনতার অভাব	১ ২০	২ ৩৩	১২ ৩৪	৩ ৩৩	- -	২০ ২৭	৮ ৩৫	৫ ৩১	১৯ ৪৮	১ ১৭	১১ ৪৮	- -	২১ ৩১	১৬ ২২	৩ ৪৩	১২২ ৩১
যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও এই ব্যাপারে আইন প্রয়োগের অভাব এবং শাস্তি বিধান খুব সামান্য হওয়া	৪ ৮০	৩ ৫০	১৮ ৫১	৫ ৫৫	২ ১০০	২৩ ৩১	৯ ৩৯	১০ ৬৩	১৬ ৪০	৪ ৬৬	১১ ৪৮	১ ৪	৩২ ৪৭	২৯ ৪০	১ ১৪	১৬৮ ৪৩
অন্যান্য	- -	১ ১৭	১ ৩	১ ১২	- -	২৪ ৩২	- -	১ ৬	- -	- -	- -	- -	১ ১	৩ ৪	- -	৩২ ৮
মোট	৫ ১০০	৬ ১০০	৩৫ ১০০	৯ ১০০	২ ১০০	৭৪ ১০০	২৩ ১০০	১৬ ১০০	৪০ ১০০	৬ ১০০	২৩ ১০০	৭ ১০০	৬৮ ১০০	৭২ ১০০	৭ ১০০	৩৯৩ ১০০

(একাধিক উত্তরের ভিত্তিতে)

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট উত্তরদাতার সবচেয়ে বড় অংশটি (৪৩%) মনে করেন যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও এই ব্যাপারে আইন প্রয়োগের অভাব এবং শাস্তি বিধান খুব সামান্য হওয়াই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ। ৩১% উত্তরদাতা মনে করেন যৌন হয়রানি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ সে ব্যাপারে সচেতনতার অভাব রয়েছে। ১৩% উত্তরদাতার মতে নারীকে দুর্বল, অসহায় ও ভোগের পণ্য মনে করা যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ। ৫% উত্তরদাতার মতে যৌন হয়রানিকে এক ধরনের রোমান্টিকতা মনে করার প্রবণতাই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ।

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বড় ব্যবসায়ীদের সবাই মনে করেন যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও এই ব্যাপারে আইন প্রয়োগের অভাব এবং শাস্তি বিধান খুব সামান্য হওয়াই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ। চিকিৎসক (৮০%), সরকারি কর্মচারী (৬৬%), সরকারি কর্মকর্তা (৬৩%), সাংবাদিক (৫৫%) ও শিক্ষকদের (৫১%) বেশির ভাগও এই কথাই মনে করেন।

যৌন হয়রানি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ সে ব্যাপারে সচেতনতার অভাব রয়েছে বলেই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটছে মনে করেন এমন উত্তরদাতাদের মধ্যে বেসরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি কর্মচারীদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি (৪৮%)। এই ক্ষেত্রে অন্য পেশার উত্তরদাতাদের হার যথাক্রমে ছোট ব্যবসায়ী ৩৫%, শিক্ষক ৩৪%, প্রকৌশলী ও সাংবাদিক ৩৩%, সরকারি কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থী ৩১%, মাঝারি ব্যবসায়ী ২৭%, গৃহিণী ২২%, চিকিৎসক ২০% ও সরকারি কর্মচারী ১৭%।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্র পাঠকদের সবচেয়ে বড় অংশটি (৪৩%) মনে করেন যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও এই ব্যাপারে আইন প্রয়োগের অভাব এবং শাস্তি বিধান খুব সামান্য হওয়াই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ। পাঠকদের উল্লেখযোগ একটি অংশ (৩১%) মনে করেন যৌন হয়রানি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ সে ব্যাপারে সচেতনতার অভাব রয়েছে। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ১৪টি পেশার মধ্যে বড় ব্যবসায়ীদের সবাই মনে করেন যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও এই ব্যাপারে আইন প্রয়োগের অভাব এবং শাস্তি বিধান খুব সামান্য হওয়াই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ। বাকি পেশাগুলোর মধ্যে পাঁচটি পেশার বেশির ভাগ পাঠকও এই কথা মনে করেন। এই পেশাগুলো হচ্ছে: চিকিৎসক (৮০%), সরকারি কর্মচারী (৬৬%), সরকারি কর্মকর্তা (৬৩%), সাংবাদিক (৫৫%) ও শিক্ষক (৫১%)। যে সব পাঠক যৌন হয়রানি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ সে ব্যাপারে সচেতনতার অভাব রয়েছে বলেই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটছে মনে করেন তাদের মধ্যে বেসরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি কর্মচারীদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি (৪৮%)। নারীকে দুর্বল, অসহায় ও ভোগের পণ্য মনে করা যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ মনে করেন এমন পাঠকদের মধ্যে শ্রমিকদের হার সবচেয়ে বেশি (৮৬%)। তবে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা ও

বেসরকারি কর্মচারীদের করো মতেই নারীকে দুর্বল, অসহায় ও ভোগের পণ্য মনে করা যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার নয়। শিক্ষক, মাঝারি ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী, বেসরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও গৃহিণী পাঠকদের ক্ষুদ্র অংশর মতে, যৌন হয়রানিকে এক ধরনের রোমান্টিকতা মনে করার প্রবণতাই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ। কিন্তু চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিকদের কেউই এই কথা মনে করেন না।

পাঠকদের একটি অংশ (৮%) যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার আরো কিছু কারণ পাঠকরা চিহ্নিত করেছেন। এই সব কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হলো:

এক. নারীদের পর্দানশীলতার অভাব।
দুই. মেয়েদের উশৃঙ্খল পোষক।
তিন. পাশ্চত্য সংস্কৃতির প্রভাব।
চার. আগে মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।
পাঁচ. মেয়েদের উশৃঙ্খল চলাফেরা।
ছয়. মেয়েদের আরো সচেতন হতে হবে।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে মনে করেন কিনা

উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে মনে করেন কিনা। এই প্রসঙ্গে প্রাপ্ত তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-৪০ : উত্তরদাতারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে মনে করেন কিনা

পেশা ▶	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	শিক্ষক	সাংবাদিক	বড় ব্যবসায়ী	মাঝারি ব্যবসায়ী	ছোট ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মকর্তা	বেসরকারি কর্মকর্তা	সরকারি কর্মচারী	বেসরকারি কর্মচারী	শ্রমিক	শিক্ষার্থী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
যথাযথ ভূমিকা পালন করছে কিনা ▼	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
পালন করছে	২ ৫০	১ ২০	৯ ৪০	১ ২০	২ ১০০	২৬ ৬২	১২ ৬০	৫ ৫০	১৭ ৪৬	৪ ৮০	৮ ৬২	৫ ৭১	২৮ ৪৪	৩৬ ৫৮	২ ৬৭	১৫৮ ৫৩
পালন করছে না	২ ৫০	৪ ৮০	১৩ ৬০	৪ ৮০	- -	১৬ ৩৮	৮ ৪০	৫ ৫০	২০ ৫৪	১ ২০	৫ ৩৮	২ ২৯	৩৫ ৫৬	২৬ ৪২	১ ৩৩	১৪২ ৪৭
মোট	৪ ১০০	৫ ১০০	২২ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৪২ ১০০	২০ ১০০	১০ ১০০	৩৭ ১০০	৫ ১০০	১৩ ১০০	৭ ১০০	৬৩ ১০০	৬২ ১০০	৩ ১০০	৩০০ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট উত্তরদাতার বেশির ভাগ (৫৩%) মনে করেন যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে। তবে ৪৭% উত্তরদাতা মনে করেন যথাযথ ভূমিকা পালন করছে না।

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে না মনে করেন তাদের মধ্যে প্রকৌশলী ও সাংবাদিকদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি (৮০%)। এছাড়া শিক্ষক (৬০%), শিক্ষার্থী (৫৬%) ও বেসরাকারী কর্মকর্তাদের (৫৪%) বেশির ভাগও এই কথা মনে করেন। চিকিৎসক ও সরকারি কর্মকর্তাদের অর্ধেকাংশও (৫০%) এই কথাই মনে করেন।

বিপরীত দিকে বড় ব্যবসায়ীদের সবাই মনে করেন যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া সরকারি কর্মচারী (৮০%), শ্রমিক (৭১%), মাঝারি ব্যবসায়ী ও বেসরকারি কর্মচারী (৬২%), ছোট ব্যবসায়ী (৬০%) ও গৃহিণীদের (৫৮%) বেশির ভাগও এই কথা মনে করেন।

সার্বিক বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্র পাঠকদের বেশির ভাগই (৫৩%) মনে করেন মনে করেন যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে। তবে পাঠকদের বড় একটি অংশ (৪৭%) মনে করেন যথাযথ ভূমিকা পালন করছে না। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ১৪টি পেশার মধ্যে পাঁচটি পেশার বেশির ভাগ পাঠক মনে করেন যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে না। পেশাগুলো হচ্ছে প্রকৌশলী (৮০%), সাংবাদিক (৮০%), শিক্ষক (৬০%), শিক্ষার্থী (৫৬%) ও বেসরাকারী কর্মকর্তা (৫৪%)। চিকিৎসক ও সরকারি কর্মকর্তাদের অর্ধেকাংশও (৫০%) এই কথাই মনে করেন। আর বড় ব্যবসায়ীদের সবাই এবং সরকারি কর্মচারী (৮০%), শ্রমিক (৭১%), মাঝারি ব্যবসায়ী (৬২%), বেসরকারি কর্মচারী (৬২%), ছোট ব্যবসায়ী (৬০%) ও গৃহিণীদের (৫৮%) বেশির ভাগ মনে করেন যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে।

চিত্র-১৪: যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে মনে করার হার

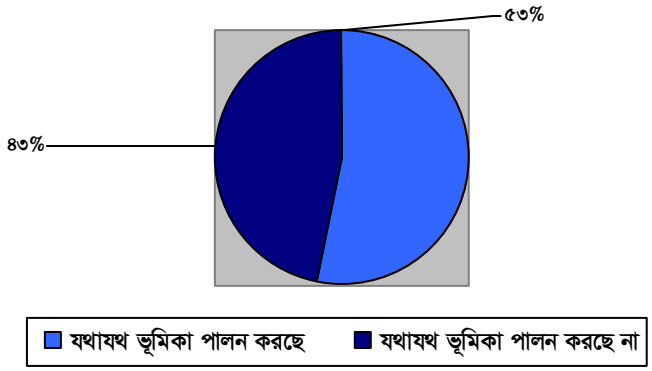

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র কী করতে পারে

উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল সংবাদপত্র কী করতে পারে। মোট ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৩১জন (৪৪%) উত্তরদাতা এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৮ জন (২১%) বলেছেন সংবাদপত্রগুলোর উচিত যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির তথ্য বেশি প্রচার করা। ২৫ জনের (১৯%) মতে, যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরগুলোর ফলো-আপ খবর প্রকাশ করা উচিত। ২১ জন (১৬%) মনে করেন, যৌন হয়রানি যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ সে সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও আরো বেশ কিছু পরামর্শ উত্তরদাতারা দিয়েছেন। এই সব পরামর্শের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিচে তুলে ধরা হলো:

এক. যৌন হয়রানির খবরগুলোর উপস্থাপনায় আরো গুরুত্ব দিতে হবে।

দুই. যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগে সংশ্লিষ্টদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

তিন. প্রত্যন্ত অঞ্চলের যৌন হয়রানির খবর বেশি প্রকাশ করা উচিত।

চার. যৌন হয়রানি বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য খবরের পাশাপাশি সম্পাদকীয় ও ফিচারসহ অন্যান্য তথ্যও বেশি প্রকাশ করতে হবে।

পাঁচ. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরে এমন কিছু থাকা উচিত যাতে তা পড়ে যৌন হয়রানিকারীরা এই অপরাধ করতে ভয় পায়।

ছয়. যৌন হয়রানির প্রকৃত তথ্যই প্রকাশ করা উচিত। এই সংক্রান্ত খবর যেন অতিরঞ্জিত না করা হয়।

উত্তরদাতাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

উপরে উত্তরদাতাদের মতামতের ভিত্তিতে মূল তথ্যসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। নিচে এই উত্তরদাতা অর্থাৎ যাদের অভিমত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হচ্ছে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে উত্তরদাতাদের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা।

উত্তরদাতাদের বয়সভিত্তিক বিভাজন

উত্তরদাতাদের বয়সভিত্তিক বিভাজনের তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-৪১ : উত্তরদাতাদের বয়সভিত্তিক বিভাজন

পেশা ▶	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	শিক্ষক	সাংবাদিক	বড় ব্যবসায়ী	মাঝারি ব্যবসায়ী	ছোট ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মকর্তা	বেসরকারি কর্মকর্তা	সরকারি কর্মচারী	বেসরকারি কর্মচারী	শ্রমিক	শিক্ষার্থী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
বয়স▼	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
১৫ বছরের কম	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	১ ১	- -	- -	১ ০.৩৩
১৫ থেকে ২০ বছর	- -	- -	- -	- -	- -	- -	১ ৫	- -	- -	- -	- -	- -	১৫ ২৪	২ ৩	- -	১৮ ৬
২১ থেকে ২৫ বছর	- -	১ ২০	১ ৫	২ ৪০	- -	- -	২ ১০	- -	১ ৩	- -	১ ৮	৫ ৭১	৩৫ ৫৬	৩ ৫	- -	৫১ ১৭
২৬ থেকে ৩০ বছর	২ ৫০	২ ৪০	৫ ২২	৩ ৬০	- -	১০ ২৪	৫ ২৫	১ ১০	১৬ ৪৩	- -	- -	২ ২৯	১২ ১৯	১৮ ২৯	- -	৭৬ ২৫
৩১ থেকে ৩৫ বছর	২ ৫০	২ ৪০	১০ ৪৫	- -	- -	১০ ২৪	৬ ৩০	৪ ৪০	১০ ২৭	১ ২০	৭ ৫৩	- -	- -	২০ ৩২	১ ৩৩	৭৩ ২৪
৩৬ থেকে ৪০ বছর	- -	- -	৩ ১৪	- -	- -	১০ ২৪	- -	২ ২০	৮ ২২	২ ৪০	৩ ২৩	- -	- -	৭ ১১	১ ৩৩	৩৬ ১২
৪১ থেকে ৪৫ বছর	- -	- -	১ ৫	- -	২ ১০০	১০ ২৪	৩ ১৫	- -	২ ৫	১ ২০	১ ৮	- -	- -	৭ ১১	- -	২৭ ৯
৪৬ থেকে ৫০ বছর	- -	- -	২ ৯	- -	- -	২ ৪	১ ৫	১ ১০	- -	- -	- -	- -	- -	৩ ৫	- -	৯ ৩
৫১ থেকে ৫৫ বছর	- -	- -	- -	- -	- -	- -	১ ৫	- -	- -	১ ২০	- -	- -	- -	১ ২	- -	৩ ১
৫৫ বছরের বেশি	- -	- -	- -	- -	- -	- -	১ ৫	২ ২০	- -	- -	১ ৮	- -	- -	১ ২	১ ৩৩	৬ ২
মোট	৪ ১০০	৫ ১০০	২২ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৪২ ১০০	২০ ১০০	১০ ১০০	৩৭ ১০০	৫ ১০০	১৩ ১০০	৭ ১০০	৬৩ ১০০	৬২ ১০০	৩ ১০০	৩০০ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোট উত্তরদাতাদের ক্রমানুপাতিক হার অনুযায়ী ২৫% এর বয়স ২৬ থেকে ৩০ বছর, ২৪% এর বয়স ৩১ থেকে ৩৫ বছর, ১৭% এর বয়স ২১ থেকে ২৫ বছর, ১২% এর বয়স ৩৬ থেকে ৪০ বছর, ৯% এর বয়স ৪১ থেকে ৪৫ বছর, ৬% এর বয়স ১৫ থেকে ২০ বছর, ৩% এর বয়স ৪৬ বছর, ২% এর বয়স ৫৫ বছরের বেশি এবং ১% এর বয়স ৫১ থেকে ৫৫ বছর।

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সী উত্তরদাতাদের মধ্যে সাংবাদিকদের হার সবচেয়ে বেশি (৬০%)। এ ক্ষেত্রে অন্য পেশাগুলোর উত্তরদাতার হার যথাক্রমে চিকিৎসক ৫০%, বেসরকারি কর্মকর্তা ৪৩%, প্রকৌশলী ৪০%, শ্রমিক ও গৃহিণী ২৯%, ছোট ব্যবসায়ী ২৫%, মাঝারি ব্যবসায়ী ২৪%, শিক্ষক ২২%, শিক্ষার্থী ১৯% এবং সরকারি কর্মকর্তা ১০%।

৩১ থেকে ৩৫ বছর বয়সী উত্তরদাতাদের মধ্যে বেসরকারি কর্মচারীদের হার সবচেয়ে বেশি (৫৩%)। এ ক্ষেত্রে অন্য পেশাগুলোর উত্তরদাতার হার যথাক্রমে চিকিৎসক ৫০%, শিক্ষক ৪৫%, প্রকৌশলী ও সরকারি কর্মকর্তা ৪০%, গৃহিণী ৩২%, ছোট ব্যবসায়ী ৩০%, বেসরকারি কর্মকর্তা ২৭%, মাঝারি ব্যবসায়ী ২৪% ও সরকারি কর্মচারী ২০%।

২১ থেকে ২৫ বছর বয়সী উত্তরদাতাদের মধ্যে শ্রমিকদের হার সবচেয়ে বেশি (৭১%)। এ ক্ষেত্রে অন্য পেশাগুলোর উত্তরদাতার হার যথাক্রমে শিক্ষার্থী ৫৬%, সাংবাদিক ৪০%, প্রকৌশলী ২০%, ছোট ব্যবসায়ী ১০%, বেসরকারি কর্মচারী ৮%, গৃহিণী ও শিক্ষক ৫% এবং বেসরকারি কর্মকর্তা ৩%।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, এই গবেষণায় যে সব পাঠকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তাদের বেশির ভাগের (৬৬%) বয়স ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তবে এদের মধ্যে ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সী পাঠকের হার কিছুটা বেশি (২৫%)। আর ৫০ বছরের বেশি (৩%) এবং ১৫ বছরের কম (০.৩৩%) বয়সী পাঠকের হার বেশ কম। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সী উত্তরদাতাদের মধ্যে সাংবাদিকদের হার সবচেয়ে বেশি (৬০%)। ৩১ থেকে ৩৫ বছর বয়সী উত্তরদাতাদের মধ্যে বেসরকারি কর্মচারীদের হার সবচেয়ে বেশি (৫৩%)। ২১ থেকে ২৫ বছর বয়সী উত্তরদাতাদের মধ্যে শ্রমিকদের হার সবচেয়ে বেশি (৭১%)।

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য নিচের টেবিলে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল-৪২ : উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

পেশা ▶	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	শিক্ষক	সাংবাদিক	বড় ব্যবসায়ী	মাঝারি ব্যবসায়ী	ছোট ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মকর্তা	বেসরকারি কর্মকর্তা	সরকারি কর্মচারী	বেসরকারি কর্মচারী	শ্রমিক	শিক্ষার্থী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
শিক্ষাগত যোগ্যতা ▼	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)	(সংখ্যা) (%)
এসএসসি'র কম	- -	- -	- -	- -	- -	- -	১ ৫	- -	- -	১ ১০	- -	৪ ৫৭	৩ ৫	৭ ১১	- -	১৬ ৫
এসএসসি	- -	- -	- -	- -	- -	- -	৫ ২৫	- -	১ ৩	- -	- -	৩ ৪৩	৫ ৮	১০ ১৬	- -	২৪ ৯
এইচএসসি	- -	- -	- -	- -	১ ৫০	২০ ৪৮	৯ ৪৫	- -	৪ ১১	- -	১ ৮	- -	৮ ১২	২০ ৩২	১ ৩৩	৬৪ ২১
স্নাতক	১ ২৫	২ ৪০	১২ ৫৪	৫ ১০০	- -	১৮ ৪৩	৫ ২৫	৪ ৪০	১৮ ৪৯	১ ২০	৭ ৫৪	- -	৪২ ৬৭	২০ ৩২	১ ৩৩	১৩৬ ৪৫
স্নাতকোত্তর	৩ ৭৫	৩ ৬০	৯ ৪১	- -	১ ৫০	৪ ৯	- -	৬ ৬০	১৪ ৩৭	৩ ৮০	৫ ৩৮	- -	৫ ৮	৫ ৮	১ ৩৩	৫৯ ২০
অন্যান্য	- -	- -	১ ৫	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	১ ০.৩৩
মোট	৪ ১০০	৫ ১০০	২২ ১০০	৫ ১০০	২ ১০০	৪২ ১০০	২০ ১০০	১০ ১০০	৩৭ ১০০	৫ ১০০	১৩ ১০০	৭ ১০০	৬৩ ১০০	৬২ ১০০	৩ ১০০	৩০০ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে থেকে মোট উত্তরদাতাদের ক্রমানুপাতিক হার অনুযায়ী ৪৫% স্নাতক পাশ, ২১% এইচএসসি পাশ, ২০% স্নাতকোত্তর, ৯% এসএসসি পাশ এবং ৫% উত্তরদাতা এসএসসি পাশ করেননি।

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাংবাদিকদের মধ্যে সবাই স্নাতক। এ ক্ষেত্রে অন্য পেশাগুলোর উত্তরদাতার হার যথাক্রমে শিক্ষার্থী ৬৭%, শিক্ষক ও বেসরকারি কর্মচারী ৫৪%, বেসরকারি কর্মকর্তা ৪৯%, মাঝারি ব্যবসায়ী ৪৩%, প্রকৌশলী ও সরকারি কর্মকর্তা ৪০%, গৃহিণী ৩২%, চিকিৎসক ও ছোট ব্যবসায়ী ২৫% এবং সরকারি কর্মচারী ২০%।

এইচএসসি পাশ উত্তরদাতার হার যথাক্রমে বড় ব্যবসায়ী ৫০%, মাঝারি ব্যবসায়ী ৪৮%, ছোট ব্যবসায়ী ৪৫%, গৃহিণী ৩২%, শিক্ষার্থী ১২%, বেসরকারি কর্মকর্তা ১১% এবং বেসরকারি কর্মচারী ৮%।

চিকিৎসকদের মধ্যে বেশির ভাগ (৭৫%) উত্তরদাতা স্নাতকোত্তর। এ ক্ষেত্রে অন্য পেশাগুলোর উত্তরদাতার হার যথাক্রমে প্রকৌশলী, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৬০%, বড় ব্যবসায়ী ৫০%, শিক্ষক ৪১%, বেসরকারি কর্মচারী ৩৮%, বেসরকারি কর্মকর্তা ৩৭%, মাঝারি ব্যবসায়ী ৯% এবং শিক্ষার্থী ও গৃহিণী ৮%।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, এই গবেষণায় যে সব পাঠকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তাদের বেশির ভাগের (৮৬%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি থেকে স্নাতকোত্তর। তবে স্নাতক পাঠকের হার সবচেয়ে বেশি (৪৫%)। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী সাংবাদিকদের মধ্যে সবাই স্নাতক। শিক্ষার্থী (৬৭%) এবং শিক্ষক ও বেসরকারি কর্মচারীদের (৫৪%) বেশিভাগও স্নাতক। অন্যদিকে চিকিৎসক (৭৫%) এবং প্রকৌশলী, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী (৬০%) পাঠকদের মধ্যে বেশির ভাগ স্নাতকোত্তর। আর বড় ব্যবসায়ী পাঠকদের অর্ধেক স্নাতকোত্তর এবং বাকি অর্ধেক এইচএসসি পাশ।

গ. সাংবাদিকদের অভিমত:

এই পর্যায়ে যৌন হয়রানি সম্পর্কে সাংবাদিকদের অভিমত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত এই গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ডেপথ্ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সাংবাদিকদের অভিমত সংগ্রহ করা হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ৭টি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিটি থেকে একজন করে মোট সাতজন নীতি-নির্ধারক পর্যায়ের সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত সাংবাদিকরা হলেন: দি ইনডিপেনডেন্টের সম্পাদক জনাব মাহবুবুল আলম, প্রথম আলোর সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান, দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেন, আমাদের সময়ের সম্পাদক জনাব নাইমুল ইসলাম খান, যুগান্তরের নির্বাহী সম্পাদক জনাব সাইফুল আলম, সমকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক জনাব আবু সাঈদ খান ও দি ডেইলি স্টারের মফস্বল বার্তা সম্পাদক জনাব রিয়াজ আহমেদ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য সাংবাদিকদের কাছে আটটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

এক. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র কি কোনো নীতিমালা মেনে চলে?

দুই. নীতিমালা মেনে চললে মূল নীতিগুলো কী অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

তিন. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র কি এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে?

চার. একই কারণে সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম ইত্যাদি প্রকাশের হারও কি বাড়িয়েছে?

পাঁচ. গণমাধ্যমে অতিপ্রচার যৌন হয়রানির মত অপরাধ কি বাড়িয়ে দিতে পারে? আপনার মতামত কী?

ছয়. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কি যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয়?

সাত. ছয় নম্বর প্রশ্নের উত্তর না হলে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় কি তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না? আপনার মতামত কী?

আট. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের বর্তমান ধারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কী ভূমিকা পালন করছে বলে আপনি মনে করেন?

উপরোক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে সাংবাদিকদের অভিমত নিচে তুলে ধরা হলো:

মাহবুবুল আলম

সম্পাদক

দি ইনডিপেনডেন্ট

এক. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা নীতিমালা মেনে চলি। কিন্তু সেটা কোনো লিখিত নীতিমালা নয়।

দুই. ভিক্টিমের নাম ও ছবি প্রকাশ করা থেকে আমরা বিরত থাকি। এটাই আমাদের মূলনীতি।

তিন. আমরা চাই না আমাদের দেশে এই রকম অন্যায়-অবিচার হোক। তাই জনগণকে সচেতন করার জন্য আমরা এই ধরনের সংবাদ প্রকাশে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি এবং যারা সরকারের নীতিনির্ধারক আছেন তারা যেন এই বিষয়গুলো কঠোর হস্তে দমন করেন সেজন্য আমরা এই ধরনের সংবাদ উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি ।

চার. হ্যাঁ, সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যই আমরা কলাম, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সম্পাদকীয় প্রকাশের হার বাড়িয়েছি ।

পাঁচ. না, আমরা অতিপ্রচার করি না। আমরা যেটুকু করি জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য করে থাকি।

ছয়. যৌনহয়রানীকারিদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয়। তবে তথ্যের অভাবে মাঝে মাঝে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না ।

সাত. ভাল পরিবারের যৌনহয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য প্রকাশিত হলে সে হয়তো আবার এই অপরাধ করতে কুণ্ঠাবোধ করে। কিন্তু পেশাদার বখাটেদের নাম প্রকাশিত হলে তারা অপরাধের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

আট. তথ্য প্রকাশের বর্তমান ধারা যৌনহয়রানি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণেই যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আইন তৈরি হয়েছে।

মতিউর রহমান

সম্পাদক

প্রথম আলো

এক. শুধু যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশে নয়, প্রথম আলোয় নারী ইস্যুভিত্তিক লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে লিখিত নীতিমালা রয়েছে। এই নীতিমালা প্রণয়নের সময় আমরা বিশ্ববিখ্যাত সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নীতিমালাগুলো দেখেছি। এ দেশের বেশ ক'জন মানবাধিকারকর্মী এবং আইনজীবীর সঙ্গেও পরামর্শ করেছি। আমরা চেষ্টা করি সেই নীতিমালা যথাসম্ভব মেনে চলার।

দুই. সাধারণভাবে আমরা ধর্ষণের শিকার কোনো নারীর নাম, পরিচয়, ছবি প্রকাশ করি না। তবে ধর্ষণের শিকার নারী যদি মৃত হন, তখন কখনো কখনো তাঁর ছবি প্রকাশ করা হয়। ধর্ষণের প্রতিবেদন রচনায় এবং সম্পাদনায় অতিরিক্ত সচেতনতা নেয়ার চেষ্টা করা হয়। যাতে কোনো শব্দ বা বাক্যে বা বর্ণনায় অরুচির প্রকাশ না পায়। 'ধর্ষিতা' শব্দটির বদলে যথাসম্ভব 'ধর্ষণের শিকার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

শুধু ধর্ষণের ঘটনায় নয়, আমরা চেষ্টা করি অনেক ক্ষেত্রে যৌন হয়রানির ঘটনার শিকার মেয়েটির নাম, পরিচয়, ছবি আড়াল করে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে। আমাদের সমাজ, আমাদের বাস্তবতা বিচার করে এই ধরনের সিদ্ধান্ত আমরা নেই।

তিন. একটি ঘটনায় যখন সংবাদ উপাদান থাকে তখনই তো তা প্রকাশ করা হয়। আর যে কোনো নেতিবাচক ঘটনাকে প্রতিরোধ করার জন্য সংবাদপত্র সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় বা বিশেষ লেখা গুরুত্ব সহকারে ছাপে। কারণ সংবাদপত্র যে চারটি কাজ করে তার মধ্যে তিনটিই হচ্ছে পাঠককে অবহিত করা, জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা এবং উদ্বুদ্ধ বা মতামত গঠন করা।

চার. যখন পর পর সংবাদপত্রে একটি বিষয় খবর হয়ে আসতে থাকে তখন তার নানা দিক বিশ্লেষণ করে সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশ পায়। যৌন হয়রানি প্রতিরোধে প্রথম আলোতে একাধিকবার আমরা গোল টেবিলের আয়োজনও করেছি। বিশেষজ্ঞজন, মানবাধিকারকর্মী, আইনজীবী, গবেষক এ রকম নানা পেশার নানা ক্ষেত্রের মানুষদের একসাথে করে তাঁদের বক্তব্য শুনেছি এবং প্রতিবেদন প্রকাশের পরও বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছি।

পাঁচ. যদি কোনো ঘটনা ঘটে, তার মধ্যে সংবাদমূল্য থাকে এবং সংবাদমাধ্যম যদি সেই 'সংবাদ' সঠিকভাবে প্রকাশ করে তবে তা অতিপ্রচার হবার কারণ নেই। বরং এ রকম ঘটনা ঘটেছে যে ১২ বছরের একটি কিশোরী মাকে দোররা মারা হবে এ রকম খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ করার পর মানবাধিকার কর্মী এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সেই অনাকাঙ্খিত ঘটনাটি আর ঘটে নি। বরং সেই কিশোরী মা এবং তাঁর সন্তান পেয়েছে নিরাপদ জীবন।

ছয়. আগের চেয়ে এই সংখ্যা বাড়ছে। তবে এখনো এক্ষেত্রে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। আমরা চেষ্টা করেছি ইয়াসমিনের নির্যাতনকারীদের বিচারের খবর ও ছবি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে ছাপতে। হেনার ঘটনাতেও আমরা দোষীদের তথ্যপ্রকাশ করে ফলোআপ প্রতিবেদন করেছি। যখনই কোনো এসিডনিক্ষেপকারীর নাম, পরিচয় আমরা নিশ্চিত হয়ে জেনেছি, তখনই তা ছেপেছি। তবে এটা ঠিক নির্যাতনকারীদের তথ্য প্রকাশের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।

সাত. শুধু তথ্য প্রকাশ হলেই তো অপরাধ কমে যায় না, অপরাধীর শাস্তি হতে হয়। বারবার তথ্য প্রকাশ করার পরও অপরাধী ধরা পড়ে না। শাস্তি হয় না। তবে এটা ঠিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে সামাজিক প্রতিরোধ নিশ্চয়ই গড়ে ওঠে।

আট. সংবাদপত্রে বারবার তথ্য প্রকাশের কারণে প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রেই সচেতন হয়। অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবক্ষেত্রেই বাড়ে সচেতনতা। আমরা দেখেছি সংবাদপত্রে খবর দেখে শিক্ষামন্ত্রী ঘটনাস্থলে গেছেন, দোষীদের গ্রেফতার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আলোচিত ঘটনাগুলোর ফলোআপে দেখা গেছে, দোষীরা ধরাও পড়েছে। এগুলো নিশ্চয়ই দৃষ্টান্ত হয়ে কাজ করে। তবে সংবাদপত্রের খবর, মানবাধিকারকর্মীদের নানা কর্মকাণ্ড এবং প্রশাসনের সঠিক হস্তক্ষেপ সবগুলো ধাপ যদি সমন্বিতভিত্তিতে চলে তবে নিশ্চয়ই আরো ভালো ফল পাওয়া যাবে।

আনোয়ার হোসেন
সম্পাদক
দৈনিক ইত্তেফাক

এক. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের পত্রিকার নিজস্ব কিছু নীতিমালা আছে। আমরা সেগুলো মেনে চলি।

দুই. এই নীতিমালা অনুযায়ী আমরা যৌন হয়রানি বিষয়ক সংবাদ সাধারণত এড়িয়ে চলি । এই ধরনের সংবাদ প্রকাশে আমরা অনিচ্ছুক।

তিন. আমরা এনজিওভিত্তিক কোন পত্রিকা নই। তাই আমরা এই ধরনের সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্ব দিচ্ছি না ।

চার. অন্যান্য পত্রিকা বাড়িয়ে থাকতে পারে। যৌন হয়রানির বিষয়টিকে আমরা বিশেষ কোনো গুরুত্ব দিচ্ছি না।

পাঁচ. যৌন হয়রানির বিষয়ক খবর প্রকাশের জন্য যৌন হয়রানির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। তাই আমরা এই ধরনের সংবাদ প্রকাশ করি না।

ছয়. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য প্রকাশ হওয়া উচিৎ নয়। তবে এই ধরনের তথ্য প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে।

সাত. যৌন হয়রানি বিষয়ক সংবাদ বেশি প্রকাশের ফলে এই ধরনের অপরাধ বেড়ে যায়।

আট. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের বর্তমান ধারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কোন ভূমিকা পালন করছে না। বরং যৌন হয়রানি আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

নাইমুল ইসলাম খান
সম্পাদক
আমাদের সময়

এক. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের আলাদা কোনো নীতিমালা নেই। তবে আমাদের সামগ্রিক কিছু নীতিমালা আছে যার মাধ্যমে এটাও পূরণ হয়।

দুই. না, আগেই বলেছি যৌন হয়রানিমূলক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের আলাদা কোনো নীতিমালা নেই।

তিন. সংবাদপত্রের কাটতি বাড়ানোর জন্য এই জাতীয় খবর গ্ল্যামারাস করে এবং ফলাও করে উপস্থাপন করা হয়।

চার. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের কারণে সংবাদপত্রের কাটতি বাড়ে ঠিকই, তবে সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেও এ ধরনের খবরের পাশাপাশি ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে সম্পাদকীয়, কলাম ইত্যাদি প্রকাশের হার বেড়েছে।

পাঁচ. গণমাধ্যমে অতিপ্রচারের কারণে যৌন হয়রানির মত অপরাধ বাড়িয়ে দিতে পারে। এ কথার সত্যতা আছে।

ছয়. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় না। যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত তথ্য তুলে ধরা হলেও পারিবারিক তথ্য অনেক ক্ষেত্রে তুলে ধরা হয় না।

সাত. যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে তারা এই ধরনের অপরাধ স্বচ্ছন্দে, নিশ্চিন্তে বাড়িয়ে দিতে পারে। কারণ তারা নিজেদেরকে অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ও নিরাপদ মনে করছে।

আট. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের বর্তমান ধারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে মোটামুটি ভাল ভূমিকা পালন করছে বলেই মনে হয়।

সাইফুল আলম
নির্বাহী সম্পাদক
যুগান্তর

এক. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের তেমন কোন লিখিত নীতিমালা নেই ।

দুই. লিখিত নীতিমালা না থাকলেও যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা কিছু বিষয় খেয়াল রাখি। আর তা হচ্ছে একটি সংবাদে যে মেয়েটি ভিক্টিম তাঁর কোন সমস্যা হবে কি না সে বিষয়টি আমরা যাচাই করে থাকি।

তিন. গুরুত্ব দিচ্ছে। কিন্তু সব খবরই জনগণের কাছে আসছে তা বলা যাবে না। সামাজিক ও পারিবারিক কারণেও কিছুটা পিছুটান রয়েছে । অনেকে ঘটনা চাপা দিচ্ছেন। তাই যা ঘটছে তার কিছু অংশ পত্রিকায় আসছে সব অংশ আসছে না।

চার. হ্যাঁ, পত্রিকাগুলো এই দায়িত্ব পালন করছে।

পাঁচ. বিষয়টি যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ধরনের উপর নির্ভর করে। কোন সাদামাটা খবর যদি অতিরঞ্জিত করে নেতিবাচকভাবে প্রকাশ করা হলে অপরাধীরা উৎসাহিত হবে। আবার অপরাধীদের শাস্তির সংবাদ বেশি প্রচারের ফলে মানুষ আরো সচেতন হবে। এতে যৌন হয়রানির মত অপরাধ কমবে। তাই সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে যেন অপরাধীরা উৎসাহিত না হয়।

ছয়. যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় না।

সাত. অনেক সময় নাম বের হয়ে আসে না। সে ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলোর কিছু করার থাকে না। তার মানে এই না যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশের জন্য অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে।

আট. ইভটিজিং প্রতিরোধে মিডিয়ার একটা জোড়ালো অবস্থান ও ভূমিকা রয়েছে ।

আবু সাঈদ খান
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
সমকাল

এক. আমাদের লিখিত কোনো নীতিমালা নেই। তবে আমরা নিজস্ব কিছু নিয়ম মেনে চলি।

দুই. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের মূলনীতি হচ্ছে, আমরা ভিক্টিমের নাম-পরিচয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করি। খবর যেন অতিরঞ্জিত না হয় সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকি।

তিন. হ্যাঁ, আমার মনে হয়, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় এখন বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

চার. সবার মধ্যে সচেতনা বাড়ানোর জন্য আমরা যৌন হয়রানি বিষয়ক সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের হার বাড়িয়েছি।

পাঁচ. না, আমার মতে যারা যৌন হয়রানির মত অপরাধ করে তারা স্বভাববশতই তা করে। এতে গণমাধ্যমের কোনো ভূমিকা নেই।

ছয়. আমরা যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য যথাযথ পরিমাণে প্রকাশের চেষ্টা করি।

সাত. তেমনটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আট. হ্যাঁ, সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের বর্তমান ধারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমরা যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে খবর, সম্পাদকীয়, কলামসহ নানা তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে জনসাধারণকে অবিরাম সচেতন করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

রিয়াজ আহমেদ
মফস্বল বার্তা সম্পাদক
দি ডেইলি স্টার

এক. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা কিছু নীতিমালা মেনে চলি।

দুই. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা ভিক্টিমের নাম-পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করি। এই ধরনের রিপোর্টের ক্ষেত্রে সেনসেশনালইজড করা থেকে বিরত থাকি। ভিক্টিমের ছবি সাধারণত প্রকাশ করি না। শুধুমাত্র অপরাধটাকে তুলে ধরি। আর অপরাধীর শাস্তির জন্য অপরাধীকে তুলে ধরি।

তিন. সংবাদপত্রগুলো যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর উপস্থাপনায় আগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

চার. যৌন হয়রানি বিষয়ক ঘটনার হার বেড়ে যাওয়ায় সংবাদপত্রগুলো এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয় ও কলাম প্রকাশের হার বাড়িয়েছে।

পাঁচ. গণমাধ্যমে অতিপ্রচার যৌন হয়রানির ঘটনা বাড়ায়নি। আমার মনে হয়, এটা পুরোপুরি নির্ভর করে সংবাদ উপস্থাপনার উপর।

ছয়. হ্যাঁ, যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথেষ্ট পরিমাণেই প্রকাশিত হয়। আমরা যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করলেও পারিবারিক তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করি।

সাত. এমনটি হতে পারে।

আট. মূলধারার সাংবাদিকতা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে যথাযথ ভূমিকা পালন করছে বলেই মনে করি।

সাংবাদিকদের অভিমত বিশ্লেষণ

এক. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র কোনো নীতিমালা মেনে চলে কি না:

ক. সাংবাদিকদের অভিমত অনুযায়ী, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা মেনে চলে। তবে সব সংবাদপত্রে কোনো লিখিত নীতিমালা নেই।

খ. কোনো কোনো সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশের সামগ্রিক নীতিমালার মাধ্যমেই যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের নীতিমালাও পূরণ হয় জানানো হয়েছে।

দুই. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের মূলনীতি সমূহ:

ক. সাংবাদিকরা তাদের অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, সংবাদপত্রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম, পরিচয় ও ছবি প্রকাশ করা হয় না। তবে কোনো কোনো সংবাদপত্র তাদের নীতিমালা অনুযায়ী যৌন হয়রানি বিষয়ক সংবাদকেই সাধারণত এড়িয়ে চলে।

খ. যৌন হয়রানির ভিক্টিমের কোনো সমস্যা হবে কি না সে বিষয়টি যাচাইয়ের পর সংবাদ প্রকাশ করে এমন তথ্য জানিয়েছেন সাংবাদিকরা।

গ. সংবাদ যেন অতিরঞ্জিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা হয় বলে জানানো হয়েছে।

ঘ. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অপরাধটাকে তুলে ধরা হয় এবং অপরাধীর শাস্তির জন্য অপরাধীকে তুলে ধরা হয় বলে জানানো হয়েছে।

তিন. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে কিনা:

ক. সাংবাদিকরা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে মনে করলেও সবাই এই ব্যাপারে একমত নন।

খ. অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, সংবাদপত্রের কাটতি বাড়ানোর জন্য যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর গ্ল্যামারাস এবং ফলাও করে উপস্থাপন করা হয়।

গ. এমন অভিমতও প্রকাশিত হয়েছে যে, যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরকে বিশেষ কোনো গুরুত্ব হচ্ছে না।

চার. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম ইত্যাদি প্রকাশের হারও বাড়িয়েছে কিনা:

ক. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের হার বাড়ানো হয়েছে বলে সাংবাদিকরা জানিয়েছেন।

খ. যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরের পাশাপাশি সম্পাদকীয়, কলাম ইত্যাদি প্রকাশের হার বাড়ানো হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে।

গ. কোনো কোনো সংবাদপত্র শুধু যৌন হয়রানি বিষয়ক সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের মধ্যে নিজেদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখেনি, তারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে একাধিকবার গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞজন, মানবাধিকারকর্মী, আইনজীবী, গবেষকসহ বিভিন্ন পেশার নানা ক্ষেত্রের মানুষদের বক্তব্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। একই সঙ্গে তারা এই বিষয়ে বিশেষ ক্রোড়পত্রও প্রকাশ করেছে বলে জানিয়েছেন।

ঘ. এমন অভিমতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, যৌন হয়রানির বিষয়টিকে বিশেষ কোনো গুরুত্ব না দেয়ার কারণে এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের ব্যাপারে তারা আলাদা কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

পাঁচ. গণমাধ্যমে অতিপ্রচার যৌন হয়রানির মত অপরাধ বাড়িয়ে দিতে পারে কিনা:

ক. গণমাধ্যমে অতিপ্রচার যৌন হয়রানির মত অপরাধ বাড়িয়ে দিতে পারে এমন অভিমত প্রকাশিত হলেও এর বিপরীত অভিমতও প্রকাশিত হয়েছে।

খ. অভিমত প্রকাশিত হয়েছে যে, যদি কোনো যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটে, তার মধ্যে সংবাদমূল্য থাকে এবং সংবাদমাধ্যম যদি সেই 'সংবাদ' সঠিকভাবে প্রকাশ করে তবে তা অতিপ্রচার হবার কারণ নেই।

গ. গণমাধ্যমে অতিপ্রচার যৌন হয়রানির মত অপরাধ বাড়িয়ে দেয়ার বিষয়টি যৌন হয়রানি সংক্রান্ত খবর প্রকাশের ধরনের উপর নির্ভর করে বলেও অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, কোন সাদামাটা খবর অতিরঞ্জিত করে নেতিবাচকভাবে প্রকাশ করা হলে অপরাধীরা উৎসাহিত হবে। আবার অপরাধীদের শাস্তির সংবাদ বেশি প্রচারের ফলে মানুষ আরো সচেতন হবে। এতে যৌন হয়রানির মত অপরাধ কমবে।

ঘ. এমন মতও রয়েছে যে, যারা যৌন হয়রানির মত অপরাধ করে তারা স্বভাববশতই তা করে। এতে গণমাধ্যমের কোনো ভূমিকা নেই।

ঙ. যৌন হয়রানির বিষয়ক খবর প্রকাশের জন্য যৌন হয়রানির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে বলে এই ধরনের সংবাদ প্রকাশ না করার পক্ষেও অবস্থান রয়েছে সাংবাদিকদের।

ছয়. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় কিনা:

ক. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় মনে করা হলেও এমন অভিমতও দেয়া হয়েছে যে, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য প্রকাশ হওয়া উচিৎ নয়।

খ. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় না এমন ধারণাও রয়েছে।

গ. একথাও মনে করা হয় যে, যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত তথ্য তুলে ধরা হলেও পারিবারিক তথ্য অনেক ক্ষেত্রে তুলে ধরা হয় না।

ঘ. যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য প্রকাশের হার এখন আগের চেয়ে বেড়েছে মনে করা হলেও তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়নি, বরং হয়রানিকারীদের তথ্য আরো বেশি হারে প্রকাশের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

সাত. যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না মনে করেন কিনা:

এক. যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তারা যৌন হয়রানির মতো অপরাধ করা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে এমন ধারণা পোষণ করেন সাংবাদিকরা। তবে এর বিপরীত ধারণাও রয়েছে সাংবাদিকদের মধ্যে।

দুই. অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, ভালো পরিবারের যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য প্রকাশিত হলে সে হয়তো আবার এই অপরাধ করতে কুণ্ঠাবোধ করে। কিন্তু পেশাদার বখাটেদের নাম প্রকাশিত হলে তারা অপরাধের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

তিন. যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে প্রভাবশালী ও নিরাপদ মনে করতে পারে বলেও অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

চার. যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়া প্রসঙ্গে অভিমত রাখতে গিয়ে এমন কথাও বলা হয়েছে যে, শুধু তথ্য প্রকাশ করা হলেই অপরাধ কমে যায় না। তবে সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই ব্যাপারে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে একথা স্বীকার করা হয়েছে।

আট. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের বর্তমান ধারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কী ভূমিকা পালন করছে বলে সাংবাদিকরা মনে করেন:

এক. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করেন সাংবাদিকরা। তবে বিপরীত দিকে সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের বর্তমান ধারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কোনই ভূমিকা পালন করছে না, বরং এই ধারা যৌন হয়রানিকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে এমন অভিমতও প্রকাশ করা হয়েছে।

দুই. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানির তথ্য বারবার প্রকাশিত হওয়ার কারণে প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রে আরো সচেতন হয়, অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সব ক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়ে বলে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্র ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত প্রয়াস চলতে থাকলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আরো ভালো ফল পাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

তিন. সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণেই যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আইন তৈরি হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

ঘ. ফলাফল বিশ্লেষণ:

বাংলাদেশের সংবাদপত্র যৌন হয়রানি প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখছে তা নির্ণয়ের জন্য এই গবেষণায় সুনির্দিষ্ট কিছু গবেষণা প্রশ্ন যাচাই করা হয়েছে। এই পর্যায়ে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে গবেষণা প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাতটি গবেষণা প্রশ্নের ভিত্তিতে এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। গবেষণা প্রশ্নগুলো হচ্ছে:

এক. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের জন্য স্পেস বরাদ্দের পরিমাণ ও প্রকাশের হার কি ক্রমশ বাড়ছে?

দুই. উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর কি ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে?

তিন. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় কি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে?

চার. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ফিচার প্রকাশের হার কি বাড়িয়েছে?

পাঁচ. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার কি আরো বেড়ে যাচ্ছে?

ছয়. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় কি তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না?

সাত. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির খবর কি কম প্রকাশিত হয়?

নিচে এই সাতটি গবেষণা প্রশ্নের ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এক নম্বর গবেষণা প্রশ্ন যাচাই:

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সংবাদপত্রগুলোতে খুবই নগণ্য জায়গা জুড়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। সব ক'টি সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের সম্মিলিত হার ১.৮২%। তবে সংবাদপত্র অনুযায়ী আলাদাভাবে হিসাব করলে সব সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার এক শতাংশেরও কম। মোট প্রিন্ট এরিয়ার মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য সবচেয়ে বেশি জায়গা (০.৪১%) ব্যবহার করেছে সমকাল এবং সবচেয়ে কম জায়গা (০.০৩%) ব্যবহার করেছে ইনডিপেনডেন্ট।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে খুব কম স্পেস বা জায়গা ব্যবহার হলেও সংবাদপত্রগুলোতে এই সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের জন্য স্পেস ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে এসে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য স্পেস ব্যবহারের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত স্পেসের বেশির ভাগ (৭৩%) ব্যবহার হয়েছে ২০১০ সালে। সব ক'টি সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য যে জায়গা ব্যবহার হয়েছে তার বেশির ভাগই ব্যবহার হয়েছে ২০১০ সালে।

বিশ্লেষণে আরো দেখা গেছে, যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার দিন দিনই বাড়ছে। সব সংবাদপত্রেই ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার অনেক বেড়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সব সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যসমূহের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি। আর সংবাদপত্রগুলোতে বেশির ভাগ রিপোর্টই প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। সংবাদপত্রগুলোতে যৌন হয়রানি বিষয়ক সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, ফিচার, কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধ, চিঠি ও মতামত, খবরের সঙ্গে ছবি এবং ক্যাপশন ছবি প্রকাশের হার বেশ কম। তবে বেশির ভাগ সংবাদপত্রেই এই তথ্যগুলোর বেশির ভাগ প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে।

অন্যদিকে বেশির ভাগ (৯৫%) পাঠকও মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ১৪টি পেশার মধ্যে ১১টি পেশার সবাই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। এই ১১টি পেশা হচ্ছে: চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, মাঝারি ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিক। অন্য

তিনটি পেশারও বেশির ভাগ পাঠক মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। এই পেশা তিনটি হচ্ছে: শিক্ষার্থী (৯৮%), বেসরকারি কর্মচারী (৯২%) ও গৃহিণী (৮১%)।

নীতি নির্ধারক পর্যায়ের সাংবাদিকদের মতেও, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত খবরের পাশাপাশি সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের হার বাড়ানো হয়েছে। আর সংবাদ ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের হার বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই স্পেস ব্যবহারের হার বেড়ে যায়।

দুই নম্বর গবেষণা প্রশ্ন যাচাই:

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সংবাদপত্রগুলোর সম্মিলিত হিসেবে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোর ছয় ভাগের এক ভাগ (১৬%) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বেশির ভাগ (৮৪%) রিপোর্টই প্রকাশিত হয়েছে ভেতরের পৃষ্ঠায়। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি হারে (১৪%) প্রকাশ করেছে আমাদের সময় এবং সবচেয়ে কম হারে (২%) প্রকাশ করেছে সমকাল। তবে দৈনিক ইত্তেফাক ও ইনডিপেনডেন্ট প্রথম পৃষ্ঠায় যৌন হয়রানি বিষয়ক কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করেনি।

বিশ্লেষণে আরো দেখা গেছে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সংবাদপত্রগুলোর সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী বেশির ভাগ (৮৫%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট ডাবল ও সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। সব সংবাদপত্রেই ডাবল ও সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হারই বেশি। বিপরীত দিকে দৈনিক ইত্তেফাক ছাড়া আর কোনো সংবাদপত্রে আট থেকে ছয় কলাম শিরোনামে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। তবে দৈনিক ইত্তেফাকেও এই হার নগণ্য (১%)।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট উপস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী বলা যায়, সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোগুলো খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি। রিপোর্টগুলো যে পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে এবং যত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে উভয় বিবেচনা থেকেই এই কথা বলা যায়।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলো উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সব সংবাদপত্রেই ২০১০ সালে প্রকাশিত রিপোর্টগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। বিশেষ করে যে রিপোর্টগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে তার সবই প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। আর শেষ পৃষ্ঠা এবং ভেতরের পৃষ্ঠায়ও যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোর বেশিব ভাগ প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে।

অন্যদিকে বেশির ভাগ (৯৩%) পাঠকও মনে করেন যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ১৪টি

পেশার মধ্যে ছ'টি পেশার সব পাঠকই এ কথা মনে করেন। পেশা ছ'টি হচ্ছে: প্রকৌশলী, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি কর্মকর্তা ও সরকারি কর্মচারী। বাকি পেশাগুলোর মধ্যে আটটি পেশার মধ্যে সাতটি পেশার বেশির ভাগ পাঠকও এ কথাই মনে করেন। এই সাতটি পেশা হচ্ছে: শিক্ষক, মাঝারি ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী, বেসরকারি কর্মচারী ও শ্রমিক (৯৫%), শিক্ষার্থী (৯২%) ও গৃহিণী (৮৯%)। অন্যদিকে যে সব পাঠক মনে করেন যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে না তাদের মধ্যে চিকিৎসকদের হার সবচেয়ে বেশি (৫০%)।

তিন নম্বর গবেষণা প্রশ্ন যাচাই:

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বেশির ভাগ (৭৭%) পাঠকই মনে করেন যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ১৪টি পেশার মধ্যে তিনটি পেশার সব পাঠকই এ কথা মনে করেন। পেশাগুলো হচ্ছে: বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিক। বাকি এগারটি পেশার মধ্যে আটটি পেশার বেশির ভাগ পাঠকও এ কথাই মনে করেন। পেশাগুলো হচ্ছে: ছোট ব্যবসায়ী (৯০%), মাঝারি ব্যবসায়ী (৮৬%), শিক্ষার্থী (৭৭%), গৃহিণী (৭৫%), সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি কর্মকর্তা (৭০%) এবং সাংবাদিক ও বেসরকারি কর্মচারী (৬৭%)।

নীতি নির্ধারক পর্যায়ের সাংবাদিকরাও মনে করেন, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় এখন বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে ।

চার নম্বর গবেষণা প্রশ্ন যাচাই:

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ফিচার প্রকাশের হার বাড়িয়েছে। এক নম্বর গবেষণা প্রশ্ন যাচাইয়ে সময়ও দেখা গেছে, ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে অনেক বেড়েছে।

নীতি নির্ধারক পর্যায়ের সাংবাদিকরাও মনে করেন, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের হার বাড়ানো হয়েছে।

পাঁচ নম্বর গবেষণা প্রশ্ন যাচাই:

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বেশির ভাগ (৫৮%) পাঠকই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার আরো বেড়ে যাচ্ছে। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী বড় ব্যবসায়ীদের সবাই এই কথা মনে করেন। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ১৪টি পেশার মধ্যে ৮টি পেশার বেশির ভাগ উত্তরদাতাও এই কথাই মনে করেন। এই পেশাগুলো হচ্ছে: সরকারি কর্মকর্তা (৯০%), সাংবাদিক (৮০%),

সরকারি কর্মচারী (৮০%), বেসরকারি কর্মচারী (৭৭%), বেসরকারি কর্মকর্তা (৭০%), শিক্ষক (৬৮%), গৃহিণী (৬৫%) ও প্রকৌশলী (৬০%)। তবে সাংবাদিকরা অনেকেই এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

নীতি নির্ধারক পর্যায়ের সাংবাদিকরাও এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, গণমাধ্যমে যৌন হয়রানির ঘটনার অতিপ্রচার যৌন হয়রানির মত অপরাধ বাড়িয়ে দিতে পারে।

ছয় নম্বর গবেষণা প্রশ্ন যাচাই:

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বেশির ভাগ (৬২%) পাঠকই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ১৪টি পেশার মধ্যে ১৩টি পেশার সবাই এই কথাই মনে করেন। অন্য পেশাটির (শিক্ষার্থী) বেশির ভাগ (৯০%) পাঠকও একই কথা বলেছেন। সাংবাদিকদের মধ্যেও অনেকে একথা স্বীকার করেছেন। তবে এমন অভিমতও এসেছে যে, ভাল পরিবারের যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য প্রকাশিত হলে সে হয়তো আবার এই অপরাধ করতে কুণ্ঠাবোধ করে। কিন্তু পেশাদার বখাটেদের নাম প্রকাশিত হলে তারা অপরাধের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে তারা যৌন হয়রানির মতো অপরাধ করা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে এমন অভিমত নীতি নির্ধারক পর্যায়ের সাংবাদিকরাও রেখেছেন। যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে প্রভাবশালী ও নিরাপদ মনে করতে পারে বলেও অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

সাত নম্বর গবেষণা প্রশ্ন যাচাই:

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সংবাদপত্রে যৌন হয়রানির ঘটনায় শাস্তি হওয়ার তথ্য খুব কম হারে (১৭%) প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী শাস্তি হওয়ার তথ্য সবচেয়ে বেশি (৪১%) প্রকাশিত হয়েছে আমাদের সময়ে এবং তুলনামূলকভাবে কম হারে (১১%) প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক ও ইনডিপেনডেন্টে।

অন্যদিকে এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বেশির ভাগ (৯০%) পাঠকও মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয়। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ১৪টি পেশার মধ্যে আটটি পেশার সব পাঠকই এই কথাই মনে করেন। পেশাগুলো হচ্ছে: চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী ও বেসরকারি কর্মচারী। বাকি ছ'টি পেশার বেশির ভাগ পাঠকও মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয়। পেশাগুলো হচ্ছে: ছোট ব্যবসায়ী (৯৫%), বেসরকারি কর্মকর্তা (৯৫%), মাঝারি ব্যবসায়ী (৮৬%), শ্রমিক (৮৬%), গৃহিণী (৮৪%) ও শিক্ষার্থী (৮৪%)।

চতুর্থ অধ্যায়
উপসংহার, সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ

উপরোক্ত তিনটি অধ্যায়ে এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায় সমূহে উপস্থাপিত ও বিশ্লেষণকৃত তথ্য-উপাত্তর ভিত্তিতে এই অধ্যায়ে গবেষণার উপসংহার তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গবেষণার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ সমূহও তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহারঃ

আধেয় বিশ্লেষণ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সংবাদপত্রগুলোতে খুবই নগণ্য জায়গা জুড়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। সব ক'টি সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের সম্মিলিত হার ১.৮২%। তবে সংবাদপত্র অনুযায়ী আলাদাভাবে হিসাব করলে সব সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার এক শতাংশেরও কম। মোট প্রিন্ট এরিয়ার মধ্যে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য সবচেয়ে বেশি জায়গা (০.৪১%) ব্যবহার করেছে সমকাল এবং সবচেয়ে কম জায়গা (০.০৩%) ব্যবহার করেছে ইনডিপেনডেন্ট।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে খুব কম স্পেস বা জায়গা ব্যবহার হলেও সংবাদপত্রগুলোতে এই সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের জন্য স্পেস ব্যবহারের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে এসে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য স্পেস ব্যবহারের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত স্পেসের বেশির ভাগ (৭৩%) ব্যবহার হয়েছে ২০১০ সালে। সব ক'টি সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের জন্য যে জায়গা ব্যবহার হয়েছে তার বেশির ভাগই ব্যবহার হয়েছে ২০১০ সালে।

যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হারও দিন দিনই বাড়ছে। সব সংবাদপত্রেই ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার অনেক বেড়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সব সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্যসমূহের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি। আর সংবাদপত্রগুলোতে বেশির ভাগ রিপোর্টই প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। সংবাদপত্রগুলোতে যৌন হয়রানি বিষয়ক সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, ফিচার, কলাম-প্রবন্ধ-নিবন্ধ, চিঠি ও মতামত, খবরের সঙ্গে ছবি এবং ক্যাপশন ছবি প্রকাশের হার বেশ কম। তবে বেশির ভাগ সংবাদপত্রেই এই তথ্যগুলোর বেশির ভাগ প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোর ছয় ভাগের এক ভাগ (১৬%) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বেশির ভাগ (৮৪%) রিপোর্টই প্রকাশিত হয়েছে ভেতরের পৃষ্ঠায়। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি হারে (১৪%) প্রকাশ করেছে আমাদের সময় এবং সবচেয়ে কম হারে (২%) প্রকাশ করেছে সমকাল। তবে দৈনিক ইত্তেফাক ও ইনডিপেনডেন্ট প্রথম পৃষ্ঠায় যৌন হয়রানি বিষয়ক কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় ছিল, যে রিপোর্টগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে তার সবই প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। আর শেষ পৃষ্ঠা এবং ভেতরের পৃষ্ঠায়ও যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোর বেশিব ভাগ প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে।

বেশির ভাগ (৮৫%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট ডাবল ও সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। সব সংবাদপত্রেই ডাবল ও সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হারই বেশি। বিপরীত দিকে দৈনিক ইত্তেফাক ছাড়া আর কোনো সংবাদপত্রে আট থেকে ছয় কলাম শিরোনামে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। তবে দৈনিক ইত্তেফাকেও এই হার নগণ্য (১%)।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্ট উপস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ শেষে বলা যায়, সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোগুলো খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি। রিপোর্টগুলো যে পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে এবং যত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে উভয় বিবেচনা থেকেই এই কথা বলা যায়। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে সব সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক সাধারণ বা সাদামাটা রিপোর্টই বেশি (৯৭%) প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাক, যুগান্তর, আমাদের সময় ও ইনডিপেনডেন্টের সব এবং প্রথম আলো, সমকাল ও ডেইলি স্টারের বেশির ভাগ (যথাক্রমে ৮৯%, ৯৮% এবং ৯৪%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টই সাধারণ বা সাদামাটা। অন্যদিকে যৌন হয়রানি বিষয়ক ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট সংবাদপত্রগুলোতে বেশ কম প্রকাশিত হয়েছে। তবে প্রথম আলোতে অন্য সংবাদপত্রগুলোর তুলনায় বেশি হারে (৯%) প্রকাশিত হয়েছে। আর যৌন হয়রানি বিষয়ক অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট কেবলমাত্র প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়েছে যদিও খুব স্বল্প হারে (২%)।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে খুব কম সংখ্যক যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের ফলো-আপ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাক ও আমাদের সময়ের কোনো যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টেরই ফলো-আপ হয়নি। বাকি পাঁচটি সংবাদপত্রেও রিপোর্ট ফলো-আপের হার খুব বেশি নয়।

বেশির ভাগ (৮৩%) রিপোর্টের ঘটনাস্থল শহরাঞ্চল। দৈনিক ইত্তেফাকের সব এবং অন্য সংবাদপত্রগুলো বেশির ভাগ রিপোর্টের ঘটনাস্থল শহরাঞ্চল। গ্রামাঞ্চলে ঘটনাস্থল এমন যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের হার যুগান্তরে সবচেয়ে বেশি (৩৪%)।

সংবাদপত্রে যৌন হয়রানির বিবরণমূলক রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (৪০%) প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় সব সংবাদপত্রেই এই শ্রেণীর রিপোর্ট অন্য শ্রেণীর রিপোর্টের তুলনায় কিছুটা বেশি হারে প্রকাশিত হয়েছে। যৌন হয়রানির কারণে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (৮১%) প্রকাশিত হয়েছে সমকালে এবং সবচেয়ে কম হারে (৯%) প্রকাশিত হয়েছে আমাদের সময়ে। যৌন হয়রানি বিরোধী আলোচনা বা সেমিনার ও অন্যান্য তৎপরতার রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (৪৪%) প্রকাশিত হয়েছে ইনডিপেনডেন্টে এবং সবচেয়ে কম হারে (৪%) প্রকাশিত হয়েছে সমকালে। যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তর রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (২৪%) প্রকাশিত হয়েছে ডেইলি স্টারে এবং সবচেয়ে কম হারে (৩%) প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইত্তেফাকে। যৌন হয়রানির কারণে আত্মহত্যা বিষয়ক রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাক ও ইনডিপেনডেন্টে প্রকাশিত হয়নি। আর প্রথম আলো, যুগান্তর, আমাদের সময়, সমকাল ও ডেইলি স্টারে স্বল্প হারে (যথাক্রমে ৬%, ২%, ৯%, ৫% ও ৬%) প্রকাশিত হয়েছে। যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠনের রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাক ডেইলি স্টার এবং ইনডিপেনডেন্টে প্রকাশিত হয়নি। প্রথম আলো, যুগান্তর আমাদের সময় এবং সমকালে স্বল্প হারে (৬%, ৬%, ৫% ও ৫%) প্রকাশিত হয়েছে। যৌন হয়রানিকে কেন্দ্র করে হত্যা বা মৃত্যুর রিপোর্ট শুধুমাত্র যুগান্তরে খুব কম হারে (২%) প্রকাশিত হয়েছে।

বেশির ভাগ (৬২%) রিপোর্টে যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়নি। সংবাদপত্র অনুযায়ী বিশ্লেষণে দেখা গেছে, তিনটি সংবাদপত্রের বেশির ভাগ রিপোর্টে যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়নি। সংবাদপত্র তিনটিতে হচ্ছে: ডেইলি স্টার (৮৯%), ইনডিপেনডেন্ট (৬০%) এবং আমাদের সময় (৫৪%)। বিপরীত দিকে চারটি সংবাদপত্রে রিপোর্টে যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্র তিনটি হচ্ছে: সমকাল (৭৯%), দৈনিক ইত্তেফাক (৬৫%), যুগান্তর (৬০%) এবং প্রথম আলো (৫৯%)।

যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানির স্থান চিহ্নিত করতে গিয়ে দেখা গেছে, ভিক্টিমরা বেশির ভাগ (৩৯%) যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন রাস্তা-ঘাটে। প্রায় সব সংবাদপত্রের বেশির ভাগ রিপোর্টেই যৌন হয়রানির স্থান হিসেবে 'রাস্তা-ঘাট' চিহ্নিত হয়েছে। যৌন হয়রানির ভিক্টিমরা রাস্তা-ঘাটে হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্টের হার যুগান্তরে সবচেয়ে বেশি (৫০%)। যৌন হয়রানি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (২০%) রিপোর্টে যৌন হয়রানির স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে বা আশেপাশের এলাকাকে। এর মধ্যে ১১% ঘটেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এবং ৯% ঘটেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে বা আশেপাশে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে বা আশেপাশে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্টের হার ইনডিপেনডেন্টে সবচেয়ে বেশি (৪০%) এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্টের হার ডেইলি স্টার, যুগান্তর এবং ইনডিপেনডেন্টে তুলনামূলকভাবে বেশি (যথাক্রমে ২২%, ২১% ও ২০%)।

বেশির ভাগ (৮৮%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের বয়স চিহ্নিত করা হয়েছে ১৫ বছরের কম কিংবা ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। আবার এদের মধ্যে ১৫ থেকে ২০ বছর বসয়ী ভিক্টিমের হার বেশি (৬০%)। ডেইলি স্টারের সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টেই ভিক্টিমের বয়স ১৫ থেকে ২০ বছর চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্য সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে এ ক্ষেত্রে প্রথম আলোর সবচেয়ে বেশি (৭১%)। যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের বয়স ১৫ বছরের কম চিহ্নিত হয়েছে এমন রিপোর্টের হার যুগান্তরে সবচেয়ে বেশি (৪০%)।

প্রকাশিত বেশির ভাগ যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমদের সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা যায়নি। সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা গেছে এমন রিপোর্টগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ (৫৫%) ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ভিক্টিমদের সামাজিক স্তর নিম্নবিত্ত। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী দেখা যায়, যুগান্তরে দু'টি, সমকালে দু'টি এবং দৈনিক ইত্তেফাকে একটি রিপোর্টে ভিক্টিমের সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা গেছে। তিনটি সংবাদপত্রের সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টেই ভিক্টিমদের সামাজিক স্তর নিম্নবিত্ত। প্রথম আলোর তিনটি যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা গেছে এবং সব ক'টি রিপোর্টেই ভিক্টিমদের সামাজিক স্তর মধ্যবিত্ত। আর ডেইলি স্টারে দু'টি যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে ভিক্টিমের সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা গেছে। এর মধ্যে একটি রিপোর্টে ভিক্টিমের সামাজিক স্তর নিম্নবিত্ত এবং অন্যটিতে ভিক্টিমের সামাজিক স্তর মধ্যবিত্ত। আমাদের সময়ে সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা রিপোর্টটিতে ভিক্টিমের সামাজিক স্তর উচ্চবিত্ত। ইনডিপেনডেন্টে কোনো রিপোর্টেই ভিক্টিমের সামাজিক স্তর চিহ্নিত করা যায়নি।

যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে বেশির ভাগ (৫৮%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী ডেইলি স্টারের সব এবং আমাদের সময় (৯২%), যুগান্তর (৭৯%) এবং ইনডিপেনডেন্টের (৬০%) বেশির ভাগ যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় থাকলেও দৈনিক ইত্তেফাক (৬৪%), প্রথম আলো (৫৪%) এবং সমকালের (৫১%) বেশির ভাগ যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়নি।

বেশির ভাগ (৬৬%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টেই দেখা গেছে, যৌন হয়রানিকারীর ভূমিকায় ছিল বখাটে। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ীও সব সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে হয়রানিকারী হিসেবে বখাটেদের হার বেশি। বখাটেদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্ট আমাদের সময়ে সবচেয়ে বেশি হারে (৮৪%) প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্ট ইনডিপেনডেন্টে সবচেয়ে বেশি হারে (২০%) প্রকাশিত হয়েছে। সহপাঠীদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাকে সবচেয়ে বেশি হারে (২৯%) প্রকাশিত হয়েছে। আর শিক্ষকদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্ট প্রথম আলোতে প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি (১১%)।

স্বল্প সংখ্যক (১৬%) যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর বয়স চিহ্নিত করা গেছে। তবে বেশি ভাগ (৭৮%) যৌন হয়রানিকারীর বয়স ১৫ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। এর মধ্যে ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সী যৌন হয়রানিকারীর হার তুলনামূলকভাবে বেশি (৪০%)। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সী যৌন হয়রানিকারীর তথ্য সবচেয়ে বেশি হারে (৬২%) প্রকাশিত হয়েছে প্রথম আলোতে। ইনডিপেনডেন্টের সব যৌন হযরানি বিষয়ক রিপোর্টেই যৌন হয়রানিকারীর বয়স ২১ থেকে ২৫ বছর। এ ক্ষেত্রে অন্য সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে যুগান্তরের হার সবচেয়ে বেশি (৫৭%)। যে সব যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টে যৌন হয়রানিকারীর বয়স ১৫ বছরের কম চিহ্নিত হয়েছে এমন রিপোর্ট শুধু আমাদের সময় ও সমকালে প্রকাশিত হয়েছে। যৌন হয়রানিকারীর বয়স ২৬ থেকে ৩০ বছর চিহ্নিত হয়েছে এমন রিপোর্ট শুধু প্রথম আলো ও সমকালে প্রকাশিত হয়েছে। যৌন হয়রানিকারীর বয়স ৩৬ থেকে ৪০ বছর চিহ্নিত হয়েছে এমন রিপোর্ট শুধু ডেইলি স্টারে প্রকাশিত হয়েছে। যৌন হয়রানিকারীর বয়স ৪০ বছরের বেশি চিহ্নিত হয়েছে এমন রিপোর্ট শুধুমাত্র সমকালে প্রকাশিত হয়েছে।

কম সংখ্যক (৩০%) যৌন হয়রানির রিপোর্টেই যৌন হয়রানির ঘটনায় মামলা হওয়ার তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই (৭০%) মামলা হয়নি। মামলা হওয়ার তথ্য সবচেয়ে বেশি (৪৪%) প্রকাশিত হয়েছে যুগান্তরে এবং সবচেয়ে কম (১৭%) প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইত্তেফাকে।

যৌন হয়রানির ঘটনায় শাস্তি হওয়ার তথ্য খুব কম হারে (১৭%) সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী শাস্তি হওয়ার তথ্য সবচেয়ে বেশি (৪১%) প্রকাশিত হয়েছে আমাদের সময়ে এবং তুলনামূলকভাবে কম হারে (১১%) প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক ও ইনডিপেনডেন্টে।

যৌন হয়রানি বিষয়ক ছবির আকৃতি সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বেশির ভাগ (৭৩%) ছবি প্রকাশিত হয়েছে ডাবল কলাম ও তিন কলামে। তবে ডাবল কলামে ছবি প্রকাশের হারই তুলনামূলকভাবে বেশি (৪২%)। আর দৈনিক ইত্তেফাকের সব ছবিই প্রকাশিত হয়েছে ডাবল কলামে। অন্য সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে এ ক্ষেত্রে যুগান্তরের হার বেশি (৫৭%)। তিন কলামে ছবি প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রথম আলো হার বেশি (৫০%)। সিঙ্গেল কলামে ছবি প্রকাশ করেছে শুধু যুগান্তর, সমকাল ও ডেইলি স্টার। আর যুগান্তর সবচেয়ে বেশি হারে (২৯%) সিঙ্গেল কলামে ছবি প্রকাশ করেছে। চার কলামে ছবি প্রকাশ করেছে শুধু ডেইলি স্টার ও সমকাল। এই দুই সংবাদপত্রের মধ্যে ডেইলি স্টারে ছবি প্রকাশের হার বেশি (২৫%)। চার কলামের বেশি আকৃতির যৌন হয়রানি বিষয়ক ছবি কেবল মাত্র ডেইলি স্টালে প্রকাশিত হয়েছে (১৭%)।

যৌন হয়রানির ছবিগুলোর মধ্যে যৌন হয়রানীর ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের ছবির হার সবচেয়ে বেশি (৭৪%)। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী

বেশির ভাগ সংবাদপত্রেই যৌন হয়রানীর ঘটনার প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের ছবি সবচেয়ে বেশির হারে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকের সব ছবিই এই বিষয়ের। অন্য সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে প্রথম আলো, সমকাল ও ডেইলি স্টারে যৌন হয়রানীর ঘটনার প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের ছবির হার বেশি (৮৩%)। যৌন হয়রানির ভিক্টিমের ছবি ও যৌন হয়রানিকারীর ছবি প্রকাশের হার যুগান্তরে সবচেয়ে বেশি (যথাক্রমে ৪২% ও ২৯%)। আর যৌন হয়রানী বিরোধী আলোচনা বা সেমিনার কিংবা অন্যান্য তৎপরতার ছবি শুধুমাত্র ডেইলি স্টারে প্রকাশিত হয়েছে (৮%)।

যৌন হয়রানি বিষয়ক সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়গুলোতে যৌন হয়রানির ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানোর হার সবচেয়ে বেশি (৬০%)। সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রথম আলো ও দৈনিক ইত্তেফাকের সব সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়তেই যৌন হয়রানির ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানো হয়েছে। ডেইলি স্টার ও যুগান্তরে যৌন হয়রানির ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানোর হারই বেশি (যথাক্রমে ৭৫% ও ৬৭%)। আর প্রথম আলো ও দৈনিক ইত্তেফাকের সব সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়তেই যৌন হয়রানির ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানো হয়েছে। সমকালেরও সব সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়তেই যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানো হয়েছে।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সাতটি সংবাদপত্রের মধ্যে প্রথম আলো, যুগান্তরে এবং ডেইলি স্টারে একটি করে কলাম/প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রথম আলোতে প্রকাশিত কলামে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে, প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানো হয়েছে এবং একই সঙ্গে এই ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানো হয়েছে। যুগান্তরে প্রকাশিত প্রবন্ধে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। আর ডেইলি স্টারে প্রকাশিত প্রবন্ধে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানো হয়েছে।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সাতটি সংবাদপত্রের মধ্যে পাঁচটি সংবাদপত্রে মোট ১০টি চিঠি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে। এই গুলোর মধ্যে সমকালে ৩টি, প্রথম আলো, দৈনিক ইত্তেফাক ও ডেইলি স্টারে ২টি করে এবং যুগান্তরে ১টি চিঠি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, উপরোক্ত পাঁচটি সংবাদপত্রে সব ক'টিতেই যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানো হয়েছে। সমকাল ও প্রথম আলোর সব ক'টি চিঠি ও মতামতেই যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রথম আলোর সব ক'টি চিঠি ও মতামতেই যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরামর্শও প্রদান করা হয়েছে। আর যুগান্তরে প্রকাশিত চিঠিটিতে যৌন হয়রানির ব্যাপারে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

সংবাদপত্র পাঠকের মতামত জরিপ

সংবাদপত্র পাঠকের মতামত জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বেশির ভাগ (৭৯%) পাঠকই নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র পড়েন। ১৪টি পেশার মধ্যে ছ'টি পেশার সবাই নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র পড়েন। পেশাগুলো হচ্ছে: চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি কর্মচারী। পাঁচটি পেশার বেশি ভাগ পাঠকও নিয়মিতভাবে খবরের কাগজ পড়েন। এই পেশা পাঁচটি হচ্ছে: বেসরকারি কর্মকর্তা (৮৯%), শিক্ষার্থী (৮১%), সরকারি কর্মচারী (৮০%), মাঝারি ব্যবসায়ী (৭৬%) ও গৃহিণীদের (৬৮%)। ছোট ব্যবসায়ীদের মধ্যে অর্ধেক পাঠকও (৫০%) নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র পড়েন। শুধুমাত্র শ্রমিকদের মধ্যে বেশির ভাগ (৭১%) পাঠক অনিয়মিতভাবে খবরের কাগজ পাঠ করেন।

যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর পড়ার ব্যাপারে পাঠকদের আগ্রহ যাচাই করে দেখা গেছে, বেশির ভাগ (৯৩%) পাঠকই সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর নিয়মিতভাবে পড়েন। ১৪টি পেশার মধ্যে ১২টি পেশার সবাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর নিয়মিতভাবে পড়েন। এই ১২টি পেশা হচ্ছে: চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি কর্মচারী, শ্রমিক ও শিক্ষার্থী। অন্য দু'টি পেশারও বেশির ভাগ পাঠক সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর নিয়মিতভাবে পড়েন। পেশা দু'টি হচ্ছে: মাঝারি ব্যবসায়ী (৯৫%) ও গৃহিণী (৬৮%)।

পাঠকদের বেশির ভাগই (৯৫%) মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। ১৪টি পেশার মধ্যে ১১টি পেশার সবাই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। এই ১১টি পেশা হচ্ছে: চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, মাঝারি ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিক। অন্য তিনটি পেশারও বেশির ভাগ পাঠক মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। এই পেশা তিনটি হচ্ছে: শিক্ষার্থী (৯৮%), বেসরকারি কর্মচারী (৯২%) ও গৃহিণী (৮১%)।

যৌন হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই সাংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা বেড়ে গেছে মনে করেন বেশির ভাগ (৭৪%) পাঠক। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী ১৪টি পেশার মধ্যে দু'টি পেশার সব পাঠকই এ কথা মনে করেন। পেশা দু'টি হচ্ছে: বড় ব্যবসায়ী ও ছোট ব্যবসায়ী। বাকি পেশাগুলোর মধ্যে ১০টি পেশার বেশির ভাগ পাঠকও এ কথাই মনে করেন। পেশাগুলো হচ্ছে: শ্রমিক (৮৭%), বেসরকারি কর্মকর্তা (৮৩%), শিক্ষার্থী (৮২%), মাঝারি ব্যবসায়ী ও শিক্ষক (৭৪%), সরকারি কর্মকর্তা (৭০%), গৃহিণী (৬৩%), বেসরকারি কর্মচারী (৬২%) এবং প্রকৌশলী ও সাংবাদিক (৬০%)। সরকারি কর্মচারীদের অর্ধেকাংশও

(৫০%) মনে করেন যৌন হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই সাংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা বেড়ে গেছে। আর যে সব পাঠক মনে করেন সংবাদপত্র যৌন হয়রানির ঘটনাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছে তাদের মধ্যে চিকিৎসকদের হার সবচেয়ে বেশি (৪০%)। এ কথা মনে করার ক্রমানুপাতিক হার অনুযায়ী দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বেসরকারি কর্মচারী (৩৮%) এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সরকারি কর্মচারী ও গৃহিণী (৩৩%)।

বেশির ভাগ (৯৩%) পাঠকই মনে করেন যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। ১৪টি পেশার মধ্যে ছ'টি পেশার সব পাঠকই এ কথা মনে করেন। পেশা ছ'টি হচ্ছে: প্রকৌশলী, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি কর্মকর্তা ও সরকারি কর্মচারী। বাকি পেশাগুলোর মধ্যে আটটি পেশার মধ্যে সাতটি পেশার বেশির ভাগ পাঠকও এ কথাই মনে করেন। এই সাতটি পেশা হচ্ছে: শিক্ষক, মাঝারি ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী, বেসরকারি কর্মচারী ও শ্রমিক (৯৫%), শিক্ষার্থী (৯২%) ও গৃহিণী (৮৯%)। অন্যদিকে যে সব পাঠক মনে করেন যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে না তাদের মধ্যে চিকিৎসকদের হার সবচেয়ে বেশি (৫০%)।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বলে মনে করেন বেশির ভাগ (৭৭%) পাঠক । ১৪টি পেশার মধ্যে তিনটি পেশার সব পাঠকই এ কথা মনে করেন। পেশাগুলো হচ্ছে: বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিক। বাকি এগারটি পেশার মধ্যে আটটি পেশার বেশির ভাগ পাঠকও এ কথাই মনে করেন। পেশাগুলো হচ্ছে: ছোট ব্যবসায়ী (৯০%), মাঝারি ব্যবসায়ী (৮৬%), শিক্ষার্থী (৭৭%), গৃহিণী (৭৫%), সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি কর্মকর্তা (৭০%) এবং সাংবাদিক ও বেসরকারি কর্মচারী (৬৭%)। অন্যদিকে যে সব পাঠক মনে করেন পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর জন্য সংবাদপত্র যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তাদের মধ্যে চিকিৎসকদের হার সবচেয়ে বেশি (৫০%)।

বেশির ভাগ (৫৮%) পাঠকই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার আরো বেড়ে যাচ্ছে। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী বড় ব্যবসায়ীদের সবাই এই কথা মনে করেন। ১৪টি পেশার মধ্যে ৮টি পেশার বেশির ভাগ উত্তরদাতাও এই কথাই মনে করেন। এই পেশাগুলো হচ্ছে: সরকারি কর্মকর্তা (৯০%), সাংবাদিক (৮০%), সরকারি কর্মচারী (৮০%), বেসরকারি কর্মচারী (৭৭%), বেসরকারি কর্মকর্তা (৭০%), শিক্ষক (৬৮%), গৃহিণী (৬৫%) ও প্রকৌশলী (৬০%)। অন্যদিকে যে সব পাঠক মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার বাড়ছে না তাদের মধ্যে শ্রমিকদের হার সবচেয়ে বেশি (৫৭%)। চিকিৎসক, মাঝারি ব্যবসায়ী ও ছোট ব্যবসায়ীদের মধ্যে অর্ধেক (৫০%) পাঠকও এই কথাই মনে করেন।

যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয় বলে মনে করেন বেশির ভাগ (৬২%) পাঠক । ১৪টি পেশার মধ্যে ১১টি পেশার বেশির ভাগ পাঠকই এই কথা বলেছেন। পেশাগুলো হচ্ছে: সাংবাদিক (৮০%), চিকিৎসক (৭৫%), শিক্ষক (৭২%), মাঝারি ব্যবসায়ী (৭২%), শ্রমিক (৭১%), সরকারি কর্মকর্তা (৭০%), বেসরকারি কর্মকর্তা (৭০%), বেসরকারি কর্মচারী (৬৯%), ছোট ব্যবসায়ী (৬৫%), সরকারি কর্মচারী (৬০%) ও গৃহিণী (৫২%)। বড় ব্যবসায়ী পাঠকদের অর্ধেকাংশও (৫০%) মনে করেন যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয়। বাকি অর্ধেকাংশ (৫০%) মনে করেন যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে যে সব পাঠক মনে করেন যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে খুব বেশি পরিমাণে প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে গৃহিণী পাঠকদের হার সবচেয়ে বেশি (৪২%)।

মোট পাঠকের প্রায় অর্ধেক (৫২%) মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয়। তবে পাঠকদের বড় একটি অংশই (৩৭%) মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী ১৪টি পেশার মধ্যে একটি পেশার সব পাঠক মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়। পেশাটি হচ্ছে: বড় ব্যবসায়ী। অন্য পেশাগুলোর মধ্যে চারটি পেশার বেশির ভাগ পাঠকও এই কথা মনে করেন। পেশা চারটি হচ্ছে: প্রকৌশলী (৮০%), সাংবাদিক(৬০%), সরকারি কর্মকর্তা (৬০%) ও সরকারি কর্মচারী (৬০%)। একটি পেশার অর্ধেকাংশ (৫০%) এবং একটি পেশার প্রায় অর্ধেকাংশ (৪৯%) এই কথা মনে করেন। পেশা দু'টি হচ্ছে যথাক্রমে চিকিৎসক ও বেসরকারি কর্মকর্তা। তিনটি পেশার উল্লেখযোগ অংশ মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়। পেশা তিনটি হচ্ছে: শিক্ষার্থী (৪৬%), শিক্ষক (৪৫%) ও ছোট ব্যবসায়ী (৪০%)। অন্যদিকে একটি পেশার সবাই, চারটি পেশার বেশির ভাগ এবং দু'টি পেশার অর্ধেক পাঠক মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয়। পেশাগুলো হচ্ছে যথাক্রমে শ্রমিক, বেসরকারি কর্মচারী (৭৭%), গৃহিণী (৬১%), ছোট ব্যবসায়ী (৫৫%), মাঝারি ব্যবসায়ী (৫২%), চিকিৎসক (৫০%) ও শিক্ষক (৫০%)। আর চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিকদের কেউ মনে করেন না যে যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে খুব বেশি পরিমাণে প্রকাশিত হয়।

বেশির ভাগ (৬২%) পাঠকই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় তারা এই ধরনের অপরাধ করতে

কুণ্ঠা বোধ করে না। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী ১৪টি পেশার মধ্যে ১৩টি পেশার সবাই এই কথাই মনে করেন। অন্য পেশাটির (শিক্ষার্থী) বেশির ভাগ (৯০%) পাঠকও একই কথা বলেছেন।

সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীর শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয় মনে করেন বেশির ভাগ (৯০%) পাঠক। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ১৪টি পেশার মধ্যে আটটি পেশার সব পাঠকই এই কথাই মনে করেন। পেশাগুলো হচ্ছে: চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী ও বেসরকারি কর্মচারী। বাকি ছ'টি পেশার বেশির ভাগ পাঠকও মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয়। পেশাগুলো হচ্ছে: ছোট ব্যবসায়ী (৯৫%), বেসরকারি কর্মকর্তা (৯৫%), মাঝারি ব্যবসায়ী (৮৬%), শ্রমিক (৮৬%), গৃহিণী (৮৪%) ও শিক্ষার্থী (৮৪%)।

পাঠকদের সবচেয়ে বড় একটি অংশ (৪৩%) মনে করেন যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও এই ব্যাপারে আইন প্রয়োগের অভাব এবং শাস্তি বিধান খুব সামান্য হওয়াই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ। পাঠকদের অপর একটি অংশ (৩১%) মনে করেন যৌন হয়রানি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ সে ব্যাপারে সচেতনতার অভাব রয়েছে। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ১৪টি পেশার মধ্যে বড় ব্যবসায়ীদের সবাই মনে করেন যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও এই ব্যাপারে আইন প্রয়োগের অভাব এবং শাস্তি বিধান খুব সামান্য হওয়াই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ। বাকি পেশাগুলোর মধ্যে পাঁচটি পেশার বেশির ভাগ পাঠকও এই কথা মনে করেন। এই পেশাগুলো হচ্ছে: চিকিৎসক (৮০%), সরকারি কর্মচারী (৬৬%), সরকারি কর্মকর্তা (৬৩%), সাংবাদিক (৫৫%) ও শিক্ষক (৫১%)। যে সব পাঠক যৌন হয়রানি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ সে ব্যাপারে সচেতনতার অভাব রয়েছে বলেই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটছে মনে করেন তাদের মধ্যে বেসরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি কর্মচারীদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি (৪৮%)। নারীকে দুর্বল, অসহায় ও ভোগের পণ্য মনে করা যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ মনে করেন এমন পাঠকদের মধ্যে শ্রমিকদের হার সবচেয়ে বেশি (৮৬%)। তবে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি কর্মচারীদের করো মতেই নারীকে দুর্বল, অসহায় ও ভোগের পণ্য মনে করা যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার নয়। শিক্ষক, মাঝারি ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী, বেসরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও গৃহিণী পাঠকদের ক্ষুদ্র অংশর মতে, যৌন হয়রানিকে এক ধরনের রোমান্টিকতা মনে করার প্রবণতাই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ। কিন্তু চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, বড় ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিকদের কেউই এই কথা মনে করেন না।

পাঠকদের একটি অংশ (৮%) যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার আরো কিছু কারণ পাঠকরা চিহ্নিত করেছেন। এই সব কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হলো:

এক. নারীদের পর্দানশীনতার অভাব।
দুই. মেয়েদের উশৃঙ্খল পোষক।
তিন. পাশ্চত্য সংস্কৃতির প্রভাব।
চার. মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।
পাঁচ. মেয়েদের উশৃঙ্খল চলাফেরা।
ছয়. মেয়েদের আরো সচেতন হতে হবে।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে মনে করেন অর্ধেকের বেশি (৫৩%) পাঠক। তবে পাঠকদের প্রায় অর্ধেক (৪৭%) মনে করেন যথাযথ ভূমিকা পালন করছে না। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ১৪টি পেশার মধ্যে পাঁচটি পেশার বেশির ভাগ পাঠক মনে করেন যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে না। পেশাগুলো হচ্ছে প্রকৌশলী (৮০%), সাংবাদিক (৮০%), শিক্ষক (৬০%), শিক্ষার্থী (৫৬%) ও বেসরাকারী কর্মকর্তা (৫৪%)। চিকিৎসক ও সরকারি কর্মকর্তাদের অর্ধেকাংশও (৫০%) এই কথাই মনে করেন। আর বড় ব্যবসায়ীদের সবাই এবং সরকারি কর্মচারী (৮০%), শ্রমিক (৭১%), মাঝারি ব্যবসায়ী (৬২%), বেসরকারি কর্মচারী (৬২%), ছোট ব্যবসায়ী (৬০%) ও গৃহিণীদের (৫৮%) বেশির ভাগ মনে করেন যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে।

পাঠকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র কী করতে পারে। মোট ৩০০ জন পাঠকের মধ্যে ১৩১জন (৪৪%) পাঠক বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। পাঠকদের মধ্যে ২৮ জন (২১%) বলেছেন সংবাদপত্রগুলোর উচিত যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির তথ্য বেশি প্রচার করা। ২৫ জনের (১৯%) মতে, যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরগুলোর ফলো-আপ খবর অবশ্যই প্রকাশ করা উচিত। ২১ জন (১৬%) মনে করেন, যৌন হয়রানি যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ সে সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য পরামর্শগুলোর মধ্যে ছিল:

এক. যৌন হয়রানির খবরগুলোর উপস্থাপনায় আরো গুরুত্ব দিতে হবে।
দুই. যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগে সংশ্লিষ্টদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে ভূমিকা রাখতে পারে।
তিন. প্রত্যন্ত অঞ্চলের যৌন হয়রানির খবর বেশি প্রকাশ করা উচিত।
চার. যৌন হয়রানি বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য খবরের পাশাপাশি সম্পাদকীয় ও ফিচারসহ অন্যান্য তথ্যও বেশি প্রকাশ করতে হবে।
পাঁচ. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরে এমন কিছু থাকা উচিত যাতে তা পড়ে যৌন হয়রানিকারীরা এই অপরাধ করতে ভয় পায়।
ছয়. যৌন হয়রানির প্রকৃত তথ্যই প্রকাশ করা উচিত। এই সংক্রান্ত খবর যেন অতিরঞ্জিত না করা হয়।

সাংবাদিকদের অভিমত

সাংবাদিকদের অভিমত অনুযায়ী, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা মেনে চলে। তবে সব সংবাদপত্রে লিখিত নীতিমালা নেই। কোনো কোনো সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশের সামগ্রিক নীতিমালার মাধ্যমেই যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের নীতিমালাও পূরণ হয় জানানো হয়েছে।

সাংবাদিকরা তাদের অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, সংবাদপত্রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম, পরিচয় ও ছবি প্রকাশ করা হয় না। আর কোনো কোনো সংবাদপত্র তাদের নীতিমালা অনুযায়ী যৌন হয়রানি বিষয়ক সংবাদকেই সাধারণত এড়িয়ে চলে।

সাংবাদিকরা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে মনে করলেও সবাই এই ব্যাপারে একমত নন।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের হার বাড়ানো হয়েছে বলে সাংবাদিকরা জানিয়েছেন। তবে আবার এমন অভিমতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, যৌন হয়রানির বিষয়টিকে বিশেষ কোনো গুরুত্ব না দেয়ার কারণে এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের ব্যাপারে তারা আলাদা কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

গণমাধ্যমে অতিপ্রচার যৌন হয়রানির মত অপরাধ বাড়িয়ে দিতে পারে এমন অভিমত প্রকাশিত হলেও এর বিপরীত অভিমতও প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় মনে করা হলেও এমন অভিমতও দেয়া হয়েছে যে, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য প্রকাশ হওয়া উচিৎ নয়। সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় না এমন ধারণাও রয়েছে। আবার একথাও মনে করা হয় যে, যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত তথ্য তুলে ধরা হলেও পারিবারিক তথ্য অনেক ক্ষেত্রে তুলে ধরা হয় না।

যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তারা যৌন হয়রানির মতো অপরাধ করা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে এমন ধারণা পোষণ করেন সাংবাদিকরা। তবে এর বিপরীত ধারণাও রয়েছে সাংবাদিকদের মধ্যে। অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, ভালো পরিবারের যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য প্রকাশিত হলে সে হয়তো আবার এই অপরাধ করতে কুণ্ঠাবোধ করে। কিন্তু পেশাদার বখাটেদের নাম প্রকাশিত হলে তারা অপরাধের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করেন সাংবাদিকরা। তবে বিপরীত দিকে সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের বর্তমান ধারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কোনই ভূমিকা পালন করছে না, বরং এই ধারা যৌন হয়রানিকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে এমন অভিমতও প্রকাশ করা হয়েছে।

গবেষণার সিদ্ধান্তঃ

এই গবেষণায় বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় :

- সংবাদপত্রে খুবই নগণ্য জায়গা জুড়ে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশিত হয়। খুব কম জায়গা ব্যবহার হলেও সংবাদপত্রগুলোতে এই সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের জন্য স্পেস ব্যবহারের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে।
- সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার দিন দিনই বাড়ছে। ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের হার বেড়ে গেছে।
- সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টগুলোগুলো উপস্থাপনার ক্ষেত্রে খুব কম গুরুত্ব পায়। তবে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।
- যৌন হয়রানি বিষয়ক ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট ও অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট খুব স্বল্প হারে প্রকাশিত হয়।
- যৌন হয়রানি বিষয়ক রিপোর্টের ফলো-আপ রিপোর্ট খুব কম প্রকাশিত হয়।
- শহরাঞ্চলের যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে বেশি প্রকাশিত হয়।
- সংবাদপত্রে যৌন হয়রানির বিবরণমূলক রিপোর্ট বেশি প্রকাশিত হয়।
- বেশির ভাগ রিপোর্টে যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হয়নি।
- যৌন হয়রানির ঘটনা প্রধানত ঘটে-রাস্তা ঘাটে।
- বেশির ভাগ যৌন হয়রানির ভিক্টিমের বয়স ১৫ বছরের কম কিংবা ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে।
- নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীরা প্রধানত যৌন হয়রানির ভিক্টিম হয়ে থাকে।
- বেশির ভাগ যৌন হয়রানিকারীর নাম-পরিচয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।
- যৌন হয়রানিকারীদের বেশির ভাগই বখাটে।
- যৌন হয়রানিকারীদের বেশির ভাগের বয়স ১৫ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।
- বেশির ভাগ যৌন হয়রানির ঘটনায় মামলা হয় না।
- যৌন হয়রানির ঘটনায় হয়রানিকারীর শাস্তি হওয়ার তথ্য সংবাদপত্রে খুব কম প্রকাশিত হয়।
- যৌন হয়রানি বিষয়ক বেশির ভাগ ছবির আকৃতি ডাবল কলাম কিংবা তিন কলাম।
- যৌন হয়রানীর ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের ছবি সংবাদপত্রে বেশি প্রকাশিত হয়।
- যৌন হয়রানি বিষয়ক বেশির ভাগ সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় এবং চিঠি ও মতামতে যৌন হয়রানির ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি বা আহ্বান জানানো হয়।
- বেশির ভাগ পাঠকই সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর নিয়মিতভাবে পড়েন।
- পাঠকদের বেশির ভাগ মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে।

- বেশির ভাগ পাঠক মনে করেন যৌন হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই সাংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা বেড়ে গেছে।
- পাঠকদের বেশির ভাগ মনে করেন যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।
- যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বলে মনে করেন বেশির ভাগ পাঠক।
- বেশির ভাগ পাঠকই মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার আরো বেড়ে যাচ্ছে।
- যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে যথাযথ পরিমাণে প্রকাশিত হয় বলে মনে করেন বেশির ভাগ পাঠক ।
- পাঠকদের বড় একটি অংশ মনে করেন যৌন হয়রানিকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কম পরিমাণে প্রকাশিত হয়।
- বেশির ভাগ পাঠক মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না।
- সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীর শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয় মনে করেন বেশির ভাগ পাঠক।
- পাঠকদের বড় একটি অংশ মনে করেন যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও এই ব্যাপারে আইন প্রয়োগের অভাব এবং শাস্তি বিধান খুব সামান্য হওয়াই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ।
- পাঠকদের বেশির ভাগ মনে করেন যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে।
- পাঠকদের মতে, সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির তথ্য বেশি প্রচার করা প্রয়োজন।
- পাঠকরা মনে করেন, যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরগুলোর ফলো-আপ খবর অবশ্যই প্রকাশ করা উচিত।
- যৌন হয়রানি যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ সে সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে পাঠকরা মনে করেন।
- যৌন হয়রানির খবরগুলোর উপস্থাপনায় আরো গুরুত্ব দিতে হবে বলে মনে করেন পাঠকরা।
- পাঠকদের মতে, যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগে সংশ্লিষ্টদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে ভূমিকা রাখতে পারে সংবাদপত্র।
- পাঠকরা বলেছেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলের যৌন হয়রানির খবর বেশি প্রকাশ করা উচিত।

- যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য খবরের পাশাপাশি সম্পাদকীয় ও ফিচারসহ অন্যান্য তথ্যও বেশি প্রকাশ করতে বলেছেন পাঠকরা।
- পাঠকরা মনে করেন, যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরে এমন কিছু থাকা উচিত যাতে তা পড়ে যৌন হয়রানিকারীরা এই অপরাধ করতে ভয় পায়।
- যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরকে অতিরঞ্জিত না করার আহ্বান জানিয়েছেন পাঠকরা।
- সাংবাদিকদের অভিমত অনুযায়ী, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা মেনে চলে। তবে সব সংবাদপত্রে লিখিত নীতিমালা নেই।
- সাংবাদিকদের মতে, সংবাদপত্রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যৌন হয়রানির ভিক্টিমের নাম, পরিচয় ও ছবি প্রকাশ করা হয় না। আর কোনো কোনো সংবাদপত্র তাদের নীতিমালা অনুযায়ী যৌন হয়রানি বিষয়ক সংবাদকেই সাধারণত এড়িয়ে চলে।
- যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে মনে করেন সাংবাদিকরা। তবে সবাই এই ব্যাপারে একমত নন।
- সাংবাদিকদের মতে, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের হার বাড়ানো হয়েছে। তবে আবার এমন অভিমতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, যৌন হয়রানির বিষয়টিকে বিশেষ কোনো গুরুত্ব না দেয়ার কারণে এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম প্রকাশের ব্যাপারে আলাদা কোনো গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না।
- গণমাধ্যমে অতিপ্রচার যৌন হয়রানির মত অপরাধ বাড়িয়ে দিতে পারে সাংবাদিকরা এমন অভিমত প্রকাশ করলেও এর বিপরীত অভিমতও প্রকাশিত হয়েছে।
- সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় মনে করা হলেও সাংবাদিকরা এমন অভিমত দিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য প্রকাশ হওয়া উচিৎ নয়। আবার সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় না এমন ধারণাও রয়েছে সাংবাদিকদের মধ্যে।
- যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে তারা যৌন হয়রানির মতো অপরাধ করা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে এমন ধারণা পোষণ করেন সাংবাদিকরা। তবে এর বিপরীত ধারণাও রয়েছে সাংবাদিকদের মধ্যে।
- যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করেন সাংবাদিকরা। তবে বিপরীত দিকে সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের বর্তমান ধারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কোনই ভূমিকা পালন করছে না, বরং এই ধারা যৌন হয়রানিকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে এমন অভিমতও প্রকাশ করা হয়েছে।

সুপারিশঃ

এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে নিচে উল্লেখিত সুপারিশ তুলে ধরা হলো:

এক. যৌন হয়রানি যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এই ব্যাপারে লিঙ্গ, পেশা, বয়স নির্বিশেষে সবাইকে সচেতন করতে সংবাদপত্রকে জোড়ালো ভূমিকা নিতে হবে। এই জন্য ডেপথ রিপোর্ট প্রকাশের হার বাড়ানো উচিত। এই সঙ্গে সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচারসহ অন্যান্য সংবাদ উপাদানের আশ্রয় নেয়া যেতে পারে।

দুই. যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগে সংশ্লিষ্টদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে সংবাদপত্রকে ভূমিকা রাখতে হবে।

তিন. যৌন হয়রানির খবরগুলোর উপস্থাপনায় আরো গুরুত্ব দিতে হবে।

চার. যৌন হয়রানির ভিক্টিমের ছবি প্রকাশ করা উচিত নয়।

পাঁচ. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে ভিক্টিমের নাম-পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করা উচিত।

ছয়. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরের সঙ্গে যৌন হয়রানিকারীর ছবি এবং তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য প্রকাশ করা উচিত।

সাত. যৌন হয়রানিকারীর শাস্তির খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা উচিত।

আট. গ্রামাঞ্চলের যৌন হয়রানির খবর প্রকাশে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

নয়. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরগুলোর ফলো-আপ খবর প্রকাশ করা উচিত।

দশ. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবরের যেন অতি প্রচার না ঘটে সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

পরিশিষ্ট-১

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা - ১০০০
ফোন : ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : research@pib.gov.bd; ওয়েবসাইট : http\\www.pib.gov.bd

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সংবাদপত্র

প্রশ্নপত্র

১. উত্তরদাতার লিঙ্গ বিভাজন:

ক.	নারী	
খ.	পুরুষ	

২. বয়স:

ক.	১৫ বছরের কম	
খ.	১৫ থেকে ২০ বছর	
গ.	২১ থেকে ২৫ বছর	
ঘ.	২৬ থেকে ৩০ বছর	
ঙ.	৩১ থেকে ৩৫ বছর	
চ.	৩৬ থেকে ৪০ বছর	
ছ.	৪১ থেকে ৪৫ বছর	
জ.	৪৬ থেকে ৫০ বছর	
ঝ.	৫১ থেকে ৫৫ বছর	
ঞ.	৫৫ বছরের বেশি	

৩. শিক্ষাগত অবস্থা:

ক.	এস এস সি'র কম	
খ.	এস এস সি	
গ.	এইচ এস সি	
ঘ.	স্নাতক	
ঙ.	স্নাতকোত্তর	
চ.	অন্যান্য হলে অনুগ্রহ করে বলুন:	

৪. পেশা:

ক.	চিকিৎসক			ট.	সরকারি কর্মচারী	
খ.	প্রকৌশলী			ঠ.	বেসরকারি কর্মচারী	
গ.	আইনজীবী			ড.	শ্রমিক	
ঘ.	শিক্ষক			ঢ.	কৃষক	
ঙ.	সাংবাদিক			ণ.	ছাত্র-ছাত্রী	
চ.	শিল্পপতি/বড় ব্যবসায়ী			ত.	গৃহিণী	
ছ.	মাঝারি ব্যবসায়ী			থ.	অন্যান্য হলে অনুগ্রহ করে বলুন:	
জ.	ছোট ব্যবসায়ী					
ঝ.	সরকারি কর্মকর্তা					
ঞ.	বেসরকারি কর্মকর্তা					

৫.আপনি কি খবরের কাগজ পড়েন?

ক.	নিয়মিতভাবে পড়ি	
খ.	অনিয়মিতভাবে পড়ি	

৬. আপনি কি সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর পড়েন?

ক.	পড়ি	
খ.	পড়ি না	

৭. আপনি কি মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে?

ক.	বাড়ছে	
খ.	বাড়ছে না	

৮. ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর 'ক' হলে সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কী বলে আপনি মনে করেন ?

ক.	যৌন হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে	
খ.	সংবাদপত্র যৌন হয়রানির ঘটনাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছে	
গ.	অন্যান্য হলে অনুগ্রহ করে বলুন:	

৯. আপনি কি মনে করেন যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে?

ক.	হ্যাঁ	
খ.	না	

১০. ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর 'ক' হলে কেন?

ক.	যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে	
খ.	পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর জন্য বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে	
গ.	অন্যান্য হলে অনুগ্রহ করে বলুন:	

১১. আপনি কি মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট খবরের অতিপ্রচারের ফলে যৌন হয়রানির হার আরো বেড়ে যাচ্ছে?

ক.	হ্যাঁ	
খ.	না	
গ.	জানি না	

১২. আপনার মতে যাকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কেমন পরিমাণে প্রকাশিত হয়?

ক.	খুব বেশি পরিমাণে	
খ.	যথাযথ পরিমাণে	
গ.	কম পরিমাণে	

১৩. আপনার মতে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য সংবাদপত্রে কেমন পরিমাণে প্রকাশিত হয়?

ক.	খুব বেশি পরিমাণে	
খ.	যথাযথ পরিমাণে	
গ.	কম পরিমাণে	

১৪. ১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর 'গ' হলে আপনি কি মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না?

ক.	হ্যাঁ	
খ.	না	

১৫. আপনি কি মনে করেন সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের শাস্তির খবর কম প্রকাশিত হয়?

ক.	হ্যাঁ	
খ.	না	

১৬. আপনার মতে যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার কারণ কী?

ক.	নারীকে দুর্বল, অসহায় ও ভোগের পণ্য মনে করা	
খ.	যৌন হয়রানিকে এক ধরনের রোমান্টিকতা মনে করার প্রবণতা	
গ.	যৌন হয়রানি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ সে ব্যাপারে সচেতনতার অভাব	
ঘ.	যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও এই ব্যাপারে আইন প্রয়োগের অভাব এবং শাস্তি বিধান খুব সামান্য হওয়া	
ঙ.	অন্যান্য হলে অনুগ্রহ করে বলুন:	

১৭. আপনি কি মনে করেন যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করছে?

ক.	হ্যাঁ	
খ.	না	

১৮. ১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর 'খ' হলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সংবাদপত্র কী করতে পারে?

১৯. উত্তরদাতার নাম:

২০. উত্তরদাতার ঠিকানা:

পরিশিষ্ট-২

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা - ১০০০
ফোন : ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : research@pib.gov.bd; ওয়েবসাইট : http\\www.pib.gov.bd

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সংবাদপত্র

ডেপথ্ সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্ন

এক. যৌন হয়রানি বিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে আপনাদের সংবাদপত্র কি কোনো নীতিমালা মেনে চলে?

দুই. নীতিমালা মেনে চললে মূল নীতিগুলো কী অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

তিন. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংবাদপত্র কি এই সংক্রান্ত খবর উপস্থাপনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে?

চার. একই কারণে সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম ইত্যাদি প্রকাশের হারও কি বাড়িয়েছে?

পাঁচ. গণমাধ্যমে অতিপ্রচার যৌন হয়রানির মত অপরাধ কি বাড়িয়ে দিতে পারে? আপনার মতামত কী?

ছয়. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কি যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয়?

সাত. ছয় নম্বর প্রশ্নের উত্তর না হলে যৌন হয়রানিকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য কম প্রকাশিত হওয়ায় কি তারা এই ধরনের অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না? আপনার মতামত কী?

আট. সংবাদপত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক তথ্য প্রকাশের বর্তমান ধারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কী ভূমিকা পালন করছে বলে আপনি মনে করেন?

পরিশিষ্ট-৩

ঢাকা সিটি করপোরেশন, ঢাকা।

বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকার গত ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৯৩ ইং তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা মাধ্যমে সিটি করপোরেশনের বর্তমান ৭৫ (পঁচাত্তর)টি ওয়ার্ডের স্থলে ৯০ (নব্বই)টি ওয়ার্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মতে অঞ্চল ভিত্তিক ওয়ার্ড এবং এলাকা সমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

আঞ্চলিক কার্যালয়, অঞ্চল-১
(যাত্রাবাড়ী আউটফল)

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
৭০	১.	মানিক নগর।
	২.	মানিক নগর মিয়াজান লেন।
	৩.	কাজিরবাগ।
৭৫	১.	কে.এম. দাস লেন।
	২.	অভয় দাস লেন।
	৩.	টয়েনবি সার্কুলার রোড।
	৪.	জয়কালী মন্দির রোড (হোল্ডিং নং-১১ হইতে শেষ)।
	৫.	ভগবতী ব্যানার্জী রোড।
	৬.	ফোল্ডার স্ট্রীট (হোল্ডিং নং-১৯ হইতে শেষ)।
	৭.	হাটখোলা রোড (হোল্ডিং নং-২ হইতে ৪৪/৩)।
	৮.	আর, কে, মিশন রোড (হোল্ডিং নং-১ হইতে ১১/১)।
৭৬	১.	দয়াগঞ্জ রোড।
	২.	দয়াগঞ্জ হাট লেন।
	৩.	দয়াগঞ্জ জেলে পাড়া।
	৪.	নারিন্দা লেন।।
	৫.	নারিন্দা রোড (হোল্ডিং নং-৫৪ হইতে শেষ)।
	৬.	শরৎগুপ্ত রোড।
	৭.	বসু বাজার লেন।
	৮.	আমির হোসেন লেন।
	৯.	শাহ সাহেব লেন।
	১০.	মেথর পট্টি (উত্তর ও দক্ষিণ)।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
	১১.	গুরুদাস সরকার লেন।
	১২.	করাতিটোলা লেন।
	১৩.	স্বামীবাগ লেন (হোল্ডিং নং-১১ হইতে শেষ)।
	১৪.	স্বামীবাগ নতুন বস্তি।
	১৫.	স্বামীবাগ লেন (হোল্ডিং নং-১ হইতে ১৮)।
৭৭	১.	লালমোহন সাহা স্ট্রীট।
	২.	ভজহরি সাহা স্ট্রীট।
	৩.	দক্ষিণ মৈশুণ্ডি।
	৪.	ওয়ার স্ট্রীট।
	৫.	জয়কালী মন্দির রোড (হোল্ডিং নং-১ হইতে ১৮)।
	৬.	নবাব স্ট্রীট।
	৭.	মদন মোহন বসাক রোড (টিপু সুলতান রোড)। হোল্ডিং নং-১৫/৩-৩৭)।
৮০	১.	কাঠেরপুল লেন (বানিয়ানগর)।
	২.	ঠাকুর দাস লেন।
	৩.	জাস্টিস লাল মোহন দাস লেন।
	৪.	ঋষিকেশ দাস রোড।
	৫.	বেগমগঞ্জ লেন।
	৬.	মিউনিসিপ্যাল স্টাফ কোয়াটার (বানিয়ানগর)।
	৭.	তনুগঞ্জ লেন।
	৮.	ওয়ালটার লেন।
	৯.	রেবতী মোহন দাস রোড (হোল্ডিং নং-১ হইতে ১৭৫)।
৮১	১.	ডিস্টিলারী রোড।
	২.	দীননাথ সেন রোড।
	৩.	কেশব ব্যানার্জী রোড (হোল্ডিং নং-৯২ হইতে ৯৯)।
	৪.	শশীভূষণ চ্যাটার্জী লেন।
	৫.	রজনী চৌধুরী রোড।
	৬.	সাবেক শরাফৎগঞ্জ লেন।
	৭.	সত্যেন্দ্র কুমার দাস রোড।
৮২	১.	মিল ব্যারাক ও পুলিশ লাইন।
	২.	কেশব ব্যানার্জী রোড (হোল্ডিং নং-১ হইতে ৮৭/২)।
	৩.	অক্ষয় দাস লেন।
	৪.	শাখারী নগন লেন।
	৫.	হরিচরণ রায় রোড (হোল্ডিং নং-১ হইতে ১৪, ৪৯ হইতে ৫৬)।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
	৬.	আলমগঞ্জ রোড।
	৭.	কালিচরণ সাহা রোড।
	৮.	আলয়গঞ্জ রোড।
	৯.	ঢালকা নগর লেন (হোল্ডিং নং- ১ হইতে ৪৪, ৭১ হইতে ১০৫)।
	১০.	সতীশ সরকার রোড।
৮৩	১.	লালমোহন পোদ্দার লেন।
	২.	পোস্তাগোলা, ঢাকা কটন মিলস্।
	৩.	হরিচরণ রায় রোড (হোল্ডিং নং-১৫ হইতে ৪৮)।
	৪.	বাহাদুরপুর লেন।
	৫.	গেণ্ডারিয়া রাজউক প্লট-১ ও ২।
	৬.	নবীন চন্দ্র গোস্বামী রোড।
	৭.	ফরিদাবাদ লেন।
	৮.	বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী।
	৯.	ঢালকা নগর লেন (হোল্ডিং নং-৪৫ হইতে ৭০)।
৮৪	১.	সায়েদাবাদ।
	২.	উত্তর যাত্রাবাড়ী-১ ও ২।
৮৫	১.	ব্রাহ্মণ চিরণ।
	২.	ধলপুর।
৮৬	১.	পশ্চিম যাত্রাবাড়ী ও উত্তর-পশ্চিম যাত্রাবাড়ী।
	২.	উত্তর যাত্রাবাড়ী।
	৩.	দক্ষিণ পূর্ব যাত্রাবাড়ী ওয়াপদা কলোনী।
	৪.	দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী।
৮৭	১.	মীর হাজীরবাগ।
	২.	ধোলইপাড়।
	৩.	পাড় গেণ্ডারিয়া।
৮৮	১.	মুরাদপুর-১ (হোল্ডিং নং-১-৪৬ বাদে)।
	২.	মুরাদপুর-২, ৩ ও ৪।
৮৯	১.	পূর্ব জুরাইন।
	২.	মুরাদপুর-১ (হোল্ডিং নং-১ হইতে ৪৬)।
৯০	১.	করিম উল্লারবাগ।
	২.	নূতন জুরাইন আলমবাগ।
	৩.	পশ্চিম জুরাইন (মাজার এলাকাসহ)।

আঞ্চলিক কার্যালয়, অঞ্চল-২
(লক্ষ্মীবাজার)

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
৬৬	১.	হাকিম হাবিবুর রহমান রোড।
	২.	রবার বোস স্ট্রীট।।
	৩.	সোয়ারী ঘাট পূর্ব ও পশ্চিম।
	৪.	রুই হাট্টা।
	৫.	বড় কাটারা।
	৬.	ছোট কাটারা।
	৭.	দেবীদাস ঘাট লেন।
	৮.	কমিটি গঞ্জ।
	৯.	চম্পাতলী লেন।
	১০.	জুম্মন বেপারী লেন।
	১১.	রজনী বোস লেন।
	১২.	রায় ঈশ্বর চন্দ্র শীল বাহাদুর স্ট্রীট।
	১৩.	মহিউদ্দিন লেন।
	১৪.	যাদব নারায়ণ দাস লেন।
	১৫.	ইমামগঞ্জ।
	১৬.	মিটফোর্ড রোড।
৬৭	১.	মৌলভী বাজার।
	২.	আজিজুল্লাহ রোড।
	৩.	বেগম বাজার।
	৪.	আবুল হাসনাত রোড।
	৫.	পদ্মলোচন রায় লেন।
	৬.	কে,এম, আজম লেন।
	৭.	নূর বক্স লেন।
	৮.	আলী হোসেন খান রোড।
	৯.	নাবালক মিয়া লেন।
	১০.	আরমেনিয়ান স্ট্রীট।
	১১.	আবুল খায়রাত রোড।
	১২.	কেদীর নাথ দে লেন।
	১৩.	আগা নওয়াব দেউরী।
	১৪.	বেচারাম দেউরী।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
	১৫.	হাফিজ উল্লাহ রোড।
	১৬.	গোলাম মোস্তফা লেন।
	১৭.	ডি, সি, রায় রোড।
	১৮.	শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোড।
	১৯.	এ, সি, রায় রোড।
	২০.	জেল রোড।
	২১.	দিগ বাবু লেন।
	২২.	মকিম কাটারা।
	২৩.	বি, কে, রায় লেন।
	২৪.	সেন্ট্রাল জেল
	২৫.	যোগেন্দ্র নারায়ণ শীল স্ট্রীট।
৬৮	১.	বংশাল রোড হোল্ডিং নং-৪৩/১-৯০৮১।
	২.	কে, পি, ঘোষ স্ট্রীট।
	৩.	কসাইটুলী।
	৪.	গোবিন্দ দাস লেন।
	৫.	সৈয়দ হাসান আলী লেন।
	৬.	পি, কে রায় লেন।
	৭.	হাজী আ: রশিদ লেন।
	৮.	রায় বাহাদুর ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ স্ট্রীট।
	৯.	কাজী জিয়া উদ্দিন রোড।
	১০.	সামসাবাদ লেন।
	১১.	শাহাজাদা মিয়া লেন।
	১২.	গোপীনাথ দত্ত কবিরাজ স্ট্রীট ও হারনী স্ট্রীট।
	১৩.	বাগডাসা লেন।
	১৪.	হায়বাৎ নগর লেন।
	১৫.	শরৎ চক্রবর্তী রোড হোল্ডিং নং-১৭-১০৩)।
	১৬.	কাজীমুদ্দিন সিদ্দিকী লেন।
	১৭.	আকমল খান রোড।
	১৮.	জিন্দাবাহার লেন (১৯১ ইসমাইল লেন)।
৬৯	১.	বংশাল রোড (হোল্ডিং নং-১০৯/২০৭/১)।
	২.	আলী নকী দেউরী।
	৩.	আবদুল হাদী লেন।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
	৪.	নবাব কাটারা।
	৫.	চানখারপুল লেন।
	৬.	আগামসীহ লেন (হোল্ডি নং-১-১১৫)।
	৭.	শিক্কাটুলী লেন।
	৮.	আগাসাদেক রোড।
	৯.	বি, কে, গাংগুলী লেন।
	১০.	আবুল হাসনাত রোড।
৭০	১.	সিদ্দিক বাজার।
	২.	টেকের হাট লেন।
	৩.	নওয়াবপুর রোড (হোল্ডিং নং-১৪৪-২২২)।
	৪.	হাজী ওসমান গনি রোড (হোল্ডিং নং-১ হইতে ১৬৫)।
	৫.	নাজিরা বাজার লেন।
	৬.	লুৎফর রহমান লেন।
	৭.	কাজী আবদুল হামিদ লেন।
	৮.	কাজী আলা উদ্দিন রোড।
	৯.	ফুলবাড়িয়া পুরাতন রেলওয়ে স্টেশন (কোতোয়ালী অংশ)।
৭১	১.	মালিটোলা লেন।
	২.	মালিটোলা রোড।
	৩.	বংশাল রোড (হোল্ডিং নং-১-৪২, ২১১-২৬৭)।
	৪.	বংশাল লেন।
	৫.	গোলক পাল লেন।
	৬.	আনন্দ মোহন বসাক লেন (বাসাবাড়ী লেন)।
	৭.	ভিতর বাড়ী লেন।
	৮.	গোয়াল নগর লেন
	৯.	ইংলিশ রোড।
	১০.	পুরানা মোগলটুলী।
	১১.	নবাব ইউসুফ রোড।
	১২.	নবাবপুর রোড (হোল্ডিং নং -২২৬-২৮২)।
	১৩.	হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন।
	১৪.	ফ্রেন্স রোড।
	১৫.	হাজী মইনুদ্দিন রোড।
	১৬.	নয়া বাজার সুইপার কলোনী।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
৭২	১.	আশোক লেন।
	২.	রাধিক্য মোহন বসাক লেন।
	৩.	হরি প্রসন্ন জিৎ রোড।
	৪.	সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন।
	৫.	কোর্ট হাউস স্ট্রীট।
	৬.	উচ্ছব গোদ্দার লেন।
	৭.	প্রসন্ন পোদ্দার লেন।
	৮.	রাখাল চন্দ্র বসাক লেন।
	৯.	বাঁশি চরণ সেন পোদ্দার লেন।
	১০.	ইসলামপুর (হোল্ডিং নং-৫৩-১১৭/২/৩)।
	১১.	নবরায় লেন।
	১২.	কৈলাশ ঘোষ লেন।
	১৩.	শাঁখারী বাজার (হোল্ডিং নং-১-৬৫)।
	১৪.	রাজার দেউরী।
	১৫.	জজকোর্ট, ডি,সি, কোর্ট ও রায় সাহেব বাজার।
৭৩	১.	আহসান উল্লাহ রোড।
	২.	কবিরাজ লেন।
	৩.	জি, এল, পার্থ লেন।
	৪.	সিমশন রোড।
	৫.	পাটুয়াটুলী রোড।
	৬.	ইসলামপুর (হোল্ডিং নং-১-৩৮)।
	৭.	পাটুয়াটুলী লেন।
	৮.	কুমারটুলী লেন।
	৯.	লিয়াকত এ্যাভিনিউ।
	১০.	নর্থ ব্রুক হল রোড (হোল্ডিং নং-১-৩৮)।
	১১.	ওয়াইজ ঘাট।
	১২.	রমাকান্ত নন্দি লেন।
	১৩.	লয়াল স্ট্রীট।
	১৪.	পি, কে রায় রোড (বাংলাবাজার)।
	১৫.	চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ।
	১৬.	হকার্স মার্কেট।
	১৭.	শাঁখারী বাজার (হোল্ডিং নং-৬৬-১৪২)।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
৭৪	১.	মদন মোহন বসাক রোড (হোল্ডিং নং-১-১৫/২ এবং ৫৬ থেকে শেষ)।
	২.	লালচান মকিম লেন।
	৩.	গোপী মোহন বসাক লেন (হোল্ডিং নং-১-৩৫)।
	৪.	গোপী কিষাণ লেন।
	৫.	তাহের বাগ লেন।
	৬.	শশী মোহন বসাক লেন।
	৭.	গোয়াল ঘাট লেন।
	৮.	মুচী পাড়া।
	৯.	নরেন্দ্র নাথ বসাক লেন।
	১০.	নবাবপুর রোড (হোল্ডিং নং-১-১৪৩)।
	১১.	বি সি সি রোড (হোল্ডি নং-১-১৩৪)।
	১২.	কাপ্তান বাজার (হোল্ডি নং-১-১০০)।
	১৩.	জুরিয়াটুলী লেন।
	১৪.	যদুনাথ বসাক লেন।
	১৫.	বনগ্রাম রোড (হোল্ডি নং-১৫৮)।
	১৬.	মহাজনপুর লেন।
	১৭.	বনগ্রাম লেন।
	১৮.	যোগী নগর রোড ও লেন।
	১৯.	চন্দ্রনাথ বসাক স্ট্রীট।
	২০.	মদন পাল লেন।
৭৮	১.	কুঞ্জ বাবু লেন।
	২.	গোবিন্দ দত্ত লেন।
	৩.	রঘুনাথ লেন।
	৪.	রোকনপুর লেন।
	৫.	পাঁচভাই ঘাট লেন।
	৬.	নাসির উদ্দিন সরদার লেন।
	৭.	কারকুনবাড়ী লেন।
	৮.	জনসন রোড।
	৯.	কাজী আবদুর রউফ রোড।
	১০.	নন্দ লাল দত্ত লেন।
	১১.	নবদ্বীপ বসাক লেন।
	১২.	রাজচন্দ্র মুন্সী লেন।
	১৩.	সুভাষ বোস এভিনিউ (লক্ষ্মী বাজার)।
	১৪.	হাজী আবদুল মজিদ লেন।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
৭৯	১.	শ্যামা প্রসাদ চৌধুরী লেন।
	২.	রূপলাল দাস লেন।
	৩.	পাতলাখান লেন।
	৪.	ফরাশগঞ্জ লেন।
	৫.	ফরাশগঞ্জ রোড।
	৬.	উল্টিগঞ্জ লেন।
	৭.	মালাকার টোলা লেন।
	৮.	নর্থব্রুক হল রোড (হোল্ডি নং-৩৯ শেষ)।
	৯.	মদন সাহা লেন।
	১০.	ঈশ্বর দাস লেন।
	১১.	হরিশ চন্দ্র বসু স্ট্রীট।
	১২.	প্রতাপ দাস লেন।
	১৩.	বি, কে, দাস রোড।
	১৪.	কে জি গুপ্ত রোড।
	১৫.	জয় চন্দ্র ঘোষ লেন।
	১৬.	প্যারীদাস রোড।
	১৭.	গোপাল সাহা লেন।
	১৮.	মোহিনী মোহন দাস লেন।
	১৯.	পূর্ণচন্দ্র ব্যানার্জী লেন।
	২০.	রুপচান লেন।
	২১.	মুন্সী হরি মোহন দাস লেন।
	২২.	আনন্দ মোহন দাস লেন।
	২৩.	শ্রীশ দাস লেন।
	২৪.	হেমেন্দ্র দাস রোড।
	২৫.	দেবেন্দ্র দাস লেন।
	২৬.	শুকলাল দাস লেন।
আঞ্চলিক কার্যালয়, অঞ্চল-৩		
৪৮	১.	বিরবন কাচড়া।
	২.	গজমহল রোড।
	৩.	হাজারীবাগ ট্যানারী এলাকা।
	৪.	জিকাতলা (তিন বাজার)।
	৫.	দক্ষিণ সুলতানগঞ্জ।
	৬.	সোনাতন গড় (মনেশ্বর)।
	৭.	জিকাতলা স্টাফ কোয়ার্টার।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
	৮.	মনেশ্বর (জিকাতলা)।
	৯.	শিকারীটোলা।
	১০.	মনেশ্বর (১-৩৬) তল্লাবাগ ও মিতালী রোডের অংশ।
	১১.	চরকঘাটা তল্লাবাগ ও টালী অফিস রোড।
	১২.	মধু বাজার দক্ষিণ।
৫৮	১.	মনেশ্বর রোড।
	২.	মনেশ্বর লেন।
	৩.	বাড্ডা নগর লেন।
	৪.	বোরহানপুর লেন।
	৫.	কুলাল মহন লেন।
	৬.	কাজীরবাগ লেন।
	৭.	নবীপুর লেন।
	৮.	হাজারীবাগ লেন।
	৯.	হাজারীবাগ রোড।
	১০.	কালু নগর।
	১১.	এনায়েতগঞ্জ।
	১২.	গণকটুলী।
	১৩.	ভাঙ্গা কলোনী।
	১৪.	নীলাম্বর সাহা রোড।
	১৫.	ভাগলপুর লেন।
৫৯।	১.	লালবাগ রোড (হোল্ডিং নং-১৫৮-২৫৬)।
	২.	মেডিক্যাল স্টাফ কোয়ার্টার, বি, ডি, আর, গেইট।
	৩.	কাশমিরী টোলা লেন।।
	৪.	হোসেন উদ্দিন খান লেন।
	৫.	ডুরি আংগুল লেন।
	৬.	নবাবগঞ্জ রোড।
	৭.	নবাবগঞ্জ লেন।
	৮.	আবদুল আজিজ লেন।
	৯.	ললিত মোহন দাস লেন।
	১০.	এম, সি, রায় রোড।
	১১.	নতুন পলটন লাইন।
	১২.	পিলখানা রোড।
	১৩.	সুবল দাস রোড (হোল্ডিং নং-৪৮ ও ৪৯)

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
৬০	১.	জগন্নাথ সাহা রোড (হোল্ডিং নং-১১৪-৩১৫)।
	২.	শহীদ নগর।
	৩.	রাজ নারায়ণ ধর রোড।
৬১	১.	জগন্নাথ সাহা রোড (হোল্ডিং নং-১-১১৩)
	২.	কাজী রিয়াজ উদ্দিন রোড।
	৩.	লালবাগ দুর্গ এবং পুষ্পরাজ শাহ রোড।
	৪.	আতস খান লেন।
	৫.	রাজ শ্রী নাথ স্ট্রীট।
	৬.	হরমোহন শীল স্ট্রীট।
	৭.	গংগারাম বাজার লেন।
	৮.	লালবাগ রোড (হোল্ডিং-৪৮-১৫৫ এবং ২৫৭-৩২৫-১)।
	৯.	নগর বেলতলী লেন।
	১০.	শেখ সাহেব বাজার।
	১১.	সুবল দাস রোড (৪৭ হইতে ৪৯ নং হোল্ডিং বাদে)।
৬২	১.	আজিমপুর রোড (হোল্ডিং নং-১-১৭৮)।
	২.	আজিমপুর এস্টেট।
	৩.	পলাশী ব্যারাক পশ্চিম ও দক্ষিণ।
	৪.	ইডেন মহিলা কলেজ হোস্টেল এবং স্টাফ কোয়ার্টার ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ।
	৫.	বি, পি, দাস স্ট্রীট।
	৬.	নিলক্ষেত সরকারি বাজার (আজিমপুর)।
	৭.	লালবাগ রোড (হোল্ডিং নং-১-৪৭ এবং ১৫৮-১৯৯)।
	৮.	ঢাকেশ্বরী রোড।
৬৩	১.	হোসনী দালান রোড।
	২.	অরফানেজ রোড।
	৩.	কমল দাস রোড।
	৪.	নাজিমুদ্দিন রোড (হোল্ডিংনং-১-১২৪)।
	৫.	গির্দ্দা উর্দু রোড।
	৬.	জয়নাগ রোড।
	৭.	বকসী বাজার রোড।
	৮.	বকসী বাজার লেন।
	৯.	আমলা পাড়া সিটি রোড।
	১০.	তাত খানা লেন।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
	১১.	উমেশ দত্ত রোড।
	১২.	নবাব বাগিচা।
	১৩.	নূর ফাতা লেন।
	১৪.	পলাশী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন।
৬৪	১.	কে, বি, রুদ্র রোড।
	২.	উর্দু রোড।
	৩.	গৌর সুন্দর রায় লেন।
	৪.	হায়দার বক্স লেন।
	৫.	খাজে দেওয়ান ১ম এবং ২য় লেন।
	৬.	চক সার্কুলার রোড।
	৭.	আজগর লেন।
	৮.	হরনাথ ঘোষ রোড।
	৯.	হরনাথ ঘোষ লেন।
	১০.	খাজে দল সিং লেন।
	১১.	নন্দ কুমার দত্ত রোড।
৬৫	১.	ইসলামবাগ।
	২.	শায়েস্তা খান রোড।
	৩.	রহমতগঞ্জ লেন।
	৪.	হাজী রহিম বকস লেন।
	৫.	ওয়াটার ওয়ার্কস রোড।
	৬.	হাজী বানু রোড।
	৭.	গনি মিয়ার হাট।
	৮.	ফরিয়া পট্টি।
আঞ্চলিক কার্যালয়, অঞ্চল-৪		
২২	১.	রামপুরা
	২.	উলন
	৩.	বাগিচার টেক।
	৪.	নাসিরের টেক।
	৫.	ওমর আলী লেন।
	৬.	পশ্চিম হাজী পাড়া।
২৩	১.	খিলগাঁও "বি" জোন।
	২.	খিলগাঁও পূর্ব হাজী পাড়া।
	৩.	মালিবাগ চৌধুরী পাড়া (নূর মসজিদের উত্তরের মহল্লাসহ)।
	৪.	মালিবাগ ও মালিবাগ বাজার রোড (সবুজবাগ অংশ)।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
২৪	১.	খিলগাঁও "এ" এবং "সি" জোন।
	২.	খিলগাঁও কলোনী "সি"।
২৫	১.	গোড়ান
২৬	১.	মেরাদিয়া
২৭	১.	পূর্ব বাসাবো (হোল্ডিং নং-৫৯/১ হইতে শেষ পর্যন্ত)।
	২.	পশ্চিম বাসাবো।
	৩.	উত্তর বাসাবো।
	৪.	দক্ষিণ বাসাবো।
	৫.	উত্তর পূর্ব বাসাবো।
	৬.	মধ্য বাসাবো।
	৭.	বাসাবো ওহাব কলোনী।
	৮.	মাদারটেক।
২৮	১.	মায়াকানন।
	২.	সবুজবাগ।
	৩.	উত্তর মুগদাপাড়া ডেপুটি কলোনী।
	৪.	আহম্মদবাগ।
	৫.	রাজারবাগ উত্তর ও দক্ষিণ।
	৬.	কদমতলা বাসাবো।
	৭.	পূর্ব বাসাবো (হোল্ডিংনং-১-৫৯)।
২৯	১.	মুগদাপাড়া।
৩১	১.	বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী ও সোনালী ব্যাংক কলোনী।
	২.	আর, কে মিশন রোড গোপীবাগ।
	৩.	কমলাপুর।
	৪.	মতিঝিল 'বি' রেলওয়ে বাজার।
৩২	১.	আরামবাগ।
	২.	ফকিরের পুল।
	৩.	ফকিরের পুল বাজার এলাকা।
	৪.	মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা।
	৫.	দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা।
	৬.	বঙ্গভবন।
৩৩	১.	মতিঝিল কলোনী (হাসপাতাল জোন, আল হেলাল জোন ও আইডিয়াল জোন)।
	২.	এইচ টাইপ কোয়ার্টার।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
	৩.	পোস্টাল কলোনী।
	৪.	টিএন্ডটি কলোনী।
	৫.	বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী।
৩৪	১.	শাহজাহানপুর।
	২.	শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনী।
	৩.	দক্ষিণ খিলগাঁও।
	৪.	খিলগাঁও বাগিচা।
	৫.	শহীদবাগ।
	৬.	মোমেনবাগ।
	৭.	আউটার সার্কুলার রোড।
৩৫	১.	মালিবাগ বাজার রোড (মতিঝিল অংশ)।
	২.	মালিবাগ।
	৩.	বকশীবাগ।
	৪.	গুলবাগ।
	৫.	শান্তিবাগ।
	৬.	ইন্দ্রপুরী।
৩৬	১.	চামেলীবাগ ও আমিনবাগ।
	২.	রাজারবাগ পুলিশ লাইন।
	৩.	পুরানা পল্টন, জি,পি,ও বায়তুল মোকাররম, স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, ক্রীড়া পরিষদ, আউটার স্টেডিয়াম।
	৪.	বিজয় নগর।
	৫.	নয়া পল্টন।
	৬.	পুরানা পল্টন লাইন।
	৭.	ট্রাফিক পুলিশ ব্যারাক, পুলিশ হাসপাতাল ও সিএন্ডবি মাঠ।
	৮.	শান্তিনগর।
	৯.	শান্তিনগর বাজার এলাকা।
আঞ্চলিক কার্যালয়, অঞ্চল-৫		
৪৯	১.	ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা।
	২.	ধানমন্ডি সড়ক নং-১৫ স্টাফ কোয়ার্টার।
	৩.	সড়ক নং-১৫ পূর্ব রায়ের বাজার ও ঈদগাহ রোড।
	৪.	শেরে বাংলা রোড ও মিতালী রোড।
	৫.	হাজী আফসার উদ্দিন রোড।
	৬.	হাতেমবাগ।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
৫০	১.	ফ্রি স্কুল স্ট্রীট কাঁঠালবাগান।
	২.	নর্থ রোড।
	৩.	সার্কুলার রোড।
	৪.	গ্রীণ কর্ণার, গ্রীণ স্কয়ার (গ্রীণ রোড)।
	৫.	গ্রীণ রোড পূর্ব।
	৬.	ওয়েস্ট অ্যান্ড স্ট্রীট।
	৭.	আল আমিন রোড।
	৮.	নর্থ সার্কুলার রোড।
	৯.	ফ্রি স্কুল স্ট্রীট (হাতিরপুল)
	১০.	ক্রিসেন্ট রোড।
৫১	১.	লেক সার্কাস উত্তর ধানমন্ডি ও আবেদ ঢালী রোড।
	২.	বশির উদ্দিন রোড, উত্তর ধানমন্ডি।
	৩.	কলাবাগান।
	৪.	গ্রীণ রোড পশ্চিম।
	৫.	গ্রীণ রোড স্টাফ কোয়ার্টার।
	৬.	তল্লাবাগ।
	৭.	শুক্রাবাদ।
	৮.	সোবহানবাগ।
৫২	১.	নীলক্ষেত বাবুপুরা।
	২.	সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, আইয়ুব আলী কলোনী ও রহিম স্কয়ার।
	৩.	বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল।
	৪.	সেন্ট্রাল রোড।
	৫.	নায়েম নিয়েরার রোড, কলেজ স্ট্রীট, টি, টি, কলেজ গভ:ল্যাবরেটরী স্কুল এরিয়া ও ঢাকা কলেজ।
	৬.	সাইন্স ল্যাবরেটরী স্টাফ কোয়ার্টার।
	৭.	এ্যালিফ্যান্ট রোড।
	৮.	মিরপুর রোড।
	৯.	নিউ এলিফ্যান্ট রোড
	১০.	বিডিআর পিলখানা।
৫৩	১.	মিন্টু রোড।
	২.	কাকরাইল।
	৩.	সার্কিট হাউস রোড।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
	৪.	সিদ্ধেশ্বরী রোড ও লেন।
	৫.	মগবাজার এ্যালিফ্যান্ট রোড।
	৬.	মগবাজার ইস্পাহানী কলোনী।
	৭.	নিউ ইস্কাটন রোড।
	৮.	ইস্কাটন গার্ডেন রোড।
	৯.	আমিনাবাদ কলোনী ও ইস্টার্ণ হাউজিং এপার্টমেন্ট।
	১০.	বেইলী স্কোয়ার ও বেইলী রোড।
	১১.	বাজে কাকরাইল।
	১২.	ডি, আই, টি, কলোনী ও পশ্চিম মালিবাগ।
৫৪	১.	বড় মগবাজার।
	২.	দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন রোড, পশ্চিম মালিবাগ।
	৩.	মধ্য পেয়ারাবাগ ও গ্রীণওয়ে।
	৪.	উত্তর নয়াটোলা ১ম ভাগ।
৫৫	১.	মিরেরটেক, মিরবাগ, মধুবাগ।
	২.	উত্তর নয়াটোলা ২য় ভাগ।
	৩.	পূর্ব নয়াটোলা।
	৪.	দক্ষিণ নয়াটোলা।
	৫.	মগবাজার ওয়ারলেস কলোনী।
৫৬	১.	সেগুনবাগিচা।
	২.	তোপখানা রোড।
	৩.	বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ওয়েস্ট হাউজ।
	৪.	টি, বি, ক্লিনিক এলাকা।
	৫.	ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও আবাসিক এলাকা।
	৬.	হাইকোর্ট স্টাফ কোয়ার্টার ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।
	৭.	ফুলবাড়ীয়া স্টেশন পূর্ব এলাকা।
	৮.	ফুলবাড়ীয়া পশ্চিম ও সেক্রেটারিয়েট রোড।
	৯.	আবদুল গণি রোড ও সচিবালয় স্টাফ কোয়ার্টার।
	১০.	পুরাতন রেলওয়ে কলোনী পশ্চিম।
	১১.	রেলওয়ে হাসপাতাল এলাকা।
	১২.	ইস্টার্ণ হাউজিং ও টয়েনবি সার্কুলার রোড।
	১৩.	রমনা গ্রীণ হাউস।
	১৪.	প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও আবাসিক এলাকা।
	১৫.	নজরুল ইসলাম হল।
	১৬.	আহসান উল্লাহ হল।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
	১৭.	তীতুমীর হল।
	১৮.	ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাস (ফজলে রাব্বি হল)।
	১৯.	শেরে বাংলা হল, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
	২০.	সোহরাওয়ার্দী হল, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
	২১.	শহিদুল্লাহ হল।
	২২.	ফজলুল হক হল।
	২৩.	ডা. এম, এ, রশীদ হল।
	২৪.	শহীদ স্মৃতি হল।
	২৫.	প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী হল।
৫৭	১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা।
	২.	জহরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
	৩.	সলিমুল্লাহ হল।
	৪.	স্যার এ, এফ, রহমান হল।
	৫.	শামসুন নাহার হল।
	৬.	জগন্নাথ হল।
	৭.	কবি জসিম উদ্দিন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
	৮.	মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল।
	৯.	সূর্যসেন হল।
	১০.	হাজী মোহাম্মদ মহসিন হল।
	১১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান হল।
	১২.	ময়মনসিংহ লেন।
	১৩.	ময়মনসিংহ রোড।
	১৪.	পি, জি, ইনস্টিটিউট।
	১৫.	জাতীয় জাদুঘর অফিসার্স কোয়ার্টার, পি,জি, হাসপাতাল ও কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী।
	১৬.	হাবিবুল্লাহ রোড।
	১৭.	আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস।
	১৮.	রোকেয়া হল।
	১৯.	পরিবাগ শাহ সাহেব রোড।
আঞ্চলিক কার্যালয়, অঞ্চল-৬		
৩৯	১.	কাওরান বাজার।
	২.	তেজতুরী বাজার।
	৩.	তেজকুনী পাড়া।
	৪.	রেলওয়ে কলোনী।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
৪০	১.	রাজা বাজার।
	২.	ইন্দিরা রোড।
	৩.	মনিপুরী পাড়া।
	৪.	শেরে বাংলা নগর।
	৫.	গ্রীণ রোড।
৪২	১.	মোহাম্মদপুর ব্লক-এফ।
	২.	মোহাম্মদপুর ব্লক-সি
	৩.	জহুরী মহল্লা।
৪৩	১.	শ্যামলী রিং রোড।
	২.	আদাবর।
	৩.	নজরুল ইসলাম, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি, বাইতুল আমান ও সেকেরটেক।
৪৪	১.	মোহাম্মদপুর ব্লক-ডি-১, ২, ৩, ৪ ও ৫।
	২.	আযম রোড।
	৩.	জাকির হোসেন রোড, ব্লক-ই।
	৪.	কাজী নজরুল ইসলাম রোড, ব্লক-ই।
৪৫	১.	লালমাটিয়া ব্লক-এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি।
	২.	নিউ কলোনী আসাদ গেট।
	৩.	খিলজী রোড।
	৪.	বাবর রোড ব্লক-বি।
	৫.	গজনবী রোড ও হুমায়ুন রোড।
	৬.	রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ।
	৭.	মোহাম্মদপুর ব্লক-এ আসাদ এভিনিউ, ইকবাল রোড, স্যার সৈয়দ রোড, আওরঙজেব রোড।
	৮.	পিসি কালচার (পার্কসহ)
৪৬	১.	বছিলা।
	২.	ওয়াশপুর।
	৩.	কাটাসুর।
	৪.	গ্রাফিক আর্টস ও শারীরিক শিক্ষা কলেজ।
	৫.	মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটি।
	৬.	বাঁশবাড়ি।
৪৭	১.	জাফরাবাদ।
	২.	উত্তর সুলতানগঞ্জ।
	৩.	রাজমুশুরী জাফরাবাদ।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
	৪.	রায়ের বাজার।
	৫.	বিবির বাজার।
	৬.	শংকর।
	৭.	পূর্ব রায়ের বাজার।
	৮.	মধু বাজার ও পশ্চিম ধানমন্ডি।
আঞ্চলিক কার্যালয়, অঞ্চল-৭		
৯	১.	বাগবাড়ী।
	২.	হরিরামপুর।
	৩.	জহুরাবাদ।
	৪.	বাজারপাড়া।
	৫.	বর্ধন বাড়ী।
	৬.	গোলারটেক।
	৭.	ছোট দিয়া বাড়ী।
	৮.	জাহানাবাদ।
	৯.	কোর্টবাড়ী।
	১০.	আনন্দবাজার।
১০	১.	গাবতলী জমিদারবাড়ী (হাসনাবাদ)
	২.	গাবতলী ১ম, ২য় ও ৩য় কলোনী।
	৩.	গৈদারটেক।
	৪.	দারুস সালাম।
১১	১.	কল্যাণপুর।
	২.	পাইকপাড়া।
১২	১.	আহাম্মদনগর।
	২.	দক্ষিণ বিশিল।
	৩.	শাহআলী বাগ।
	৪.	ফলওয়ালা পাড়া।
	৫.	পাইকপাড়া স্টাফ কোয়ার্টার।
	৬.	শিক্ষা বোর্ড স্টাফ কোয়ার্টার ও ওয়ার্কার্স কলোনী।
	৭.	টোলারবাগ।
	৮.	বি, এ, ডি, সি, স্টাফ কোয়ার্টার।
১৩	১.	বড়বাগ।
	২.	পীরেরবাগ।
	৩.	মনিপুর।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
১৪	১.	কাজীপাড়া।
	২.	শেওড়াপাড়া।
	৩.	সেনপাড়া পবতা।
১৬	১.	ইব্রাহিমপুর।
	২.	কাফরুল।
৪১	১.	আগারগাঁও স্টাফ কোয়ার্টার।
	২.	পশ্চিম আগারগাঁও।
	৩.	শ্যামলী রোড নং-১।
	৪.	কাফরুল তালতলা স্টাফ কোয়ার্টার।
	৫.	মহাকাশ বিজ্ঞান ভবন জি টাইপ।
আঞ্চলিক কার্যালয়, অঞ্চল-৮		
২	১.	মিরপুর সেকশন-১২।
	২.	মিরপুর-১২/প, উত্তর কালশী।
৩	১.	মিরপুর সেকশন-১০।
	২.	মিরপুর সেকশন-১১, ব্লক-সি।
৪	১.	মিরপুর সেকশন-১৩ ও ১৪।
	২.	বাইশটেকী।
৫	১.	মিরপুর সেকশন-১১, ব্লক-এ, বি, ও ডি/২।
	২.	বাউনিয়া বেড়ীবাধ।
	৩.	পলাশ নগর।
৬	১.	মিরপুর সেকশন-৭।
	২.	পল্লবী।
	৩.	ওয়াপদা কলোনী দ্বিগুণ সেনানিবাস।
	৪.	আলবদী।
	৫.	রূপনগর টিনসেড।
	৬.	দুয়ারীপাড়া।
	৭.	সেকশন-৬, ব্লক-সি, ডি, জ ও ট।
৭	১.	মিরপুর সেকশন-২।
	২.	মিরপুর সেকশন-৬, ব্লক-এ ও বি।
	৩.	রূপনগর সরকারি হাউজিং এস্টেট।
১৪	১.	মিরপুর সেকশন-১।
	২.	উত্তর বিশিল।
	৩.	চিড়িয়াখানা আবাসিক এলাকা (বক্স নগর)

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
	৪.	বোটানিক্যাল গার্ডেন আবাসিক এলাকা।
		নবাবের বাগ ও চটবাড়ী।
		বি,আই,এস,এফ স্টাফ কোয়ার্টার (কুমির শাহ মাজার)।
১৫	১.	ভাষানটেক।
	২.	আলবদীর টেক।
	৩.	দামালকোর্ট।
	৪.	লালাসরাই।
	৫.	মাটি কাটা।
	৬.	মানিকদি।
		বালুঘাট।
		বাইগারটেক।
		বারনটেক।
আঞ্চলিক কার্যালয়, অঞ্চল-৯		
১৭	১.	খিলক্ষেত।
	২.	কুড়িল।
	৩.	কুঁড়াতরী।
	৪.	জোয়ারসাহারা (অলিপাড়া)।
	৫.	জগন্নাথপুর।
১৮	১.	বারিধারা আবাসিক এলাকায় আই এবং কে ব্লক (১৯৮০ সনে প্রকাশিত গেজেটের অতিরিক্ত)।
	২.	কালাচাঁদপুর।
	৩.	নদ্দা।
	৪.	শাহজাদপুর (ক, খ ও গ)।
১৯	১.	বনানী।
	২.	গুলশান (১ ও ২)।
	৩.	গুলশান সুইপার কলোনী (১)।
	৪.	কড়াইল।
২০	১.	মহাখালী।
২১	১.	উত্তর বাড্ডা।
	২.	দক্ষিণ বাড্ডা।
	৩.	মধ্য বাড্ডা।
	৪.	পূর্ব মেরুল বাড্ডা।
	৫.	গোপী পাড়া বাড্ডা।
	৬.	পশ্চিম মেরুল বাড্ডা।

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডের আওতাধীন এলাকা/এলাকাসমূহ	
৩৭	১.	তেজগাঁও শিল্প এলাকা।
৩৮	১.	নাখালপাড়া।
	২.	আরজত পাড়া।
	৩.	সিভিল এভিয়েশন স্টাফ কোয়ার্টার।
আঞ্চলিক কার্যালয়, অঞ্চল-১০		
১	১.	উত্তরা মডেল টাউন।

স্বাক্ষর/-
সচিব, ঢাকা সিটি করপোরেশন

স্মারক নং ২০৪০/প্র:বি: (৫০০) তারিখ: ০৫.০৬.০৪

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:

১. সকল ওয়ার্ড কমিশনার, ওয়ার্ড নং .....।
২. সকল বিভাগীয়/উপ-বিভাগীয় প্রধান .....।
৩. সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল .....।
৪. মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব।
৫. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের স্টাফ অফিসার।
৬. প্রটোকল কর্মকর্তা।
৭. সকল নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল ...../বিদ্যুৎ/যান্ত্রিক/পরিকল্পনা ও নকসা/বাজার সার্কেল/পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প।
৮. সকল শাখা প্রধান .....।
৯. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১/২/৩/ ও প্রশাসন।
১০. সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী।
১১. প্রশাসনিক নথি।
১২. অফিস অনুলিপি।

(আখতার হোসেন খান)
সহকারী সচিব (প্রশাসন)
ঢাকা সিটি করপোরেশন।

গ্রন্থপঞ্জি:

Roger D. Wimmer & Joseph R. Dominick, *Mass Media Research : An Introduction (2nd ed.),* California: Wadsworth Publishing Company, 1987.

Walizer, M. H., & Wienir, P. L. , *Research methods and analysis,* New York: Harper & Row, 1978.

Krippendorf, K., *Content analysis : An introduction to its methodology,* Beverly Hills, CA: Sage Pubications, 1980.

Kerlnger, F., *Foundations of behavioral research (2nd ed.),* New York: Holt, Rinetart & Winston, 1973.

Joann Keyton, *Communication Research : Asking Question, Finding Answers,* New York: McGraw-Hill, 2006.

Richard W. Thorp, Robert K. Thorp & Lewis Donohew, *Content Analysis of Communications,* New York: The Macmillan Company, 1967.

L. L. Kaid & A. J. Wadsworth, `Content analysis', In P. Emmert & L. L. Barker (Eds.), *Measurement of communication behavior*, New York: Longman, 1989.

D. Riffe, S. Lacy & F. G. Fico, *Analyzing media messages: Using quantitative content analysis in research,* Mahwah, NJ: Erlbaum, 1998.

Cesar M. Mercado, *Conducting and Managing Communication Surveys Research : The Asian Experience,* Quezon City : Local Resource Management Services, 1992.

H. W. Smith, *Strategies of Social Research : The Methodological Imagination,* New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1975.

Pauline V. Young, *Scientific Social Surveys and Research,* New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited, 1984.

কামরুল হক, *বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত শিশু বিষয়ক তথ্য: একটি মূল্যায়ন*, ঢাকা: প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, জুন ২০০৯